যোহনলিখিত সুসমাচার।

১ অধ্যায়।

১ আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের
সহিত ছিলেন, এবং সেই বাক্য ঈশ্বর। ২ তিনি
আদিতে ঈশ্বরের সহিত ছিলেন। ৩ তৎকর্ত্তৃক
সকল বস্তু সৃষ্ট হইল, এবং তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর
মধ্যে একটি বস্তুও তাঁহা ব্যতিরেকে সৃষ্ট হয় নাই।
৪ তিনি জীবনের আকর, ও সেই জীবন মনুষ্য-
গণের দীপস্বরূপ। ৫ ঐ দীপ অন্ধকারমধ্যে জ্বলে,
কিন্তু অন্ধকার তাহাকে গ্রাহ্য করে নাই।
৬ ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত এক মনুষ্য ছিল, তাহার
নাম যোহন। ৭ সে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে, অর্থাৎ
তাহার দ্বারা যেন সকলে বিশ্বাস করে, এই জন্যে
ঐ দীপের বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে আসি-
য়াছিল। ৮ সে আপনি ঐ দীপ ছিল না, কিন্তু
ঐ দীপের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিল।
৯ প্রকৃত দীপ অর্থাৎ যিনি তাবৎ মনুষ্যকে দীপ্তি
প্রদান করেন, তিনি জগতে আসিতেছিলেন।
১০ তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন, এবং জগৎ তাঁ-
হাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল, তথাপি জগতের লোক
তাঁহাকে জানিল না। ১১ তিনি নিজ অধিকারে
আইলেন, কিন্তু তাঁহার নিজ লোক তাঁহাকে গ্রাহ্য

করিল না। ১২ তথাপি যত লোক তাঁহাকে গ্রাহ্য
করিল, তাহাদিগকে অর্থাৎ তাঁহার নামে বিশ্বাস-
কারিদিগকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হওনের ক্ষমতা
দিলেন। ১৩ আর তাহাদের জন্ম রক্তহইতে কিম্বা
শারীরিক অভিলাষহইতে কিম্বা মনুষ্যের ইচ্ছা-
হইতে হইল এমন নয়, কিন্তু ঈশ্বরহইতে হইল।
১৪ ঐ বাক্য মনুষ্যাবতার হইয়া আমাদের মধ্যে
প্রবাস করিয়াছেন, এবং আমরা তাঁহার মহিমা
দেখিয়াছি, সেই মহিমা পিতার নিকটহইতে আ-
গত অদ্বিতীয় পুত্রের উপযুক্ত, এবং (তিনি)
অনুগ্রহে ও সত্যতাতে পরিপূর্ণ। ১৫ যোহন তাঁ-
হার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া এই কথা ঘোষণা করিত,
আমার পরে যিনি আসিতেছেন, তিনি আমার
অগ্রগণ্য হইলেন, যেহেতুক আমার পূর্ব্বে তিনি
বর্ত্তমান ছিলেন, যাঁহার বিষয়ে আমি এই কথা
কহিয়াছি, ইনি সেই ব্যক্তি। ১৬ আর তাঁহার
পূর্ণতাহইতে আমরা সকলে অনুগ্রহের উপরে
অনুগ্রহ পাইয়াছি। ১৭ কেননা মূসাদ্বারা ব্যবস্থা
দত্ত হইয়াছে, কিন্তু অনুগ্রহ ও সত্যতা যীশু খ্রীষ্ট-
দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে। ১৮ ঈশ্বরকে কেহ কখন
দেখে নাই, কিন্তু পিতার ক্রোড়ে স্থিত যে অদ্বি-
তীয় পুত্র, তিনি তাহাকে প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯ আর যোহনের দত্ত সাক্ষ্যের বিবরণ এই।
তুমি কে? এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যে সময়ে
যিহুদি লোকেরা যাজকদিগকে ও লেবিদিগকে
যিরুশালমহইতে তাহার কাছে পাঠাইল, ২০ তৎ-
কালে সে অস্বীকার না করিয়া স্বীকার করিল,
অর্থাৎ আমি অভিষিক্ত ত্রাতা নহি, ইহা স্বীকার
করিল। ২১ তখন তাহারা জিজ্ঞাসিল, তবে তুমি
কে? কি এলিয়? সে কহিল, না। তবে তুমি কি
সেই ভবিষ্যদ্বক্তা? সে উত্তর করিল, না। ২২ তখন
তাহারা কহিল, তবে তুমি কে? যাহারা আমাদি-
গকে পাঠাইয়াছে, তাহাদিগকে কি উত্তর দিব?
তুমি আপনার বিষয়ে কি বল? ২৩ সে কহিল,
যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা যেমন কহিয়াছিল, তদ্রূপ
আমি "প্রান্তরে এই বাক্যবাদি এক জনের রব,
"তোমরা পরমেশ্বরের পথ সমান কর।" ২৪ যা-
হারা প্রেরিত তাহারা ফিরুশি লোক। ২৫ তখন
তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যদি অভি-
ষিক্ত ত্রাতা নহ, এবং এলিয় নহ, এবং ঐ ভবি-
ষ্যদ্বক্তাও নহ, তবে অবগাহন করাইতেছ কেন?
২৬ তাহাতে যোহন উত্তর করিয়া তাহাদিগকে
কহিল, আমি জলে অবগাহন করাইতেছি, কিন্তু
যাঁহাকে তোমরা জান না, এমন এক জন তোমা-
দের মধ্যে উপস্থিত আছেন। ২৭ তিনি সেই
ব্যক্তি যিনি আমার পরে আইলেও আমার
অগ্রগণ্য হইলেন; আমি তাঁহার পাদুকার বন্ধন
খুলিতেও যোগ্য নহি। ২৮ যর্দ্দন নদীর পারস্থ
বৈথবারাতে যে স্থানে যোহন অবগাহন করাইত,
সেই স্থানে এই সকল ঘটিল।

২৯ পরদিনে যোহন আপনার নিকটে যীশুকে
আসিতে দেখিয়া কহিল, ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষ-
শাবক, যে জগতের পাপভার লইয়া যায়। ৩০ আ-
মার পরে যিনি আসিতেছেন, তিনি আমার
অগ্রগণ্য হইলেন, যেহেতুক আমার পূর্ব্বে তিনি
বর্ত্তমান ছিলেন, যাঁহার বিষয়ে আমি এ কথা
কহিয়াছি, উনি সেই ব্যক্তি। ৩১ আর আমি তাঁ-
হাকে চিনিলাম না, কিন্তু তিনি যেন ইস্রায়েল
লোকদের নিকটে প্রকাশিত হন, এই নিমিত্তে
আমি জলে অবগাহন করাইতে আসিয়াছি।
৩২ যোহন আরও সাক্ষ্য দিয়া কহিল, আমি আ-
ত্মাকে কপোতের ন্যায় স্বর্গহইতে নামিয়া উহাঁর
উপরে অবস্থিতি করিতে দেখিলাম। ৩৩ আর
আমি উহাঁকে চিনিলাম না; কিন্তু যিনি জলে
অবগাহন করাইতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন,
তিনি এই কথা কহিলেন, যাঁহার উপরে আত্মাকে
নামিয়া অবস্থিতি করিতে দেখিবা, তিনিই পবিত্র
আত্মাতে অবগাহন করাইবেন। ৩৪ আর আমি
তাহা দেখিয়াছি, এবং উনি যে ঈশ্বরের পুত্র,
ইহার সাক্ষী হইয়াছি।

৩৫ পরদিবসে যোহন পুনরায় দুই জন শি-
ষ্যের সহিত একত্র দাঁড়াইয়া ৩৬ যীশুকে গমন
করিতে দেখিয়া কহিল, ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষ-
শাবক। ৩৭ তাহার এই কথা শুনিয়া সেই দুই
শিষ্য যীশুর পশ্চাৎ গমন করিল। ৩৮ তাহাতে
যীশু ফিরিয়া তাহাদিগকে পশ্চাৎ আসিতে দে-
খিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কিসের তত্ত্ব
করিতেছ? তাহারা জিজ্ঞাসিল, হে রব্বি, অর্থাৎ
হে গুরো, আপনি কোথায় থাকেন? ৩৯ তিনি
কহিলেন, আসিয়া দেখ। তখন তাহারা সঙ্গে২
চলিয়া তাঁহার বাসস্থান দেখিল; আর তৎকালে
তৃতীয় প্রহর বেলা গত হওয়াতে সে দিন তাঁহার
সঙ্গে থাকিল। ৪০ এই যে দুই জন যোহনের বাক্য
শুনিয়া যীশুর পশ্চাদ্গামী হইয়াছিল, তাহাদের
মধ্যে শিমোন্ পিতরের ভ্রাতা আন্দ্রিয় এক জন
ছিল। ৪১ সে গিয়া প্রথমে আপন ভ্রাতা শিমো-
নের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে কহিল, আমরা মশী-
হকে অর্থাৎ খ্রীষ্টকে (অভিষিক্ত ত্রাতাকে) পাই-
য়াছি। ৪২ পরে সে তাহাকে যীশুর নিকটে আ-
নিল, তখন যীশু তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহি-
লেন, তুমি যূনসের পুত্র শিমোন্, কিন্তু তোমার
নাম কৈফা অর্থাৎ পিতর (প্রস্তর) হইবে।

৪৩ পরদিবসে যীশু গালীলেতে যাইবার মনস্থ
করিলে ফিলিপের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে কহি-
লেন, আমার পশ্চাদ্গামী হও। ৪৪ ঐ ফিলিপের
বাসস্থান বৈৎসৈদা, এবং আন্দ্রিয় ও পিতরও
সেই নগরের লোক। ৪৫ পরে ফিলিপ নিথনে-
লের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে কহিল, মূসা ও
ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ শাস্ত্রে যাঁহার কথা লিখিয়াছে,
তাঁহাকে আমরা পাইয়াছি; তিনি যূষফের পুত্র

নাসরতীয় যীশু। ৪৬ নিথনেল্ তাহাকে কহিল,
নাসরৎহইতে কি কোন উত্তমের উৎপত্তি হইতে
পারে? তাহাতে ফিলিপ কহিল, আসিয়া দেখ।
৪৭ অপর যীশু আপনার নিকটে নিথনেলকে আ-
সিতে দেখিয়া তাহার উদ্দেশে কহিলেন, ঐ দেখ,
এক জন নিষ্কপট প্রকৃত ইস্রায়েল লোক। ৪৮ তা-
হাতে নিথনেল কহিল, আপনি আমাকে কি রূপে
চিনিলেন? যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন,
ফিলিপের ডাকিবার পূর্ব্বে যে সময়ে তুমি ডুম্বুর-
বৃক্ষের তলে ছিলা, তখন তোমাকে দেখিয়াছিলাম।
৪৯ নিথনেল কহিল, হে গুরো, আপনি ঈশ্বরের
পুত্র, আপনি ইস্রায়েলের রাজা। ৫০ তাহাতে যীশু
কহিলেন, ডুম্বুরবৃক্ষের তলে তোমাকে দেখিয়াছি-
লাম, আমার এই কথা প্রযুক্ত কি বিশ্বাস করিলা?
ইহাহইতেও মহৎ কর্ম্ম দেখিবা। ৫১ আরও
কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহি-
তেছি, ইহার পরে তোমরা স্বর্গকে মুক্ত এবং
ঈশ্বরের দূতগণকে মনুষ্যপুত্র দিয়া উঠিতে ও
নামিতে দেখিবা।

২ অধ্যায়।

১ পরে তৃতীয় দিবসে গালীল্ প্রদেশীয় কান্না
নামক স্থানে এক বিবাহ হইল, আর যীশুর মাতা
সেই স্থানে ছিল। ২ এবং সেই বিবাহেতে যীশুর
ও তাঁহার শিষ্যগণেরও নিমন্ত্রণ হইল। ৩ পরে
দ্রাক্ষারসের অকুলান হইলে যীশুর মাতা তাঁহাকে
কহিল, ইহাদের দ্রাক্ষারস নাই। ৪ তখন যীশু
তাহাকে কহিলেন, হে নারি, আমার সহিত তো-
মার বিষয় কি? আমার সময় এখনও উপস্থিত
হয় নাই। ৫ তাহাতে তাঁহার মাতা পরিচারক-
দিগকে কহিল, ইনি তোমাদিগকে যাহা বলেন,
তাহাই কর। ৬ সেই স্থানে যিহূদীয়দের শুচি
করণ ব্যবহারানুসারে দুই তিন মণ জল ধরে,
এমন ছয়টা প্রস্তরের জালা ছিল। ৭ অপর যীশু
তাহাদিগকে কহিলেন, ঐ তাবৎ জালায় জল ভর;
তাহাতে তাহারা প্রত্যেক জালা কাণা পর্য্যন্ত
জলেতে পরিপূর্ণ করিল। ৮ পরে তিনি তাহাদি-
গকে কহিলেন, উহাহইতে কিছু তুলিয়া ভোজা-
ধ্যক্ষের নিকটে লইয়া যাও; তাহাতে তাহারা
লইয়া গেল। ৯ ইতিমধ্যে জল দ্রাক্ষারস হইয়া
গেল, আর তাহা কোথাহইতে আইল তাহা ভোজা-
ধ্যক্ষ জানিতে পারিল না; কিন্তু পরিচারকেরা জল
তুলিয়াছিল, এই জন্যে তাহারা জ্ঞাত ছিল।
অতএব সে যখন তাহার আস্বাদন করিল, তখন
বরকে ডাকাইয়া ১০ কহিল, সকল লোক প্রথমে
উত্তম দ্রাক্ষারস দেয়, এবং যথেষ্ট পান করিলে
পর তাহাহইতে কিছু মন্দ দেয়; কিন্তু তুমি উত্তম
দ্রাক্ষারস এখন পর্য্যন্ত রাখিয়াছ। ১১ এই রূপে
যীশু গালীল্ দেশস্থ কান্নাতে আশ্চর্য্য ক্রিয়ার
আরম্ভ করিয়া নিজ মহিমা প্রকাশ করিলেন; তা-
হাতে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিল।

১২ পরে তিনি ও তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ ও
শিষ্যবর্গ কফরনাহূমে গমন করিলেন, কিন্তু সে
স্থানে বিস্তর দিন থাকিলেন না।

১৩ তদনন্তর যিহূদীয়দের নিস্তারপর্ব্ব সন্নিকট
হওয়াতে যীশু যিরূশালম্ নগরে গমন করিলেন।
১৪ তাহাতে মন্দিরের মধ্যে গো মেষ কপোত
ব্যাপারিদিগকে এবং বণিক্‌দিগকে উপবিষ্ট দে-
খিয়া ১৫ রজ্জুদ্বারা এক গাছা কশা নির্ম্মাণ করিয়া
তাবৎ গো মেষের সহিত তাহাদিগকে মন্দিরহইতে
বাহির করিয়া দিলেন। এবং বণিক্‌দিগের মুদ্রাদি
ছড়াইয়া আসন সকল উল্টাইয়া ফেলিলেন,
১৬ এবং কপোতব্যাপারিদিগকে কহিলেন, এ
স্থানহইতে এ সকল লইয়া যাও; আমার পিতার
গৃহকে বাণিজ্যের গৃহ করিও না। ১৭ তাহাতে
"তোমার মন্দির নিমিত্তক উদ্‌যোগ আমাকে
"গ্রাস করে," এই কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে,
ইহা শিষ্যগণের স্মরণ হইল।

১৮ পরে যিহূদীয় লোকেরা যীশুকে কহিল,
তুমি যে এই মত কর্ম্মের ভার পাইয়াছ, ইহার কি
চিহ্ন আমাদিগকে দেখাইতে পার? ১৯ তাহাতে
যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
এই মন্দির ভগ্ন কর, আমি তিন দিনের মধ্যে
তাহা উঠাইয়া দিব। ২০ তখন যিহূদীয়েরা বলিল,
এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ছেচল্লিশ বৎসর লা-
গিয়াছে; তুমি কি তিন দিনের মধ্যে তাহা উঠা-
ইবা? ২১ কিন্তু তিনি আপন দেহরূপ মন্দিরের
বিষয়ে ঐ কথা কহিয়াছিলেন। ২২ আর তিনি
যে ঐ কথা কহিয়াছিলেন, তাহা মৃতগণের মধ্য-
হইতে তাঁহার উত্থান হইলে পর তাঁহার শিষ্য-
দিগের স্মরণ হইল, তাহাতে তাহারা ধর্ম্মগ্রন্থে
এবং যীশুর কথিত বাক্যে বিশ্বাস করিল।

২৩ নিস্তারপর্ব্বের সময়ে তিনি যিরূশালমে উপ-
স্থিত হইয়া যে সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন, তাহা
দেখিয়া অনেকে তাঁহার নামে বিশ্বাস করিল।
২৪ কিন্তু যীশু আপনি তাহাদের হস্তে আপনাকে
সমর্পণ করিলেন না, যেহেতুক তিনি সকলকে
জানিতেন। ২৫ এবং মনুষ্যের বিষয়ে কাহারো
প্রমাণ অপেক্ষা করিতেন না; কেননা মনুষ্যের
অন্তরে কি ২ আছে, তাহা তিনি জানিতেন।

৩ অধ্যায়।

১ তৎকালে ফিরূশি লোকদের মধ্যে নীকদীমঃ
নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে যিহূদীয়দের এক জন
অধ্যক্ষ। ২ সে রাত্রিকালে যীশুর নিকটে আসিয়া
কহিল, হে গুরো, আপনি যে ঈশ্বরহইতে আগত
উপদেশক, ইহা আমরা জানি; কেননা আপনি
যে সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম করেন, তাহা ঈশ্বরের সা-
হায্য ব্যতিরেকে কেহ করিতে পারে না। ৩ তখন
যীশু উত্তর করিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাকে
কহিতেছি, পুনরায় না জন্মিলে কোন মনুষ্যই

ঈশ্বরের রাজ্য দর্শন করিতে পারে না। ৪ তাহাতে
নীকদীমঃ তাঁহাকে কহিল, মনুষ্য বৃদ্ধ হইলে কে-
মন করিয়া তাহার জন্ম হইতে পারে? সে কি
আর বার মাতার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মিতে
পারে? ৫ যীশু উত্তর করিলেন, সত্য সত্য, আমি
তোমাকে কহিতেছি, জল এবং আত্মাহইতে যা-
হার জন্ম না হয়, সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ
করিতে পারে না। ৬ মাংসহইতে যে জন্মে, সে
মাংসই; এবং আত্মাহইতে যে জন্মে, সে আ-
ত্মাই। ৭ তোমাদের পুনর্ব্বার জন্ম হওয়া আব-
শ্যক, আমার এই কথাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও
না। ৮ বায়ু যে দিগে ইচ্ছা করে, সেই দিগে
বহে, এবং তুমি তাহার শব্দ শুনিতে পাও; কিন্তু
সে কোথাহইতে আইসে আর কোথাই বা যায়,
তাহা কিছুই জান না; আত্মাহইতে জাত প্রত্যেক
মনুষ্যের জন্ম তদ্রূপ। ৯ তখন নীকদীমঃ জিজ্ঞা-
সিল, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? ১০ যীশু
উত্তর করিলেন, তুমি ইস্রায়েলের গুরু হইয়াও কি
এ কথা জান না? ১১ সত্য সত্য, আমি তোমাকে
কহিতেছি, আমরা যাহা জানি তাহা বলি, এবং
যাহা দেখিয়াছি তাহারই সাক্ষ্য দি; কিন্তু তোমরা
আমাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য কর না। ১২ আমি এই
জগতের কথা কহিলে তোমরা যদি বিশ্বাস না কর,
তবে স্বর্গের কথা কহিলে কেমন করিয়া বিশ্বাস
করিবা? ১৩ আর যিনি স্বর্গহইতে নামিয়াছেন,
সেই স্বর্গবাসি মনুষ্যপুত্র ব্যতিরেকে আর কেহ
স্বর্গারোহণ করে নাই। ১৪ এবং মূসা যেরূপ
প্রান্তরে সর্পকে ঊর্দ্ধে উঠাইয়াছিল, তদ্রূপ মনুষ্য-
পুত্রকেও উত্থাপিত হইতে হইবে; ১৫ যেন তাঁ-
হাতে বিশ্বাসকারি প্রত্যেক জন বিনষ্ট না হইয়া
অনন্ত জীবন পায়। ১৬ কেননা ঈশ্বর জগতের
প্রতি এমন প্রেম করিলেন, যে আপনার অদ্বিতীয়
পুত্রকে দান করিলেন; যেন তাঁহাকে বিশ্বাসকারি
প্রত্যেক জন বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়।
১৭ ঈশ্বর আপন পুত্রকে জগতের দণ্ড করিতে
জগতে পাঠাইলেন, তাহা নয়; কিন্তু তাঁহাদ্বারা
যেন জগতের প্ররিত্রাণ হয়, এই নিমিত্তে। ১৮ আর
যে কেহ তাঁহাতে বিস্বাস করে, সে দণ্ডের পাত্র
হয় না; কিন্তু যে কেহ বিশ্বাস না করে, সে এখনি
দণ্ডের পাত্র আছে, যেহেতুক সে ঈশ্বরের অদ্বিতীয়
পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই। ১৯ আর দণ্ডের
কারণ এই যে জগতের মধ্যে দীপ্তি উপস্থিত
হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যেরা দীপ্তিহইতে অন্ধকারকে
ভাল বাসে, কেননা তাহাদের কর্ম্ম মন্দ। ২০ যে
জন কুক্রিয়া করে, সে দীপ্তি ঘৃণা করে, এবং পাছে
তাহার আচার ব্যবহার দূষিত হয়, এই ভয়ে
দীপ্তির নিকটে আইসে না। ২১ কিন্তু যে জন
সত্যতাচরণ করে, তাহার কর্ম্ম সকল যেন ঈশ্বর-
কৃত কর্ম্মরূপে প্রকাশ পায়, এই জন্যে সে দীপ্তির
নিকটে আইসে।

২২ তদনন্তর যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণ যিহূদা-
দেশে আইলেন, এবং তিনি তাহাদের সহিত সে
স্থানে থাকিয়া অবগাহন করাইতে লাগিলেন।
২৩ এবং যোহনও শালীমের নিকটবর্ত্তি ঐনন না-
মক স্থানে অবগাহন করাইত, কারণ সেই স্থানে
অনেক জল ছিল; তাহাতে লোকেরা আসিয়া
অবগাহিত হইত। ২৪ তৎকালে যোহন কারা-
গারে বদ্ধ হয় নাই।

২৫ অপর যোহনের কএক জন শিষ্যেতে এবং
যিহূদীয় লোকেতে শৌচ ক্রিয়ার বিষয়ে পরস্পর
বাদানুবাদ হইল। ২৬ পরে তাহারা যোহনের
নিকটে যাইয়া কহিল, হে গুরো, যিনি যর্দ্দন্নদীর
পারে আপনকার সহিত ছিলেন, যাঁহার বিষয়ে
আপনি সাক্ষ্য দিয়াছেন, দেখুন, তিনি অবগাহন
করাইতেছেন, এবং সকলে তাঁহারই নিকটে যাই-
তেছে। ২৭ তখন যোহন উত্তর করিয়া কহিল,
স্বর্গহইতে যাহাকে যাহা দত্ত হয়, তাহা ভিন্ন সে
আর কিছু গ্রহণ করিতে পারে না। ২৮ আমি
অভিষিক্ত ত্রাতা নহি, কিন্তু তাঁহার অগ্রে প্রেরিত
হইয়াছি, এই কথা যে কহিয়াছি, ইহাতে তোমরা
আপনারা আমার সাক্ষী আছ। ২৯ যে ব্যক্তি
কন্যাকে পায়, সেই বর, কিন্তু বরের যে মিত্র
তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার রব শুনে, সে
বরের রবে অতিশয় আহ্লাদিত হয়; আমারও
সেই আনন্দ সিদ্ধ হইল। ৩০ তাঁহাকে বৃদ্ধি প্রা-
ইতে হয়; কিন্তু আমাকে হ্রাস পাইতে হয়।
৩১ যিনি ঊর্দ্ধহইতে আসিয়াছেন, তিনি সর্ব্ব-
প্রধান; যে জন পৃথিবীহইতে উৎপন্ন, সে পার্থিব,
এবং পার্থিবের মত কথা কহে; যিনি স্বর্গহইতে
আসিয়াছেন, তিনি সর্ব্বপ্রধান। ৩২ আর তিনি
যাহা দেখিয়াছেন এবং শুনিয়াছেন, তাহারই বি-
ষয়ে সাক্ষ্য দেন, তথাপি কেহ তাঁহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য
করে না। ৩৩ যে জন তাঁহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য করে,
ঈশ্বর যে সত্যবাদী, ইহাতে সে মুদ্রাঙ্ক দেয়।
৩৪ ঈশ্বর যাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের
বাক্য কহেন, যেহেতুক ঈশ্বর তাঁহাকে অপরিমিত
রূপে আত্মা দিয়াছেন। ৩৫ পিতা পুত্রকে প্রেম
করেন, এবং তাঁহার হস্তে তাবৎ বিষয় সমর্পণ
করিয়াছেন। ৩৬ যে কেহ পুত্রেতে বিশ্বাস করে,
সে অনন্ত জীবন পায়; যে কেহ পুত্রকে না মানে,
সে জীবনের দর্শন পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের
ক্রোধ তাহার উপরে থাকে।

৪ অধ্যায়।

১ যীশু আপনি অবগাহন করাইতেন না, কে-
বল তাঁহার শিষ্যগণ করাইত; ২ কিন্তু যোহন-
হইতে যীশু অধিক শিষ্য করেন, এবং অবগাহন
করান, এমন সংবাদ ফিরূশিরা পাইয়াছে, ইহা
অবগত হইয়া প্রভু ৩ যিহূদা দেশ ত্যাগ করিয়া
পুনর্ব্বার গালীলেতে গমন করিলেন। ৪ তাহাতে

শোমিরোণ দেশের মধ্য দিয়া তাঁহাকে যাইতে
হইলে ৫ তিনি শোমিরোণ দেশের শুখর নগরে
আইলেন। যাকুব্ আপন পুত্র যুষফ্কে যে ভূমি
দান করিয়াছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী সেই নগর;
৬ আর সেই স্থানে যাকুবের কূপ ছিল। যীশু
পথশ্রান্ত হওয়াতে হঠাৎ ঐ কূপের পার্শ্বে বসি-
লেন। তৎকালে প্রায় দুই প্রহর বেলা হইয়া-
ছিল। ৭ অনন্তর এক শোমিরোণীয়া স্ত্রী জল
তুলিতে আইল; যীশু তাহাকে কহিলেন, আ-
মাকে কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দেও। ৮ কেননা
তাঁহার শিষ্যেরা খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিতে নগরে
গিয়াছিল। ৯ তাহাতে সেই শোমিরোণীয়া স্ত্রী
কহিল, আমি শোমিরোণীয়া স্ত্রী, তুমি যিহূদী;
কেমন করিয়া আমার স্থানে জল পান করিতে
চাহিতেছ? কেননা শোমিরোণীয়দের সহিত যি-
হূদি লোকদের ব্যবহার নাই। ১০ যীশু উত্তর
করিয়া তাহাকে কহিলেন, ঈশ্বরের দান কি,
আর আমাকে জল পান করিতে দেও, এই কথা
যা কে তোমাকে কহিতেছেন, তাহা যদি জানিতা,
তবে তুমি তাঁহার নিকটে যাচ্ঞা করিতা, এবং
তিনি তোমাকে অমৃত জল দিতেন। ১১ তখন
সেই স্ত্রী কহিল, হে মহাশয়, এই কূপ গভীর,
আর আপনকার কাছে জল তুলিবার জন্যে কিছু
নাই; অতএব ঐ অমৃত জল কোথাহইতে পাই-
বেন? ১২ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যাকুবহইতে কি
আপনি বড়? তিনি আমাদিগকে এই কূপ দিয়া-
ছেন, এবং তিনি ও তাঁহার পুত্রগণ ও গো-
মেষাদি সকলে এই কূপের জল পান করিত।
১৩ যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, যে
কেহ এই জল পান করে, সে পুনর্ব্বার তৃষ্ণার্ত্ত
হইবে; ১৪ কিন্তু যে কেহ আমার দত্ত জল পান
করে, সে আর কখন তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না; আমি
তাহাকে যে জল দিব, সে তাহার অন্তরে অনন্ত
জীবন পর্য্যন্ত উৎপ্লবমান জলের উনুইস্বরূপ
হইবে। ১৫ তখন সে স্ত্রী কহিল, হে মহাশয়,
তবে আমার পিপাসা যেন আর না হয়, এবং
জল তুলিবার জন্যে যেন এখানে আর আসিতে
না হয়, এই নিমিত্তে আমাকে সেই জল দিউন।
১৬ যীশু তাহাকে কহিলেন, যাও, তোমার স্বা-
মিকে ডাকিয়া এখানে আইস। ১৭ সে স্ত্রী উত্তর
করিল, আমার স্বামী নাই। যীশু তাহাকে কহি-
লেন, আমার স্বামী নাই, এ কথা ভাল বলিলা;
১৮ কেননা তোমার পাঁচ স্বামী হইয়াছে, আর
এখন যে আছে, সে তোমার স্বামী নয়; এ কথা
সত্য কহিলা। ১৯ তখন ঐ স্ত্রী কহিল, হে মহা-
শয়, আমি দেখিতেছি, আপনি এক জন ভবিষ্য-
দ্বক্তা। ২০ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই পর্ব্বতে
ভজনা করিত, কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক, যে
স্থানে ভজনা করা উচিত সেই স্থান যিরুশালমে
আছে। ২১ যীশু কহিলেন, হে নারি, আমার
কথায় বিশ্বাস কর; যে সময়ে তোমরা পিতার
ভজনা এই পর্ব্বতেও করিবা না, এবং যিরুশা-
লমেও করিবা না, এমন সময় আসিতেছে।
২২ তোমরা কাহার ভজনা কর, তাহা জান না;
কিন্তু আমরা কাহার ভজনা করি, তাহা জানি,
যেহেতুক যিহূদীয় লোকদের মধ্যহইতেই পরি-
ত্রাণ উৎপন্ন হয়। ২৩ কিন্তু এমন সময় আসি-
তেছে, বরঞ্চ এখন উপস্থিত হইল, যে সময়ে
প্রকৃত ভক্তেরা আত্মাতে ও সত্যতাতে পিতার
ভজনা করিবে, কেননা পিতা এতদ্রূপ ভক্তদি-
গকেই চেষ্টা করেন। ২৪ ঈশ্বর আত্মাই; আর
যাহারা তাঁহার ভজনা করে, তাহাদের উচিত
যে আত্মাতে ও সত্যতাতে তাঁহার ভজনা করে।
২৫ তখন সে স্ত্রী কহিল, মশীহ অর্থাৎ খ্রীষ্ট
নামে বিখ্যাত ব্যক্তি আসিবেন, তাহা আমি
জানি। তিনি যখন আসিবেন, তখন আমাদি-
গকে সকল কথা জ্ঞাত করিবেন। ২৬ যীশু তা-
হাকে কহিলেন, তোমার সহিত কথা কহিতেছি
যে আমি, আমিই সেই ব্যক্তি।

২৭ ইতোমধ্যে তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া স্ত্রী-
লোকের সহিত তাঁহার কথোপকথনে আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিল, তত্রাপি আপনি কি চাহেন? কিম্বা
কি জন্যে উহার সহিত কথাবার্ত্তা কহেন? ইহা
কেহই জিজ্ঞাসা করিল না। ২৮ পরে সে স্ত্রী
কলসী রাখিয়া নগরের মধ্যে গিয়া লোকদিগকে
কহিল, ২৯ আমি যে কিছু করিয়াছি, তাহা সকলি
আমাকে কহিলেন, এমন এক মনুষ্যকে আসিয়া
দেখ; বোধ হয় তিনি খ্রীষ্ট। ৩০ তাহাতে তা-
হারা নগরহইতে বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে
আইল।

৩১ ইত্যবসরে শিষ্যেরা বিনতি পূর্ব্বক তাঁহাকে
কহিল, হে গুরো, আহার করুন। ৩২ তাহাতে
তিনি কহিলেন, যাহা তোমাদের জ্ঞাতসার নহে,
ভোজনার্থে আমার এমন ভক্ষ্য আছে। ৩৩ তখন
শিষ্যেরা পরস্পর কহিতে লাগিল, ইহাঁকে কি
কেহ কিছু ভক্ষ্য আনিয়া দিয়াছে? ৩৪ যীশু তা-
হাদিগকে কহিলেন, আমার প্রেরণকর্ত্তার অভি-
মত সিদ্ধ করা এবং তাঁহারই কর্ম্ম সম্পন্ন করা,
এই আমার আহার। ৩৫ আর চারি মাস হইলে
শস্য কাটনের সময় উপস্থিত হইবে, এই কথা
কি তোমরা বল না? কিন্তু দেখ, আমি বলি-
তেছি, চক্ষু তুলিয়া ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,
সে এখনি কাটিবার মত শ্বেতবর্ণ হইয়াছে।
৩৬ আর যে কাটে সে বেতন পায়, এবং অনন্ত
জীবনার্থে শস্য সংগ্রহ করে; তাহাতে বীজবাপক
ও শস্যচ্ছেদক একত্র আনন্দ করিবে। ৩৭ এবং
এক জন বপন করে, আর এক জন ছেদন করে,
এই সত্য বচন ইহার প্রতি খাটে। ৩৮ তোমরা
যাহাতে পরিশ্রম কর নাই, এমন শস্য কাটিতে
আমি তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছি; অন্যেরা

পরিশ্রম করিয়াছে এবং তোমরা তাহাদের ক্ষেত্রে
প্রবিষ্ট হইয়াছ।
৩৯ অপর সেই নগরনিবাসি অনেক শোমি-
রোণীয় লোক ঐ স্ত্রীর সাক্ষ্য প্রযুক্ত, অর্থাৎ আমি
যে কিছু করিয়াছি, তাহা সকলি তিনি আমাকে
কহিলেন, তাহার এই বাক্য প্রযুক্ত বিশ্বাস করিল।
৪০ সেই শোমিরোণীয় লোকেরা তাঁহার নিকটে
উপস্থিত হইয়া আপনাদের কাছে কিছু দিন থা-
কিতে তাঁহাকে বিনয় করিল; অতএব তিনি দুই
দিবস সে স্থানে থাকিলেন। ৪১ তাহাতে তাঁহার
উপদেশ প্রযুক্ত আর২ অনেক লোক বিশ্বাস
করিল। ৪২ আর তাহারা সে স্ত্রীলোককে কহিল,
আমরা এখনও তোমার কথা প্রযুক্ত বিশ্বাস করি-
তেছি তাহা নহে, কিন্তু তিনি যে নিতান্ত জগতের
ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট, ইহা তাঁহার নিজ কথা শুনিয়া
আপনারা বুঝিলাম।
৪৩ ঐ দুই দিবসের পর তিনি তথাহইতে প্রস্থান
করিয়া গালীলেতে গমন করিলেন। ৪৪ আর কোন
ভবিষ্যদ্বক্তা আপনার দেশে সম্ভ্রম পায় না, যীশু
আপনি এমন প্রমাণ দিয়াছিলেন; ৪৫ তথাপি
যখন তিনি গালীলেতে আইলেন, তখন গালীলীয়
লোকেরা পর্ব্বসময়ে যিরুশালমে কৃত তাঁহার যে
সকল ক্রিয়া দেখিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত তাঁহাকে
গ্রাহ্য করিল; কেননা তাহারাও সেই পর্ব্বে
গিয়াছিল।
৪৬ পরে যীশু গালীলের যে কান্না নগরে জলকে
দ্রাক্ষারস করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পুনর্ব্বার আ-
গমন করিলেন। ঐ সময়ে কফরনাহূম নগরে
কোন রাজপুরুষের পুত্র রোগগ্রস্ত ছিল। ৪৭ সে
যিহূদা দেশহইতে গালীলেতে যীশুর আগমনের
সমাচার শুনিয়া তাঁহার নিকটে যাত্রা করিয়া, আ-
পনি আসিয়া আমার পুত্রকে সুস্থ করুন, এমন
প্রার্থনা করিল, কেননা সে মৃতকল্প ছিল।
৪৮ তখন যীশু কহিলেন, আশ্চর্য্য কর্ম্ম এবং অদ্ভুত
চিহ্ন না দেখিলে তোমরা বিশ্বাস করিবা না।
৪৯ তাহাতে ঐ রাজপুরুষ কহিল, হে মহাশয়, আ-
মার পুত্র না মরিতে২ আইসুন। ৫০ যীশু তাহাকে
কহিলেন, যাও, তোমার পুত্র বাঁচিল। তখন সে
যীশুর উক্ত ঐ কথাতে বিশ্বাস করিয়া প্রস্থান
করিল। ৫১ পথের মধ্যে তাহার দাসেরা তাহার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাহাকে এই সং-
বাদ দিল, তোমার পুত্র বাঁচিল। ৫২ তখন সে
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ সময়ে তাহার
উপশম হইল? তাহারা বলিল, কল্য দুই প্রহর
আড়াই দণ্ডের সময়ে তাহার জ্বর ত্যাগ হইল।
৫৩ তখন যীশু যে দণ্ডে কহিয়াছিলেন, তোমার
পুত্র বাঁচিল, সে সেই দণ্ড, ইহা পিতা বুঝিল,
এবং সপরিবারে বিশ্বাস করিল। ৫৪ যিহূদা দেশ-
হইতে গালীলেতে আসিয়া যীশু এই দ্বিতীয়
আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন।

৫ অধ্যায়।

১ ঐ ঘটনার পরে যিহূদীয়দের পর্ব্ব উপস্থিত
হইলে যীশু যিরুশালমে গেলেন। ২ যিরুশালম
নগরে মেষদ্বারের নিকটে ইব্রীয় ভাষাতে বৈ-
থেস্‌দা নামে এক পুষ্করিণী আছে, তাহার পাঁচ
ঘাট। ৩ সেই সকলেতে অন্ধ ও খঞ্জ ও শুষ্কাঙ্গ
প্রভৃতি অনেক রোগি লোক জলকম্পনের অপে-
ক্ষাতে পড়িয়া থাকিত। ৪ কেননা বিশেষ২ সময়ে
ঐ সরোবরে এক স্বর্গদূত নামিয়া জলকম্পন
করিত; সেই জলকম্পনের পরে যে কেহ প্রথমে
জলে নামিত, তাহার যে কোন রোগ হউক, তাহা-
হইতে সে মুক্তি পাইত। ৫ তৎকালে আটত্রিশ
বৎসরাবধি রোগগ্রস্ত এক জন সেই স্থানে ছিল।
৬ যীশু তাহাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ও বহু-
কালের রোগী জানিয়া কহিলেন, তুমি কি সুস্থ
হইতে চাহ? ৭ সে রোগী উত্তর করিল, হে মহা-
শয়, যখন জল কম্পিত হয়, তখন আমাকে পুষ্ক-
রিণীতে নামাইয়া দেয়, আমার এমন কোন লোক
নাই; এবং আমি যাইতে২ আর কোন জন গিয়া
অগ্রে নামে। ৮ তখন যীশু তাহাকে কহিলেন,
উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া লইয়া চল। ৯ তাহাতে
সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইয়া আপনার শয্যা
তুলিয়া লইয়া চলিল; কিন্তু সে দিন বিশ্রামবার।
১০ অতএব যিহূদীয়েরা সেই আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্য-
ক্তিকে কহিল, অদ্য বিশ্রামবার, শয্যা বহন করা
তোমার কর্ত্তব্য নয়। ১১ সে উত্তর করিল, যিনি
আমাকে সুস্থ করিলেন, তিনিই আমাকে কহিলেন,
তোমার শয্যা তুলিয়া লইয়া চল। ১২ তখন তা-
হারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শয্যা
তুলিয়া লইয়া চল, এমন আজ্ঞা যে ব্যক্তি তোমাকে
দিল সে কে? ১৩ কিন্তু সে কে, তাহা সেই আ-
রোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি জানিল না, কারণ সে স্থানে
জনতা হওয়াতে যীশু স্থানান্তরে গিয়াছিলেন।
১৪ অপর যীশু মন্দিরে তাহার সাক্ষাৎ পা-
ইয়া তাহাকে কহিলেন, দেখ, এখন সুস্থ হইলা;
আর পাপ করিও না, পাছে অধিক দুর্দ্দশা
ঘটে। ১৫ তাহাতে সে ব্যক্তি গিয়া যিহূদীয়-
দিগকে কহিল, যিনি আমাকে সুস্থ করিয়াছেন,
তিনি যীশু। ১৬ অতএব বিশ্রামবারে যীশুর এই
কর্ম্ম করাতে যিহূদীয়েরা তাঁহাকে তাড়না করিয়া
বধ করিতে চেষ্টা করিল। ১৭ যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, আমার পিতা অদ্য পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে-
ছেন, এবং আমিও করিতেছি। ১৮ তৎপ্রযুক্ত যিহূ-
দীয়েরা তাঁহাকে বধ করিতে আরও চেষ্টা পাইল;
যেহেতুক তিনি বিশ্রামবারকে অমান্য করিলেন,
কেবল তাহা নয়, অধিকন্তু ঈশ্বরকে আপনার
পিতা বলিয়া আপনাকেও ঈশ্বরের তুল্য করি-
লেন। ১৯ অতএব যীশু উত্তর করিয়া তাহাদি-
গকে কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে

কহিতেছি, পিতাকে যাহা করিতে দেখেন, তদ্ব্য-
তিরেকে পুত্র আপনাহইতে কিছুই করিতে পা-
রেন না; কেননা পিতা যাহা করেন, তদ্রূপ
পুত্রও তাহাই করেন; ২০ পিতা পুত্রকে প্রেম
করেন, এবং আপনি যাহা ২ করেন, তাহা সকলি
পুত্রকে দেখান; আর যেন তোমাদের আশ্চর্য্য
জ্ঞান হয়, এই জন্যে ইহাহইতেও মহৎকর্ম্ম তাঁ-
হাকে দেখাইবেন। ২১ ফলতঃ পিতা যেমন মৃত-
দিগকে উঠাইয়া সজীব করেন, তদ্রূপ পুত্রও
যাহাকে ২ ইচ্ছা করেন, তাহাকে ২ সজীব করেন।
২২ আর পিতা কাহারও বিচার করেন না, কিন্তু
তাবৎ বিচারের ভার পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছেন।
২৩ অতএব পিতাকে যেমন সম্ভ্রম করে, পুত্রকেও
তদ্রূপ সম্ভ্রম করা সকলের উচিত; যে জন পুত্রকে
অসম্ভ্রম করে, সে তাঁহার প্রেরক পিতাকে অসম্ভ্রম
করে। ২৪ সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহি-
তেছি, যে ব্যক্তি আমার কথা শুনিয়া আমার
প্রেরণকর্ত্তাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত
হইয়াছে, এবং বিচারে আনীত হয় না, কিন্তু
মৃত্যুহইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ২৫ সত্য
সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে সময়ে
মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনিবে, এবং যাহারা
শুনিবে তাহারা জীবিত হইবে, এমন সময় আসি-
তেছে, বরং এখন উপস্থিত হইল। ২৬ কেননা
পিতা যেমন স্বয়ংজীবী, তেমনি পুত্রকেও স্বয়ং-
জীবী হইতে অধিকার দিয়াছেন। ২৭ এবং তিনি
মনুষ্যপুত্র, এই কারণ বিচার করিবার ক্ষমতাও
তাঁহাকে দিয়াছেন। ২৮ ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিও না; কেননা এমত সময় আসিতেছে, যে
সময়ে কবরস্থ সকলে তাঁহার রব শুনিবে, ২৯ এবং
সদাচারিগণ জীবনযুক্ত পুনরুত্থানের নিমিত্তে, ও
দুরাচারিগণ দণ্ডযুক্ত পুনরুত্থানের নিমিত্তে বা-
হিরে আসিবে। ৩০ আমি আপনাহইতে কিছু
করিতে পারি না, যেমন শুনি তেমনি বিচার করি,
আর আমার বিচার যথার্থ, কেননা আমি আপ-
নার ইষ্ট চেষ্টা না করিয়া প্রেরণকর্ত্তা পিতার
ইষ্ট চেষ্টা করি।

৩১ আর যদি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য
দি, তবে সে সাক্ষ্য যথার্থ নয়। ৩২ আমার বিষয়ে
আর এক জন সাক্ষ্য দিতেছেন; এবং আমার
বিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য যে যথার্থ, ইহা আমি জানি।
৩৩ তোমরা যোহনের নিকটে লোক প্রেরণ করিলে
সে সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল। ৩৪ আমি
মনুষ্যহইতে সাক্ষ্যের অপেক্ষা করি এমন নয়;
তথাচ তোমরা যেন পরিত্রাণ পাও, তন্নিমিত্তে এ
কথা কহিতেছি। ৩৫ যোহন উজ্জ্বল ও তেজস্কর
দীপস্বরূপ ছিল, এবং তোমরা তাহার দীপ্তিতে
ক্ষণেক হর্ষ করিতে সম্মত ছিলা। ৩৬ কিন্তু যোহ-
নের সাক্ষ্য অপেক্ষা আমার গুরুতর সাক্ষ্য আছে;
ফলতঃ পিতা আমাকে যে ২ কর্ম্ম সম্পন্ন করণের
ভার দিয়াছেন, অর্থাৎ যে২ কর্ম্ম আমি করিতেছি,
তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে, যে আমি
পিতাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। ৩৭ আর যিনি
আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই পিতা আপনি
আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহার রব তো-
মরা কখন শুন নাই, তাঁহার রূপও দেখ নাই;
৩৮ এবং তাঁহার বাক্য তোমাদের অন্তরে স্থান
পায় নাই; যেহেতুক তিনি যাহাকে পাঠাইয়া-
ছেন, তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস কর না। ৩৯ ধর্ম্ম-
পুস্তক আলোচনা কর, যেহেতুক তাহাদ্বারা তোমরা
অনন্ত জীবন পাইবা, এমন বোধ করিয়া থাক;
আর সেই ধর্ম্মপুস্তক আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দি-
তেছে। ৪০ তথাপি তোমরা জীবন পাইবার নি-
মিত্তে আমার নিকটে আসিতে চাহ না। ৪১ আমি
মনুষ্যদের হইতে সম্মানের অপেক্ষা করি না।
৪২ কিন্তু তোমাদিগকে জানি, তোমাদের অন্তরে
ঈশ্বরের প্রেম নাই। ৪৩ আমি আপন পিতার
নামে আসিয়াছি, তথাপি আমাকে গ্রাহ্য কর না;
অন্য কেহ যদি আপনার নামে আইসে, তবে তা-
হাকে গ্রাহ্য করিবা। ৪৪ অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নি-
কটে সম্মানের চেষ্টা না করিয়া পরস্পর সম্মানের
অপেক্ষা করিতেছ যে তোমরা, তোমরা কি রূপে
বিশ্বাস করিতে পার? ৪৫ পিতার নিকটে আমি
তোমাদের নামে অভিযোগ করিব, ইহা ভাবিও
না; তোমাদের প্রত্যাশার ভূমি যে মূসা, সেই
তোমাদের নামে অভিযোগ করে। ৪৬ যদি তোমরা
মূসাকে বিশ্বাস করিতা, তবে আমাকেও বিশ্বাস
করিতা, যেহেতুক সে আমারই বিষয়ে লিখিয়াছে।
৪৭ কিন্তু তাহার লিখনে যদি বিশ্বাস না কর, তবে
আমার বাক্যে কি প্রকারে বিশ্বাস করিবা?

৬ অধ্যায়।

১ ঐ ঘটনার পরে যীশু গালীলস্থ তিবিরিয়া না-
মক সমুদ্র পার হইয়া গেলেন। ২ তাহাতে রোগি
লোকদের জন্যে তিনি যে ২ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করি-
তেন, তাহা দেখিয়া অনেক লোক তাঁহার পশ্চাৎ
গেল। ৩ পরে যীশু পর্ব্বতারোহণ করিয়া আপন
শিষ্যদের সহিত সে স্থানে বসিলেন। ৪ তখন
নিস্তারপর্ব্ব নামে যিহূদীয়দের এক পর্ব্ব সন্নিকট
ছিল। ৫ অতএব যীশু চক্ষু তুলিয়া অনেক২ লো-
ককে আপনার নিকটে আসিতে দেখিয়া ফিলি-
পকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের আহারার্থে
আমরা কোথায় রুটী ক্রয় করিতে পাইব? ৬ এ
কথা তিনি তাহার পরীক্ষার নিমিত্তে কহিলেন;
কিন্তু কি করিবেন, তাহা আপনি জানিলেন।
৭ ফিলিপ উত্তর করিল, ইহাদের এক ২ জনকে
অল্প ২ দিবার নিমিত্তে দুই শত সিকির রুটীতেও
কুলাইবে না। ৮ পরে তাঁহার শিষ্যদের এক জন
অর্থাৎ শিমোন পিতরের ভ্রাতা আন্দ্রিয় তাঁহাকে
কহিল, ৯ এ স্থানে এক বালক আছে, তাহার নি-

কটে পাঁচটা যবের রুটী এবং দুইটি ক্ষুদ্র মৎস্য
আছে; কিন্তু এত লোকের মধ্যে তাহাতে কি
হইবে? ১০ পরে যীশু কহিলেন, লোকদিগকে
বসাইয়া দেও। সে স্থানে অনেক ঘাস ছিল, তা-
হাতে ন্যূনাতিরেক পাঁচ সহস্র পুরুষ ভূমিতে
বসিল। ১১ পরে যীশু সেই রুটী লইয়া ঈশ্বরের
গুণানুবাদ পূর্ব্বক শিষ্যদিগকে দিলেন; এবং
শিষ্যেরা সেই উপবিষ্ট লোকদিগকে দিল, এবং
ঐ দুই মৎস্যহইতেও সকলকে যথেষ্ট দিল।
১২ অপর তাহারা তৃপ্ত হইলে তিনি আপন শি-
ষ্যদিগকে কহিলেন, ইহার কিছু অপচয় যেন না
হয়, এই নিমিত্তে অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া একত্র কর।
১৩ তাহাতে আহারকারি লোকেরা ঐ পাঁচ যবের
রুটীর যে গুঁড়াগাঁড়া অবশিষ্ট রাখিয়াছিল, তা-
হারা তাহা একত্র করিয়া বারো ডালি পূর্ণ করিল।
১৪ তখন যীশুর এই আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিয়া লো-
কেরা বলিতে লাগিল, জগতে যাঁহার আগমন
হইবে, ইনি অবশ্য সেই ভবিষ্যদ্বক্তা। ১৫ অত-
এব তাহারা আসিয়া আমাকে ধরিয়া রাজা করিবে,
ইহা জ্ঞাত হইয়া যীশু একাকী পুনরায় পর্ব্বতে
গমন করিলেন।

১৬ পরে সন্ধ্যা হইলে তাঁহার শিষ্যেরা সমুদ্রের
তীরে নামিল। ১৭ অনন্তর তাহারা নৌকারোহণ
করিয়া সমুদ্রের এপারস্থ কফরনাহূম নগরের দিগে
গমন করিতেছিল। সেই সময়ে অন্ধকার হইয়া-
ছিল, কিন্তু যীশু তাহাদের নিকটে আইসেন
নাই; ১৮ এবং প্রবল বায়ু বহনেতে সমুদ্রে বড়
তরঙ্গ হইতেছিল। ১৯ এই রূপে তাহারা দেড়
বা দুই ক্রোশ বাহিয়া গেলে পর যীশুকে সমু-
দ্রের উপরে হাঁটিয়া নৌকার নিকটে আগমন
করিতে দেখিয়া ভীত হইল। ২০ কিন্তু তিনি তা-
হাদিগকে কহিলেন, এ আমি, ভয় করিও না।
২১ তখন তাহারা তাঁহাকে নৌকাতে গ্রহণ করিতে
উদ্যোগ করিল; এবং তৎক্ষণাৎ গন্তব্য স্থানে
নৌকা উপস্থিত হইল।

২২ ঐ যে নৌকাতে তাঁহার শিষ্যেরা গিয়া-
ছিল, তদ্ভিন্ন আর কোন নৌকা তখন সে স্থানে
ছিল না, এবং যীশু শিষ্যদের সহিত সেই নৌ-
কাতে যান নাই, কেবল তাঁহার শিষ্যেরা গিয়া-
ছিল, ইহা ওপারে দণ্ডায়মান লোকসমূহ দেখি-
য়াছিল। ২৩ পরে তিবিরিয়াহইতে অন্য ২ নৌকা
আসিয়া ঐ যে স্থানে প্রভু আশীর্ব্বাদ করিলে
লোকেরা রুটী খাইয়াছিল, সেই স্থানের নিকটে
উপস্থিত হইল। ২৪ অতএব পরদিবসে যীশু সে
স্থানে নাই, এবং তাঁহার শিষ্যেরাও নাই, ইহা
দেখিয়া লোকসমূহ ঐ সকল নৌকাতে চড়িয়া
যীশুর অন্বেষণে কফরনাহূম নগরে গেল। ২৫ এবং
সমুদ্রের পারে তাঁহাকে পাইয়া কহিল, হে গুরো,
আপনি এস্থানে কখন্ আইলেন? ২৬ যীশু উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য সত্য, আমি
তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা আশ্চর্য্য কর্ম্ম
দেখিয়াছ, এই জন্যে আমার অন্বেষণ করিতেছ,
তাহা নয়; কিন্তু সেই রুটী খাইয়া তৃপ্ত হইয়াছ,
এই জন্যে। ২৭ নশ্বর ভক্ষ্যের নিমিত্তে শ্রম করিও
না, কিন্তু যে ভক্ষ্য অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত থাকে,
তাহার নিমিত্তে শ্রম কর; আর মনুষ্যপুত্র তো-
মাদিগকে সেই ভক্ষ্য দিবেন, কেননা পিতা ঈশ্বর
তাঁহাকে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। ২৮ তখন তা-
হারা জিজ্ঞাসিল, ঈশ্বরের অভিমত কর্ম্ম করণার্থে
আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? ২৯ যীশু উত্তর করিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের অভিমত কর্ম্ম
এই যেন তোমরা তাঁহার প্রেরিত ব্যক্তিতে বি-
শ্বাস কর। ৩০ তখন তাহারা কহিল, তুমি এমন
কি আশ্চর্য্য করিতেছ, যাহা দেখিয়া আমরা তো-
মাতে বিশ্বাস করিব? তুমি কি কর্ম্ম করিতেছ?
৩১ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রান্তরে মান্না খাইতে
পাইয়াছিল, যেমন লিপি আছে, "তিনি ভোজ-
"নার্থে স্বর্গহইতে তাহাদিগকে খাদ্য দিলেন।"
৩২ তখন যীশু কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তো-
মাদিগকে কহিতেছি, মূসা তোমাদিগকে স্বর্গ-
হইতে অবতীর্ণ খাদ্য দেয় নাই, কিন্তু আমার
পিতা তোমাদিগকে স্বর্গহইতে অবতীর্ণ প্রকৃত
খাদ্য দিতেছেন। ৩৩ কেননা ঈশ্বরীয় খাদ্য সেই
যে স্বর্গহইতে নামিয়া জগৎকে জীবন দান করে।
৩৪ তখন তাহারা কহিল, হে প্রভো, সেই খাদ্য
আমাদিগকে নিত্য ২ দিউন। ৩৫ যীশু তাহাদি-
গকে কহিলেন, আমিই জীবনদায়ক খাদ্য। যে
জন আমার নিকটে আইসে, সে কোন ক্রমে
ক্ষুধার্ত্ত হইবে না; আর যে জন আমাতে বি-
শ্বাস করে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না।
৩৬ কিন্তু তোমরা আমাকে দেখিয়াও বিশ্বাস কর
না, ইহা আমি তোমাদিগকে কহিলাম। ৩৭ পিতা
আমাকে যত লোক দেন, সেই সকলে আমার
নিকটে আসিবে; এবং যে কেহ আমার নি-
কটে আসিবে, তাহাকে আমি কোন ক্রমে দূর
করিব না। ৩৮ কেননা আমি আপনার ইষ্ট ক্রিয়া
করিবার নিমিত্তে স্বর্গহইতে নামিয়াছি, তাহা
নয়, প্রেরণকর্ত্তার ইষ্ট ক্রিয়া করিতে নামিয়াছি।
৩৯ আর আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতার ইচ্ছা এই
যেন তিনি আমাকে যে সকল দিয়াছেন, তাহা-
দের মধ্যে আমি এক জনকেও না হারাইয়া শেষ-
দিনে সকলকে উঠাই। ৪০ কারণ আমার প্রেরণ-
কর্ত্তার ইচ্ছা এই, পুত্রকে দেখিয়া যে কেহ
তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়,
এবং শেষদিনে আমাকর্তৃক উত্থাপিত হয়।

৪১ তখন আমি স্বর্গহইতে অবতীর্ণ খাদ্য, তাঁ-
হার এই কথাতে যিহূদীয় লোকেরা তাঁহার বি-
ষয়ে বচসা করিয়া ৪২ বলিতে লাগিল, এ কি
যূষফের পুত্র সেই যীশু নয়, যাহার পিতা মা-
তাকে আমরা জানি? তবে আমি স্বর্গহইতে না-

মিয়া আসিয়াছি, এ কথা কেমন করিয়া বলে?
৪৩ তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহি-
লেন, পরস্পর বচসা করিও না। ৪৪ আমার প্রে-
রণকর্ত্তা পিতাকর্ত্তৃক আকর্ষিত না হইলে কেহ
আমার নিকটে আসিতে পারে না; কিন্তু যে
আইসে, তাহাকে আমি শেষদিনে উঠাইব।
৪৫ "তাহারা সকলে ঈশ্বরের শিক্ষিত হইবে,"
ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থে এমত লিপি আছে; অত-
এব যে কেহ পিতার নিকটে শ্রবণ করিয়া শিক্ষা
পায়, সেই আমার কাছে আইসে। ৪৬ কেহ
পিতাকে দেখিয়াছে, তাহা নয়; যিনি ঈশ্বর-
হইতে হন, কেবল তিনি পিতাকে দেখিয়াছেন।
৪৭ সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি,
যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জী-
বন পায়। ৪৮ আমিই জীবনদায়ক খাদ্যস্বরূপ;
৪৯ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রান্তরে মান্না খাইয়া
মরিয়াছে; ৫০ কিন্তু যে খায় সে যেন না মরে,
এই জন্যে যে খাদ্য স্বর্গহইতে নামে এ সেই
খাদ্য। ৫১ আমিই স্বর্গহইতে অবতীর্ণ জীবন-
দায়ক খাদ্য। এই খাদ্য যে জন খাইবে, সে
নিত্যজীবী হইবে, এবং আমি যে খাদ্য দিব,
সে আমার মাংস; আমি জগতের জীবনার্থে
তাহাই দিব।

৫২ তাহাতে যিহূদীয়েরা পরস্পর বিবাদ করিয়া
কহিতে লাগিল, এ ব্যক্তি কেমন করিয়া ভো-
জনার্থে আমাদিগকে আপনার মাংস দিবে?
৫৩ তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য সত্য,
আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, মনুষ্যপুত্রের মাংস
ভোজন না করিলে এবং তাঁহার রক্ত পান না
করিলে তোমাদের আন্তরিক জীবন নাই। ৫৪ যে
জন আমার মাংস ভোজন করে ও আমার রক্ত
পান করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত, এবং শেষ-
দিনে আমি তাহাকে উঠাইব। ৫৫ যেহেতুক আ-
মার মাংস প্রকৃত খাদ্য, এবং আমার রক্ত প্রকৃত
পেয়। ৫৬ যে ব্যক্তি আমার মাংস ভোজন করে
এবং আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে থাকে
এবং আমিও তাহাতে থাকি। ৫৭ যে জীবৎ পিতা
আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই পিতাদ্বারা যে-
মন আমি জীবৎ আছি, তদ্রূপ যে কেহ আমাকে
ভোজন করে, সেও আমাদ্বারা জীবৎ হইবে।
৫৮ স্বর্গহইতে যে খাদ্য নামিয়াছে, সে এই;
তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে মান্না খাইয়া মরিয়া
গিয়াছে, তাহার সদৃশ এই খাদ্য নহে; এই খাদ্য
যে কেহ ভোজন করে, সে নিত্যজীবী হইবে।
৫৯ এই সকল কথা তিনি কফরনাহূম নগরের
ভজনালয়ে উপদেশ করণ সময়ে কহিলেন।

৬০ তখন এই রূপ শুনিয়া তাঁহার শিষ্যদের
মধ্যে অনেকে কহিল, এ বড় কঠিন কথা; এমন
কথা কে শুনিতে পারে? ৬১ কিন্তু যীশু আপন
শিষ্যদের এরূপ বচসা মনে জ্ঞাত হইয়া তাহা-
দিগকে কহিলেন, এই কথা কি তোমাদের বাধা
জন্মায়? ৬২ তবে মনুষ্যপুত্রকে পূর্ব্ববাসস্থানে
উঠিতে দেখিলে কি বলিবা? ৬৩ আত্মাই জী-
বনদায়ক, কিন্তু শরীর নিষ্ফল; আমি তোমা-
দিগকে যে২ কথা কহি, সে আত্মাস্বরূপ ও
জীবনস্বরূপ; ৬৪ কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ২
অবিশ্বাসী আছে। কেননা কে২ অবিশ্বাসী আছে,
এবং কে বা তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে,
তাহা যীশু প্রথমাবধি জ্ঞাত ছিলেন। ৬৫ আরও
কহিলেন, এ নিমিত্তে আমি তোমাদিগকে বলি-
য়াছি, আমার পিতা আসিবার ক্ষমতা না দিলে
কেহ আমার নিকটে আসিতে পারে না।

৬৬ তদবধি তাঁহার অনেক শিষ্য পরাঙ্মুখ হইয়া
ফিরিয়া গেল, তাঁহার সঙ্গে আর যাতায়াত করিল
না। ৬৭ তখন যীশু দ্বাদশ শিষ্যকে কহিলেন,
তোমরাও কি চলিয়া যাইতে ইচ্ছা কর? ৬৮ তা-
হাতে শিমোন পিতর উত্তর করিল, হে প্রভো,
কাহার কাছে যাইব? তোমার নিকটে অনন্ত
জীবনের কথা পাওয়া যায়। ৬৯ আর তুমি যে
অমর ঈশ্বরের পুত্র অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা, ইহা
আমরা বিশ্বাস করিয়া নিশ্চয় জানি। ৭০ তখন
যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা দ্বাদশ জন
কি আমার মনোনীত লোক নহ? তথাপি তোমা-
দের মধ্যেও এক জন শয়তান আছে। ৭১ এই
কথা তিনি শিমোনের পুত্র ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদার
উদ্দেশে কহিলেন, কারণ দ্বাদশের মধ্যে গণিত
সেই ব্যক্তি তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে।

৭ অধ্যায়।

১ তৎপরে যীশু গালীল্‌দেশে ভ্রমণ করিলেন,
কেননা যিহূদি লোকেরা তাঁহাকে বধ করিতে
চেষ্টা করাতে তিনি যিহূদাদেশে ভ্রমণ করিতে
চাহিলেন না। ২ কিন্তু যিহূদীয়দের কুটীর নির্ম্মাণ
পর্ব্ব সন্নিকট হইলে তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে
কহিল, ৩ তুমি যে সকল ক্রিয়া করিতেছ, তাহা
যেন তোমার শিষ্যেরাও দেখে, এই নিমিত্তে
এখানহইতে প্রস্থান করিয়া যিহূদা দেশে যাও।
৪ যে কেহ আপনি প্রকাশিত হইতে চাহে, সে
গোপনে কর্ম্ম করে না। যদি এমত কর্ম্ম করিবা,
তবে জগতের নিকটে আপনাকে প্রকাশ কর।
৫ কারণ তাঁহার ভ্রাতারাও তাঁহাতে বিশ্বাস করিত
না। ৬ তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমার
সময় এখন উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু তোমাদের
সময় সতত উপস্থিত আছে। ৭ জগতের লো-
কেরা তোমাদিগকে ঘৃণা করিতে পারে না; কিন্তু
আমাকেই ঘৃণা করে, যেহেতুক তাহাদের কর্ম্ম
মন্দ, আমি তাহাদের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছি।
৮ তোমরা এই পর্ব্বে যাও; আমি এখন এই
পর্ব্বে যাইব না, কেননা আমার সময় এখন
সম্পূর্ণ হয় নাই। ৯ এই কথা বলিয়া তিনি গালী-

লেতে রহিলেন। ১০ কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃগণ তথায়
যাত্রা করিলে পর তিনিও অপ্রকাশ হইয়া গো-
পনভাবে সেই পর্ব্বে গেলেন। ১১ ইতিমধ্যে যি-
হূদীয়েরা পর্ব্বে তাঁহার অন্বেষণ করিয়া জিজ্ঞাসা
করিল, সেই ব্যক্তি কোথায়? ১২ এবং তাঁহার
বিষয়ে লোকদের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইল।
কেহ ২ কহিল, তিনি উত্তম মানুষ; অন্যেরা
বলিল, তাহা নয়, বরং লোকদের ভ্রান্তি জন্মাই-
তেছে; ১৩ কিন্তু যিহূদীয়দের ভয়েতে কেহ তাঁ-
হার প্রসঙ্গ প্রকাশরূপে করিল না।

১৪ অনন্তর পর্ব্বের মধ্য সময়ে যীশু মন্দিরে
গিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। ১৫ তাহাতে
যিহূদীয় লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল,
এ মনুষ্য অধ্যয়ন না করিয়া কি প্রকারে এমত
পণ্ডিত হইয়া উঠিল? ১৬ তখন যীশু উত্তর করিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, আমার উপদেশ আমার
নহে, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার।
১৭ যদি কেহ তাঁহার ইষ্ট ক্রিয়া করিতে চেষ্টা
করে, তবে এই উপদেশ কি ঈশ্বরহইতে হয়,
না আমি আপনাহইতে কহি, তাহা সে জানিতে
পাইবে। ১৮ যে জন আপনাহইতে কহে, সে
আপনার সম্মান চেষ্টা করে; কিন্তু যিনি প্রেরণ-
কর্ত্তার সম্মান চেষ্টা করেন, তিনি সত্যবাদী, ও
তাঁহাতে কোন অধর্ম্ম নাই। ১৯ মূসা তোমাদি-
গকে কি ব্যবস্থাগ্রন্থ দেয় নাই? তথাপি তোমা-
দের মধ্যে কেহই সে ব্যবস্থা পালন করে না;
আমাকে বধ করিতে কেন চেষ্টা কর? ২০ তখন
লোকেরা উত্তর করিল, তুমি ভূতগ্রস্ত, তোমাকে
বধ করিতে কে চেষ্টা করে? ২১ তাহাতে যীশু
উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি এক
কর্ম্ম করিয়াছি, তাহাতে তোমরা সকলেই আশ্চর্য্য
বোধ করিতেছ। ২২ মূসা তোমাদিগকে ত্বক্‌ছে-
দের বিধি দিয়াছে; তথাপি তাহা যে মূসাহইতে
হইয়াছে এমন নয়, পূর্ব্বপুরুষহইতে হইয়াছে;
তাহাতে তোমরা বিশ্রামবারে মনুষ্যের ত্বক্‌ছেদ
করিয়া থাক। ২৩ অতএব মূসার ব্যবস্থার লঙ্ঘন
যেন না হয়, এই জন্যে যদি বিশ্রামবারে মনুষ্যের
ত্বক্‌ছেদ করা যায়, তবে আমি যে বিশ্রামবারে
এক মনুষ্যকে সর্ব্বাঙ্গে সুস্থ করিয়াছি, ইহার নি-
মিত্তে কি আমার প্রতি ক্রোধ করিতেছ? ২৪ দৃষ্টি-
মাত্রানুসারে বিচার না করিয়া যথার্থ বিচার কর।

২৫ তখন যিরূশালম নিবাসি কএক জন কহিল,
যে ব্যক্তিকে বধ করিতে চেষ্টা করে, সে কি এ
নয়? ২৬ কিন্তু দেখ, এ প্রকাশরূপে কহিতেছে,
তথাপি তাহারা তাহাকে কিছু বলে না; ইনিই
অভিষিক্ত ত্রাতা বটেন, ইহা কি অধ্যক্ষদের সত্য
বোধ হইল? ২৭ কিন্তু এ মনুষ্য কোথাহইতে আ-
ইল, তাহা আমরা জানি; অভিষিক্ত ত্রাতা আইলে
তিনি কোথাহইতে আইলেন, তাহা কেহ জানিতে
পারিবে না। ২৮ তখন যীশু মন্দিরমধ্যে উপদেশ
দিতে ২ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, তোমরা না আমাকে
জান, এবং কোথাহইতে আইলাম তাহাও জান?
আমি তো আপনাহইতে আসি নাই; কিন্তু আ-
মার প্রেরণকর্ত্তা সত্যময়; তোমরা তাঁহাকে জান
না। ২৯ আমি তাঁহাকে জানি, কেননা আমি তাঁ-
হার নিকটহইতে আগত, এবং তিনি আমাকে
পাঠাইয়াছেন। ৩০ তাহাতে লোকেরা তাঁহাকে
ধরিতে চেষ্টা করিল, তথাপি কেহ তাঁহার গাত্রে
হস্তার্পণ করিল না, যেহেতুক তখন তাঁহার সময়
উপস্থিত হয় নাই। ৩১ পরন্তু সমাগত লোকদের
মধ্যে অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া কহিতে লা-
গিল, অভিষিক্ত ত্রাতা যখন আসিবেন, তখন ইহাঁর
অপেক্ষা কি অধিক আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিবেন?

৩২ পরে লোকেরা তাঁহার বিষয়ে এমন বাদানু-
বাদ করিতেছে, ফিরূশিবর্গ ইহা শুনিলে তাহারা
ও প্রধান যাজকেরা তাঁহাকে ধরিয়া আনাইবার
নিমিত্তে পদাতিকগণকে পাঠাইয়া দিল। ৩৩ তখন
যীশু কহিলেন, আমি আর অল্প কাল তোমাদের
সঙ্গে থাকিয়া আমার প্রেরণকর্ত্তার নিকটে যাইব।
৩৪ তোমরা আমার অন্বেষণ করিবা, কিন্তু উদ্দেশ
পাইবা না; আর আমি যে স্থানে থাকিব, সে
স্থানে তোমরা যাইতে পারিবা না। ৩৫ তখন যিহূ-
দীয়েরা পরস্পর বলিতে লাগিল, আমরা উহাকে
পাইতে পারিব না, এমন কোন্‌ স্থানে যাইবে?
সে কি গ্রীক জাতীয়দের মধ্যে ছিন্নভিন্ন লোকদের
নিকটে গিয়া গ্রীক লোকদিগকে উপদেশ দিবে?
৩৬ আমার অন্বেষণ করিবা, কিন্তু উদ্দেশ পাইবা
না; এবং আমি যে স্থানে থাকিব, যে স্থানে তো-
মরা যাইতে পারিবা না, এ কেমন কথা কহিতেছে?

৩৭ পরে পর্ব্বের শেষদিবসে অর্থাৎ প্রধান দি-
বসে যীশু দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহি-
লেন, কেহ যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তবে আমার কাছে
আসিয়া পান করুক। ৩৮ যে কেহ আমাতে বিশ্বাস
করে, ধর্ম্মগ্রন্থের বচনানুসারে তাহার অন্তরহইতে
অমৃত জলের নদী নির্গত হইবে। ৩৯ তাঁহার বি-
শ্বাসকারিরা যে আত্মাকে পাইবে, তাঁহার বিষয়ে
তিনি এ কথা কহিলেন; কিন্তু তৎকালে আত্মা
দত্ত হন নাই, কারণ তৎকালে যীশু বিভবপ্রাপ্ত
হন নাই। ৪০ সেই কথা শুনিয়া লোকসমূহের
মধ্যে অনেকে কহিল, সত্য, ইনি সেই ভবিষ্য-
দ্বক্তা। ৪১ আর কেহ ২ বলিল, ইনি অভিষিক্ত
ত্রাতা; কিন্তু অন্যেরা কহিল, অভিষিক্ত ত্রাতা কি
গালীল্‌ দেশহইতে আসিবেন? ৪২ অভিষিক্ত
ত্রাতা দায়ূদের বংশহইতে এবং দায়ূদের জন্মস্থান
বৈৎলেহম নগরহইতে আসিবেন, ধর্ম্মগ্রন্থ কি ইহা
বলে নাই? ৪৩ এই প্রকারে তাঁহার বিষয়ে লোক-
সমূহের মধ্যে ভিন্নবাক্যতা হইল। ৪৪ আর তাহা-
দের কতক ২ লোক তাঁহাকে ধরিতে বাঞ্ছা করিল,
তথাপি কেহ তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ করিল না।

৪৫ পরে পদাতিকগণ প্রধান যাজকদের ও

ফিরুশিদের নিকটে আইলে পর তাহারা তাহাদি-
গকে বলিল, কেন তাহাকে আন নাই? ৪৬ পদা-
তিকেরা উত্তর করিল, সেই ব্যক্তি যেরূপ কথা
কহে, তদ্রূপ কথা কেহ কখনো কহে নাই। ৪৭ তা-
হাতে ফিরুশিরা কহিল, তোমরাও কি ভ্রান্ত হইলা?
৪৮ অধ্যক্ষদের কিম্বা ফিরুশিদের মধ্যে কি কেহ
তাহাতে বিশ্বাস করিল? ৪৯ কিন্তু এই ইতর লোক
সকল, যাহারা শাস্ত্র জানে না, তাহারা শাপগ্রস্ত।
৫০ তখন তাহাদের মধ্যবর্ত্তি যে এক জন রাত্রি-
কালে যীশুর নিকটে গিয়াছিল, সেই নীকদীমঃ
তাহাদিগকে কহিল, ৫১ অগ্রে তাহার নিজ কথা
না শুনিয়া ক্রিয়া না জানিয়া আমাদের ব্যবস্থা কি
কোন মনুষ্যকে দোষী করে? ৫২ তাহাতে তাহারা
উত্তর করিয়া তাহাকে কহিল, তুমিও কি গালীলীয়
লোক? অনুসন্ধান করিয়া দেখ, গালীলহইতে
কোন ভবিষ্যদ্বক্তার উদয় হয় নাই। ৫৩ পরে
তাহারা প্রত্যেকে আপন ২ গৃহে গেল, কিন্তু যীশু
জৈতুন নামক পর্ব্বতে গমন করিলেন।

৮ অধ্যায়।

১ পরে প্রত্যূষে তিনি পুনর্ব্বার মন্দিরে আই-
লেন; ২ তাহাতে তাবৎ লোক তাঁহার নিকটে আ-
গমন করিলে তিনি বসিয়া তাহাদিগকে উপদেশ
দিতে লাগিলেন। ৩ তখন অধ্যাপক ও ফিরুশি-
গণ ব্যভিচারকর্ম্মে ধৃত এক স্ত্রীলোককে তাঁহার
নিকটে আনিয়া সকলের মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া
৪ তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, এই স্ত্রী ব্যভিচার-
কর্ম্ম করিতে২ ধরা পড়িয়াছে। ৫ আর ব্যবস্থাতে
মূসা এ প্রকার লোককে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবার
আজ্ঞা আমাদিগকে দিয়াছে; ইহাতে আপনি কি
বলেন? ৬ এই কথা তাহারা পরীক্ষাভাবে অর্থাৎ
অভিযোগার্থে ছিদ্র পাইবার আশাতে কহিয়া-
ছিল। কিন্তু যীশু হেঁট হইয়া অঙ্গুলীদ্বারা ভূমিতে
লিখিতে লাগিলেন। ৭ তাহাতে তাহারা পুনঃ২
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া কহি-
লেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিষ্পাপ, সেই
প্রথমে ইহাকে প্রস্তরাঘাত করুক। ৮ পরে তিনি
পুনর্ব্বার হেঁট হইয়া ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন।
৯ ঐ কথা শুনিয়া তাহারা আপন ২ মন কর্তৃক
দূষিত হইয়া মহান্ অবধি ক্ষুদ্র পর্য্যন্ত একে ২
সকলেই বাহিরে গেল; তাহাতে কেবল যীশু
এবং মধ্যস্থানে দণ্ডায়মানা ঐ স্ত্রী অবশিষ্ট থাকি-
লেন। ১০ অনন্তর যীশু গাত্রোত্থান করিয়া ঐ স্ত্রী-
লোক ব্যতিরেকে আর কাহাকেও না দেখিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নারি, তোমার নামে অভি-
যোগকারি সেই লোকেরা কোথায়? কেহ কি
তোমার দণ্ড করে নাই? ১১ সে কহিল, কেহ না,
প্রভো। তখন যীশু কহিলেন, আমিও তোমার
দণ্ড করিব না। যাও, আর পাপকর্ম্ম করিও না।
১২ পরে যীশু আর বার লোকদিগকে এই রূপ
কহিতে লাগিলেন, আমি জগতের দীপস্বরূপ; যে
ব্যক্তি আমার পশ্চাদ্গামী হয়, সে অন্ধকারে
ভ্রমণ করিবে না, কিন্তু জীবনরূপ দীপ্তি পাইবে।
১৩ তাহাতে ফিরুশিরা তাঁহাকে কহিল, তুমি আপ-
নার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিতেছ, তোমার সাক্ষ্য
যথার্থ নহে। ১৪ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে
কহিলেন, যদ্যপি আমি আপনার বিষয়ে আপনি
সাক্ষ্য দি, তত্রাপি সে সাক্ষ্য যথার্থ; যেহেতুক
কোথাহইতে আসিয়াছি, এবং কোথায় বা যাই,
তাহা আমি জানি; কিন্তু কোথাহইতে আসিয়াছি,
এবং কোথায় বা যাই, তাহা তোমরা জান না।
১৫ তোমরা সাংসারিক বিচার করিতেছ; আমি
কাহারো বিচার করি না। ১৬ কিন্তু যদি বিচার
করি, তবে আমার বিচার যথার্থ। কেননা আমি
একাকী নহি, কিন্তু আমি আছি এবং আমার
প্রেরণকর্ত্তা পিতা আছেন। ১৭ দুই জনের সাক্ষ্য
যথার্থ, ইহা তোমাদের ব্যবস্থাতেও লিখিত আছে।
১৮ আপনার বিষয়ে আমি আপনি সাক্ষ্য দিতেছি,
আর আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতাও আমার বিষয়ে
সাক্ষ্য দিতেছেন। ১৯ তখন তাহারা জিজ্ঞাসিল,
তোমার পিতা কোথায়? যীশু উত্তর করিলেন,
তোমরা আমাকে জান না, এবং আমার পিতা-
কেও জান না; যদি আমাকে জানিতা, তবে আমার
পিতাকেও জানিতা; ২০ এই সকল কথা যীশু
মন্দিরে উপদেশ দেওন সময়ে ভাণ্ডারাগারে কহি-
লেন; তথাচ কেহ তাঁহাকে ধরিল না, কেননা
তৎকালে তাঁহার সময় উপস্থিত হয় নাই।
২১ তদনন্তর যীশু পুনরায় তাহাদিগকে কহি-
লেন, আমি প্রস্থান করি; তোমরা আমার অন্বে-
ষণ করিবা, কিন্তু নিজ পাপে মরিবা; আমি যে
স্থানে যাই, তোমরা সে স্থানে যাইতে পার না।
২২ তখন যিহূদীয়েরা বলিল, এ ব্যক্তি কি আত্ম-
ঘাতী হইবে? কেননা আমি যে স্থানে যাই, সে
স্থানে তোমরা যাইতে পার না, এমন কথা কহি-
তেছে। ২৩ তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
তোমরা অধঃস্থানের লোক, আমি ঊর্দ্ধস্থানের;
তোমরা এ জগৎসম্বন্ধীয়, আমি এ জগৎসম্বন্ধীয়
নহি। ২৪ এই জন্যে কহিলাম, তোমরা নিজ পাপে
মরিবা; কেননা আমি সেই ব্যক্তি, ইহা যদি
বিশ্বাস না কর, তবে নিজ পাপে মরিবা। ২৫ তখন
তাহারা কহিল, তুমি কে? তাহাতে যীশু কহি-
লেন, তাহাই তো প্রথমাবধি তোমাদিগকে কহি-
তেছি। ২৬ তোমাদের বিষয়ে আমাকে অনেক
কথা কহিতে এবং বিচার করিতে হয়; কিন্তু আ-
মার প্রেরণকর্ত্তা সত্যবাদী, এবং আমি তাঁহার
নিকটে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই জগজ্জনকে কহি-
তেছি। ২৭ তিনি যে পিতার বিষয়ে কহিলেন,
ইহা তাহারা বুঝিল না। ২৮ তাহাতে যীশু তাহা-
দিগকে কহিলেন, যখন মনুষ্যপুত্রকে ঊর্দ্ধে উঠা-
ইবা, তখন আমি যে সেই ব্যক্তি, আর আপনা-

হইতে কিছু করি না, কিন্তু পিতা আমাকে যে
আদেশ করিয়াছেন, তদনুসারে এই কথা কহি,
এই সকল তোমরা জানিবা। ২৯ আর আমার
প্রেরণকর্ত্তা আমার সঙ্গে থাকেন; আমি সর্ব্বদা
তাঁহার তুষ্টিজনক ক্রিয়া করিতেছি, এই কারণ
পিতা আমাকে একাকী ত্যাগ করেন না।
৩০ তখন তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া অনেকে
তাঁহাতে বিশ্বাস করিল। ৩১ তাহাতে যে যিহূদী-
য়েরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিল, তাহাদিগকে যীশু
কহিলেন, আমার কথাতে যদি তোমরা স্থির থাক,
তবে আমার প্রকৃত শিষ্য হইয়া ৩২ সত্যতাকে
জানিবা, এবং সেই সত্যতা তোমাদিগকে স্বাধীন
করিবে। ৩৩ তাহারা উত্তর করিল, আমরা ইব্রা-
হীমের বংশ, কখন কাহারো দাস হই নাই;
অতএব তোমরা স্বাধীন হইবা, এমন কথা কি
প্রকারে বল? ৩৪ তখন যীশু উত্তর করিলেন, সত্য
সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ
পাপাচরণ করে, সে পাপের দাস। ৩৫ আর দাস
নিরন্তর বাটীতে থাকে না; কিন্তু পুত্র নিরন্তর
থাকেন। ৩৬ অতএব পুত্র যদি তোমাদিগকে স্বা-
ধীন করেন, তবে প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইবা।
৩৭ তোমরা যে ইব্রাহীমের বংশ, তাহা আমি
জানি; কিন্তু আমার বাক্য তোমাদের অন্তরে স্থান
পায় না, এই জন্যে আমাকে বধ করিতে চেষ্টা
করিতেছ। ৩৮ আমার পিতার নিকটে আমি যাহা
দেখিয়াছি, তাহাই কহিতেছি; আর তোমাদের
পিতার নিকটে তোমরা যাহা দেখিয়াছ, তাহাই
করিতেছ। ৩৯ তখন তাহারা উত্তর করিয়া তাঁ-
হাকে বলিল, ইব্রাহীম্ আমাদের পিতা। যীশু
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যদি ইব্রাহীমের
সন্তান হইতা, তবে ইব্রাহীমের কর্ম্ম করিতা।
৪০ কিন্তু ঈশ্বরের প্রমুখাৎ সত্য কথা শ্রবণ করিয়া
তোমাদিগকে জানাইয়াছি যে আমি, আমাকেই
বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ; ইব্রাহীম্ এমত কর্ম্ম
করে নাই। ৪১ তোমাদের যে পিতা, তাহারই কর্ম্ম
তোমরা করিতেছ। তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল,
আমরা ব্যভিচারজাত নহি; আমাদের একই পিতা
আছেন, তিনি ঈশ্বর। ৪২ তাহাতে যীশু তাহাদি-
গকে কহিলেন, ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হই-
তেন, তবে আমাকে প্রেম করিতা, কেননা আমি
ঈশ্বরহইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছি; আমি আ-
পনাহইতে আসি নাই, কিন্তু তিনি আমাকে প্রেরণ
করিয়াছেন। ৪৩ তোমরা আমার ভাষা বুঝ না
কেন? কারণ এই, যে আমার বাক্য শুনিতে পার
না। ৪৪ তোমরা আপনাদের পিতা শয়তানের
সন্তান, এবং তোমাদের সেই পিতার অভিলাষ
সকল পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেছ; সে প্রথমা-
বধি মনুষ্যঘাতক, এবং সে সত্যতাতে থাকে নাই,
কারণ তাহার অন্তরে সত্যতা নাই। সে যখন
মিথ্যা কহে, তখন আপনার স্বভাবানুসারেই কহে,
কেননা সে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার উৎপাদক।
৪৫ কিন্তু আমি সত্যতার কথা কহিতেছি, এই জন্যে
তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না। ৪৬ আমাতে
পাপ আছে, এমন প্রমাণ তোমাদের মধ্যে কে দিতে
পারে? আর যদি সত্যতার কথা কহি, তবে কেন
আমাকে বিশ্বাস কর না? ৪৭ যে কেহ ঈশ্বরহইতে
জাত সে ঈশ্বরের কথা মানে; তোমরা তাহা মান
না, ইহার কারণ এই যে ঈশ্বরহইতে জাত নহ।
৪৮ তখন যিহূদীয়েরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে
কহিল, তুই এক জন শোমিরোণীয় ও ভূতগ্রস্ত,
আমরা কি ইহা বিলক্ষণ বলি নাই? ৪৯ যীশু
উত্তর করিলেন, আমি ভূতগ্রস্ত নহি, কিন্তু আপন
পিতার সম্মান করিতেছি; তাহাতে তোমরা আ-
মার অপমান করিতেছ। ৫০ আমি আপনার
সুখ্যাতি চেষ্টা করি না; তাহার চেষ্টাকারী ও
বিচারকারী এক জন আছেন। ৫১ সত্য সত্য,
আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে জন আমার
কথা পালন করে, সে কদাচ মৃত্যুর দর্শন পাইবে
না। ৫২ তখন যিহূদীয়েরা তাঁহাকে বলিল, তুই
ভূতগ্রস্ত, ইহা এখন জানিলাম; ইব্রাহীম্ ও ভবি-
ষ্যদ্বক্তৃগণ সকলে মরিয়াছে, কিন্তু তুই বলিতে-
ছিস্, যে ব্যক্তি আমার কথা পালন করে, সে
মৃত্যুর আস্বাদ কখনো পাইবে না। ৫৩ আমাদের
পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম্ অপেক্ষা কি তুই বড়? তিনি
তো মরিয়াছেন, এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণও মরিয়াছে;
তুই আপনাকে কোন্ ব্যক্তি করিয়া জ্ঞান করিস্?
৫৪ যীশু উত্তর করিলেন, আমি যদি আপনার
সম্মান আপনি করি, তবে আমার সে সম্মান কি-
ছুই নয়; কিন্তু আমার পিতা, যাঁহাকে তোমরা
আপনাদের ঈশ্বর করিয়া বল, তিনি আমার সম্মান
করেন। ৫৫ তোমরা তাঁহাকে জান না; কিন্তু আমি
তাঁহাকে জানি। যদি বলি যে তাঁহাকে জানি না,
তবে তোমাদেরই মত মিথ্যাবাদী হইব; কিন্তু
আমি তাঁহাকে জানি, এবং তাঁহার আজ্ঞাও পা-
লন করি। ৫৬ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম্ আ-
মার দিন দেখিবার আশাতে অতি আহ্লাদিত
হইয়াছিল, এবং তাহা দেখিয়া আনন্দ করিল।
৫৭ তখন যিহূদীয়েরা তাঁহাকে কহিল, তোর বয়ঃ-
ক্রম পঞ্চাশ বৎসরও নহে, তুই কি ইব্রাহীমকে
দেখিয়াছিস্? ৫৮ যীশু উত্তর দিলেন, সত্য সত্য,
আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ইব্রাহীমের জন্মের
পূর্ব্বাবধি আমি বর্ত্তমান আছি। ৫৯ তখন তাহারা
তাঁহাকে মারিতে প্রস্তর তুলিল, কিন্তু যীশু প্রচ্ছন্ন
হইয়া তাহাদের মধ্য দিয়া চলিয়া মন্দিরহইতে
বহির্গত হইলেন। এই রূপে তথাহইতে স্থানা-
ন্তরে গেলেন।

৯ অধ্যায়।

১ গমন সময়ে তিনি এক জন্মান্ধ মনুষ্যকে দে-
খিলেন। ২ তাহাতে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জি-
জ্ঞাসা করিল, হে গুরো, এই ব্যক্তি আপনার, কি

পিতামাতার, কাহার পাপ প্রযুক্ত অন্ধ হইয়া
জন্মিয়াছে? ৩ যীশু উত্তর করিলেন, এই ব্যক্তি
পাপ করিয়াছে, কিম্বা ইহার পিতামাতা করি-
য়াছে তাহা নয়; কিন্তু ইহাদ্বারা যেন ঈশ্বরের
কর্ম্ম প্রকাশ পায়, এই জন্যে এমন হইয়াছে।
৪ দিন থাকিতে আমার প্রেরণকর্ত্তার কর্ম্ম আমাকে
করিতে হয়; যাহাতে কোন কর্ম্ম করা যায় না,
এমন রাত্রি আসিতেছে। ৫ আমি যাবৎ জগতে
আছি, তাবৎ জগতের দীপস্বরূপ আছি। ৬ এই
কথা বলিয়া তিনি ভূমিতে থুথু ফেলিয়া সেই
থুথুতে কর্দ্দম করিলেন। পরে ঐ অন্ধের চক্ষুর্দ্বয়
সেই কর্দ্দমদ্বারা লেপন করিয়া ৭ তাহাকে কহি-
লেন, শীলোহ অর্থাৎ প্রেরিত নামে সরোবরে
গিয়া প্রক্ষালন কর। তাহাতে সে গমন করিয়া
প্রক্ষালন করিলে দৃষ্টি পাইয়া ফিরিয়া আইল।

৮ অনন্তর প্রতিবাসি প্রভৃতি যে ২ লোক পূর্ব্বে
তাহাকে অন্ধ দেখিয়াছিল, তাহারা কহিতে লা-
গিল, যে অন্ধ লোক বসিয়া ভিক্ষা করিত, এই
জন কি সেই নহে? ৯ কেহ ২ বলিল, সেই বটে;
আর কেহ ২ বলিল, তাহার মত বটে; কিন্তু সে
আপনি কহিল, আমি সেই বটি। ১০ অতএব
তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি প্রকারে তো-
মার চক্ষু প্রসন্ন হইল? ১১ সে উত্তর করিয়া
কহিল, যীশু নামে এক ব্যক্তি কর্দ্দম প্রস্তুত করিয়া
আমার চক্ষুতে লেপন করিয়া আমাকে বলিলেন,
শীলোহ সরোবরে গিয়া প্রক্ষালন কর; তাহাতে
আমি সে স্থানে গিয়া প্রক্ষালন করিলে দৃষ্টি পা-
ইলাম। ১২ তখন তাহারা কহিল, সে ব্যক্তি কো-
থায়? সে বলিল, তাহা আমি জানি না।

১৩ অপর তাহারা ঐ পূর্ব্বান্ধ ব্যক্তিকে ফিরুশি-
দের নিকটে লইয়া গেল। ১৪ আর ঐ যে দিনে
যীশু কর্দ্দম করিয়া তাহার চক্ষু প্রসন্ন করিলেন,
সেই দিন বিশ্রামবার; ১৫ অপর ফিরুশিরাও তা-
হাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি রূপে দৃষ্টি পাইলা?
সে তাহাদিগকে কহিল, তিনি আমার চক্ষুতে কর্দ্দম
লেপন করিলেন, পরে আমি প্রক্ষালন করিয়া
দৃষ্টি পাইলাম। ১৬ তখন কএক জন ফিরুশী
বলিল, সে ব্যক্তি ঈশ্বরহইতে নয়, কেননা সে
বিশ্রামবার মানে না। আর কেহ ২ কহিল, পাপি
ব্যক্তি কি প্রকারে এমন আচর্য্য কর্ম্ম করিতে পারে?
এই রূপে তাহাদের পরস্পর ভিন্নবাক্যতা হইল।
১৭ পরে তাহারা পুনরায় সেই অন্ধকে কহিল, সে
তোমার চক্ষু প্রসন্ন করিল, ইহাতে তুমি তাহার বি-
ষয়ে কি বল? সে কহিল, তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা।

১৮ সে যে অন্ধ হইয়া দৃষ্টি পাইয়াছে, এ কথাতে
যিহূদীয়দের বিশ্বাস না হওয়াতে তাহারা ঐ দৃষ্টি-
প্রাপ্ত ব্যক্তির পিতামাতাকে ডাকিয়া ১৯ তাহাদি-
গকে জিজ্ঞাসা করিল, এ কি তোমাদের পুত্র, যা-
হাকে তোমরা জন্মান্ধ বল? তবে এখন কি প্রকারে
দেখিতে পায়? ২০ তাহাতে তাহার পিতামাতা
তাহাদিগকে উত্তর দিয়া কহিল, এ আমাদের পুত্র,
এবং জন্মাবধি অন্ধ, তাহা আমরা জানি; ২১ কিন্তু
এখন কি প্রকারে দেখিতে পায়, এবং কে বা
ইহার চক্ষু প্রসন্ন করিল, তাহা আমরা জানি না;
এ বয়ঃপ্রাপ্ত, ইহাকে জিজ্ঞাসা কর, আপনার কথা
আপনি বলিবে। ২২ তাহার পিতামাতা এই রূপ
কথা কহিল, তাহার কারণ এই যে যিহূদিগণকে
ভয় করিত; কেননা কেহ যদি তাঁহাকে অভিষিক্ত
ত্রাতা বলিয়া স্বীকার করে, তবে অব্যবহার্য্য হইবে,
যিহূদীয়েরা ইহা স্থির করিয়াছিল; ২৩ এই জন্যে
তাহার পিতামাতা কহিল, এ বয়ঃপ্রাপ্ত, ইহাকেই
জিজ্ঞাসা কর।

২৪ তখন তাহারা ঐ পূর্ব্বান্ধকে আর বার ডা-
কিয়া কহিল, ঈশ্বরের গুণানুবাদ কর; সে মনুষ্য
যে পাপী, তাহা আমরা জানি। ২৫ তখন সে
উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তিনি পাপী কি
না তাহা আমি জানি না; আমি অন্ধ ছিলাম,
এখন দেখিতে পাই, ইহামাত্র জানি। ২৬ তাহারা
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল, সে তোমার প্রতি কি করিয়া-
ছিল? কি প্রকারে তোমার চক্ষু প্রসন্ন করিল?
২৭ তাহাতে সে উত্তর করিল, এক বার তোমাদি-
গকে বলিয়াছি, তোমরা শুন নাই, তবে আর
বার শুনিতে চাহ কেন? তোমরাও কি তাঁহার শিষ্য
হইতে বাঞ্ছা কর? ২৮ তখন তাহারা তাহাকে
তিরস্কার করিয়া কহিল, তুই তাহার শিষ্য; আ-
মরা মূসার শিষ্য। ২৯ মূসার সঙ্গে ঈশ্বর আলাপ
করিয়াছেন তাহা জানি; কিন্তু এ কোথাকার লোক,
তাহা জানি না। ৩০ সে ব্যক্তি উত্তর করিয়া তাহা-
দিগকে কহিল, তিনি আমার চক্ষু প্রসন্ন করিয়া-
ছেন, তথাপি তিনি কোথাকার লোক, তাহা তো-
মরা জান না, এ আশ্চর্য্য বটে। ৩১ ঈশ্বর পাপি-
দের কথা শুনেন না, কিন্তু যে জন ঈশ্বরভক্ত
হইয়া তাঁহার ইষ্ট ক্রিয়া করে, তাহারই কথা শুনেন,
ইহা আমরা জানি। ৩২ কোন মনুষ্য জন্মান্ধকে চক্ষু
দিয়াছে, এমন কথা জগতের আরম্ভাবধি কেহ
কখনো শুনে নাই। ৩৩ সেই ব্যক্তি যদি ঈশ্বর-
হইতে না হইতেন, তবে কিছুই করিতে পারি-
তেন না। ৩৪ তাহারা উত্তর করিয়া তাহাকে
কহিল, পাপেতে তোর সর্ব্বাঙ্গ জন্মিয়াছে, তুই
কি আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছিস্? পরে তাহারা
তাহাকে অব্যবহার্য্য করিল।

৩৫ অনন্তর যিহূদীয়েরা সে ব্যক্তিকে অব্যবহার্য্য
করিয়াছে, এমত সংবাদ শুনিলে পর যীশু তাহার
সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি
কি ঈশ্বরের পুত্রেতে বিশ্বাস করিতেছ? ৩৬ তখন
সে উত্তর করিয়া কহিল, হে প্রভো, তিনি কে?
আমি যেন তাঁহাতে বিশ্বাস করি। ৩৭ তাহাতে
যীশু কহিলেন, তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ; তোমার
সহিত যিনি কথোপকথন করিতেছেন, তিনিই
সেই। ৩৮ তখন হে প্রভো, বিশ্বাস করি, ইহা

বলিয়া সে তাঁহাকে প্রণাম করিল। ৩৯ পরে যীশু
কহিলেন, যাহারা দেখে না তাহারা যেন দেখিতে
পায়, এবং যাহারা দেখে তাহারা যেন অন্ধ হয়,
এই রূপ বিচারার্থে আমি এ জগতে আসিয়াছি।
৪০ ইহা শুনিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তি কএক জন ফি-
রূশী তাঁহাকে কহিল, আমরাও কি অন্ধ? ৪১ যীশু
তাহাদিগকে কহিলেন, যদি অন্ধ হইতা, তবে তো-
মাদের পাপ থাকিত না; কিন্তু দেখিতে পাই-
তেছি, এই কথা বলাতে তোমাদের পাপ থাকে।

১০ অধ্যায়।

১ সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি,
যে জন দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট না হইয়া আর কোন
দিগে উঠিয়া মেষালয়ে প্রবেশ করে, সেই চোর
ও দস্যু। ২ এবং যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করে, সেই
মেষগনের পালক। ৩ তাহারই জন্যে দ্বারী দ্বার
খুলিয়া দেয়, এবং মেষগন তাহার রব শুনে;
এবং সে আপনার মেষ সকলকে স্ব ২ নামে ডা-
কিয়া বাহির করিয়া লইয়া যায়। ৪ আর আপ-
নার মেষগন বাহির করন সময়ে আপনি তাহাদের
অগ্রগামী হয়; তাহাতে মেষগন তাহার পশ্চাৎ ২
চলে, কারন তাহার রব জানে। ৫ কিন্তু কোন ক্রমে
পরের পশ্চাদ্গামী হইবে না, বরং তাহার নি-
কটহইতে পলায়ন করিবে; কারন পরকীয় লো-
কদের রব তাহারা জানে না।
৬ যীশু তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন,
কিন্তু তিনি কি কহিতেছেন, তাহা তাহারা বুঝিল
না। ৭ এ জন্যে যীশু পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কহি-
লেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি,
আমিই মেষালয়ের দ্বার। ৮ আমার অগ্রে যাহারা
আসিয়াছে, তাহারা সকলে চোর ও দস্যু, কিন্তু
মেষগন তাহাদের কথা শুনে নাই। ৯ আমিই
দ্বারস্বরূপ; আমা দিয়া যে কেহ প্রবেশ করে, সে
পরিত্রান পাইবে, এবং ভিতরে বাহিরে যাতায়াত
করিয়া চরানী পাইবে। ১০ আর যে জন চোর,
সে কেবল চুরি ও বধ ও বিনাশ করিবার নিমিত্তে
আইসে; কিন্তু আমি জীবন ও বাহুল্য দিতে
আসিয়াছি।
১১ আমি উত্তম মেষপালক; যে জন উত্তম
মেষপালক, সে মেষগনের নিমিত্তে আপন প্রান
সমর্পণ করে। ১২ কিন্তু যে জন মেষপালক নয়,
অর্থাৎ যাহার নিজের মেষ নহে, এমন যে বেতন-
গ্রাহী, সে কেন্দুয়াকে আসিতে দেখিলে মেষগনকে
ছাড়িয়া পলায়ন করে; তাহাতে কেন্দুয়া মেষদি-
গকে ধরিয়া ছিন্নভিন্ন করে। ১৩ বেতনগ্রাহী যে
পলায়ন করে তাহার কারন এই যে সে বেতন-
গ্রাহী, মেষদিগের প্রতি তাহার মমতা নাই।
১৪ আমিই উত্তম মেষপালক; পিতা আমাকে
যেমন জানেন, এবং আমি যেমন পিতাকে জানি,
তেমনি মদীয় সকলকেও জানি, এবং মদীয় সক-
লেও আমাকে জানে; ১৫ এবং মেষদিগের জন্যে
আমি আপন প্রান সমর্পণ করি। ১৬ আর এ আ-
লয়ের মেষ ভিন্ন আমার আরও মেষ আছে; সে
সকলকেও আমাকে আনিতে হইবে, এবং তাহারা
আমার রব শুনিবে, তাহাতে এক পাল ও এক
পালক হইবে। ১৭ আর আমার পিতা আমাকে
প্রেম করেন, কারন আমি আপন প্রান সমর্পণ
করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহন করি। ১৮ কেহ
আমাহইতে তাহা অপহরন করে না, আমি আ-
পনার ইচ্ছাতে তাহা সমর্পণ করি; তাহা সমর্পণ
করিতে আমার ক্ষমতা আছে, এবং পুনরায়
তাহা গ্রহন করিতেও আমার ক্ষমতা আছে; এই
আদেশ আপন পিতাহইতে পাইয়াছি।
১৯ এই কথাতে যিহূদীয়দের মধ্যে পুনরায়
ভিন্নবাক্যতা হইল। ২০ তাহাদের মধ্যে অনেকে
কহিল, এ ব্যক্তি ভূতগ্রস্ত ও উন্মত্ত, ইহার কথা
কেন শুনিতেছ? ২১ আর কেহ ২ বলিল, এ ভূত-
গ্রস্তের কথা নহে; ভূত কি অন্ধদিগের চক্ষু প্রসন্ন
করিতে পারে?
২২ পরে যিরূশালমে মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পর্ব্ব উপ-
স্থিত হইল। সেই সময়ে শীতকাল ছিল। ২৩ তখন
যীশু মন্দিরে সুলেমানের বারাণ্ডাতে গমনাগমন
করিতেছেন, ২৪ এমন সময়ে যিহূদীয়েরা তাঁ-
হাকে বেষ্টন করিয়া কহিল, আর কত কাল আ-
মাদের মনকে সন্দিগ্ধ করিয়া রাখিবা? যদি অভি-
ষিক্ত ত্রাতা বট, তবে স্পষ্ট করিয়া আমাদিগকে
বল। ২৫ তখন যীশু উত্তর করিলেন, আমি তো-
মাদিগকে বলিয়াছি, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর
না; আমার পিতার নামে যে ২ ক্রিয়া করিতেছি,
সেই ক্রিয়াই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। ২৬ কিন্তু
তোমরা আমার মেষগনের মধ্যে নহ, এ প্রযুক্ত
বিশ্বাস কর না। আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে কহি-
য়াছি, ২৭ আমার মেষগন আমার রব শুনে;
আর আমি তাহাদিগকে জানি, এবং তাহারা আ-
মার পশ্চাদ্গমন করে। ২৮ আমি তাহাদিগকে
অনন্ত জীবন দি; তাহারা কখনো বিনষ্ট হইবে
না, এবং কেহ আমার হস্তহইতে তাহাদিগকে
হরন করিবে না। ২৯ আমার পিতা যিনি তাহা-
দিগকে আমাকে দিয়াছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা
মহান্; কেহ আমার পিতার হস্তহইতে তাহাদি-
গকে হরন করিতে পারে না। ৩০ আমি এবং
পিতা উভয়ই এক। ৩১ তাহাতে যিহূদীয়েরা পুন-
র্ব্বার তাঁহাকে মারিতে প্রস্তর তুলিল। ৩২ যীশু
তাহাদিগকে উত্তর দিলেন, আমার পিতাহইতে
অনেক সৎকর্ম্ম তোমাদের সাক্ষাতে প্রকাশ করি-
য়াছি, তাহার কোন্ কর্ম্মের নিমিত্তে আমাকে
প্রস্তরাঘাত কর? ৩৩ যিহূদীয়েরা তাঁহাকে এই
উত্তর দিল, সৎকর্ম্মের নিমিত্তে নহে, কিন্তু ঈশ্বর-
নিন্দার নিমিত্তে, বিশেষতঃ তুমি মানুষ হইয়া
আপনাকে ঈশ্বর করিয়া মান, এই জন্যে তো-

মাকে প্রস্তরাঘাত করি। ৩৪ তখন যীশু উত্তর করি-
লেন, “ আমি কহিলাম, তোমরা ঈশ্বরগণ,” এই
বচন তোমাদের শাস্ত্রে কি লিখিত নাই? ৩৫ যা-
হাদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হইত,
তাহাদিগকে যদি ঈশ্বরগণ বলা যায়, এবং ধর্ম্ম-
গ্রন্থের লোপ হইতে না পারে, ৩৬ তবে আমি ঈশ্ব-
রের পুত্র, আমার এই কথা প্রযুক্ত তোমরা পিতা-
কর্তৃক পবিত্রীকৃত ও জগতে প্রেরিত ব্যক্তিকে
কি প্রকারে ঈশ্বরনিন্দক করিয়া বল? ৩৭ আমার
পিতার কর্ম্ম যদি আমি না করি, তবে আমাতে
প্রত্যয় করিও না। ৩৮ কিন্তু যদি করি, তবে আ-
মাতে প্রত্যয় না করিলেও কার্য্যেতে প্রত্যয় কর;
তাহাতে পিতা যে আমাতে আছেন, এবং আমি
যে তাঁহাতে আছি, ইহা জ্ঞাত হইয়া বিশ্বাস করিবা।
৩৯ তখন তাহারা পুনর্ব্বার তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা
করিল, কিন্তু তিনি তাহাদের হস্তহইতে রক্ষা পা-
ইলেন। ৪০ অনন্তর তিনি আর বার যর্দ্দন নদীর
পারে, যে স্থানে যোহন পূর্ব্বে অবগাহন করাইত,
সেই স্থানে গিয়া বাস করিলেন। ৪১ তাহাতে
অনেকে তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, যোহন
কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম করে নাই, কিন্তু এ ব্যক্তির
বিষয়ে যোহন যে ২ কথা কহিয়াছিল, সে সকলই
সত্য; ৪২ আর সে স্থানে অনেকে তাঁহাতে বি-
শ্বাস করিল।

১১ অধ্যায়।

১ পরে মরিয়ম্ ও তাহার ভগিনী মার্থা যে বৈ-
থনিয়া গ্রামে বাস করে, সেই গ্রামস্থ ইলিয়াসর্
নামে এক জন পীড়িত ছিল। ২ উক্ত মরিয়ম্ সেই
যে প্রভুকে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া আপন কেশ
দিয়া তাঁহার চরণ মুছিয়া দিল; এবং ঐ পীড়িত
ইলিয়াসর তাহার ভ্রাতা। ৩ অপর তাহার ভগি-
নীরা যীশুর নিকটে এই কথা কহিয়া পাঠাইল,
হে প্রভো, দেখুন, আপনি যাহাকে প্রেম করেন,
সে পীড়িত আছে। ৪ তখন যীশু এ সমাচার
শুনিয়া কহিলেন, এ পীড়া মৃত্যুর নিমিত্তে হইল
না, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমার নিমিত্তে, অর্থাৎ ঈশ্ব-
রের পুত্রের মহিমা যেন তাহাদ্বারা প্রকাশ পায়।
৫ যীশু ঐ মার্থাকে ও তাহার ভগিনীকে এবং
ইলিয়াসরকে প্রেম করিতেন, ৬ তত্রাপি তাহার
পীড়ার কথা শুনিয়া যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে
আর দুই দিবস রহিলেন।
৭ সেই দুই দিনের পরে তিনি শিষ্যদিগকে
কহিলেন, আইস, আমরা পুনর্ব্বার যিহূদাদেশে
যাই। ৮ তাহাতে শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিল, হে
গুরো, অল্প দিন হইল যিহূদীয়েরা আপনাকে
প্রস্তরাঘাত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তথাচ কি
আর বার সে স্থানে যাইবেন? ৯ যীশু উত্তর
করিলেন, দিবস কি বারো ঘড়ি নয়? দিবসে
গমন করিলে কেহ উছোট খায় না, কেননা সে
এই জগতের দীপ্তি দেখে। ১০ কিন্তু রাত্রিতে গমন
করিলে উছোট খায়, যেহেতুক তাহার দীপ্তি নাই।
১১ এই কথা কহিলে পরে তিনি তাহাদিগকে কহি-
লেন, আমাদের বন্ধু ইলিয়াসর্ নিদ্রাগত হইয়াছে,
কিন্তু আমি নিদ্রাহইতে তাহাকে জাগ্রৎ করিতে
যাইতেছি। ১২ তাহাতে তাঁহার শিষ্যেরা কহিল,
হে গুরো, সে যদি নিদ্রিত হইয়া থাকে, তবে রক্ষা
পাইবে। ১৩ যীশু তাহার মৃত্যুর বিষয়ে সেই কথা
কহিয়াছিলেন, কিন্তু সামান্য নিদ্রার বিষয়ে তিনি
কহিয়াছিলেন, তাহাদের এমন বোধ হইয়াছিল।
১৪ অতএব যীশু তখন স্পষ্টরূপে তাহাদিগকে
কহিলেন, ইলিয়াসর মরিয়াছে; ১৫ কিন্তু আমি
সে স্থানে ছিলাম না, ইহাতে তোমাদের নিমিত্তে,
অর্থাৎ তোমরা বিশ্বাস করিবা, এই নিমিত্তে আ-
নন্দ করিতেছি; তথাপি আইস, আমরা তাহার
কাছে যাই। ১৬ তখন থোমা, অর্থাৎ দিদুমঃ
(জমক্,) আপনার সঙ্গি শিষ্যদিগকে কহিল,
চল, আমরাও যাইয়া তাঁহার সঙ্গে মরি। ১৭ অত-
এব যীশু আসিয়া চারি দিনাবধি কবরস্থ ইলিয়া-
সরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ১৮ আর বৈথ-
নিয়া যিরূশালমের নিকটবর্ত্তী, কেবল এক ক্রোশ-
মাত্র দূর, ১৯ এবং মার্থাকে ও মরিয়মকে ভ্রাতৃ-
শোক সান্ত্বনা করিতে অনেক যিহূদীয়েরা তাহাদের
বাটীতে আসিয়াছিল।
২০ অনন্তর মার্থা যীশুর আগমনের সংবাদ
পাইবামাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল,
কিন্তু মরিয়ম গৃহে বসিয়া রহিল। ২১ অপর মার্থা
যীশুকে কহিল, হে প্রভো, আপনি যদি এ স্থানে
থাকিতেন, তবে আমার ভ্রাতা মরিত না। ২২ কিন্তু
এখনও আমি জানি, আপনি ঈশ্বরের কাছে যে
কিছু প্রার্থনা করিবেন, তাহা ঈশ্বর আপনাকে
দিবেন। ২৩ যীশু কহিলেন, তোমার ভ্রাতা উঠিবে।
২৪ মার্থা তাঁহাকে কহিল, শেষদিনে পুনরুত্থান
সময়ে সে উঠিবে, তাহা জানি। ২৫ তখন যীশু
তাহাকে কহিলেন, আমি উত্থিতি ও জীবন। যে
কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত
হইবে; ২৬ এবং যে কেহ জীবিত হইয়া আমাতে
বিশ্বাস করে, সে কখনো মরিবে না, ইহা কি বি-
শ্বাস কর? ২৭ সে কহিল, হাঁ প্রভো। এই জগতে
যাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হয়, আপনি সেই ঈশ্ব-
রের পুত্র খ্রীষ্ট, এমন বিশ্বাস করিতেছি। ২৮ ইহা
বলিয়া সে যাইয়া আপন ভগিনী মরিয়মকে গো-
পনে ডাকিয়া কহিল, গুরু উপস্থিত হইয়াছেন,
এবং তোমাকে ডাকিতেছেন। ২৯ এ কথা শুনিয়া
সে ত্বরায় উঠিয়া তাঁহার নিকটে গেল। ৩০ তখন
যীশু গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই; যে স্থানে
মার্থা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, সেই
স্থানে ছিলেন। ৩১ আর যে যিহূদীয়েরা মরিয়মের
সহিত গৃহে থাকিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছিল,
তাহারা তাহাকে শীঘ্র উঠিয়া বাহিরে যাইতে
দেখিয়া, সে কবরস্থানে রোদন করিতে যাইতেছে

ইহা বলিয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। ৩২ পরে
যে স্থানে যীশু ছিলেন, মরিয়ম্ সে স্থানে উপস্থিত
হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া
বলিল, হে প্রভো, আপনি যদি এ স্থানে থাকি-
তেন, তবে আমার ভ্রাতা মরিত না। ৩৩ যীশু তা-
হাকে এবং তাহার সঙ্গে আগত যিহূদীয়দিগকে
রোদন করিতে দেখিয়া আত্মাতে শোকার্ত্ত ও
উদ্বিগ্ন হইয়া ৩৪ কহিলেন, তাহাকে কোথায় রা-
খিয়াছ? তাহারা কহিল, হে প্রভো, আসিয়া
দেখুন। ৩৫ যীশু অশ্রুপাত করিলেন। ৩৬ অত-
এব যিহূদীয়েরা কহিল, দেখ, ইনি তাহাকে কেমন
প্রেম করিতেন। ৩৭ এবং তাহাদের কেহ২ বলিল,
এই যে ব্যক্তি অন্ধকে চক্ষু দিলেন, ইনি কি উহার
মৃত্যু নিবারণ করিতে পারিতেন না? ৩৮ তাহাতে
যীশু পুনর্ব্বার অন্তরে শোকার্ত্ত হইয়া কবরের
নিকটে আইলেন; সেই কবর একটা গহ্বর, এবং
তাহার মুখেতে এক খান প্রস্তর ছিল। ৩৯ তখন
যীশু কহিলেন, এই প্রস্তর সরাইয়া দেও। তাহাতে
মৃত ব্যক্তির ভগিনী মার্থা কহিল, হে প্রভো, এখন
তাহাতে দুর্গন্ধ হইয়া থাকিবে, কেননা অদ্য চারি
দিন হইল কবরে আছে। ৪০ যীশু তাহাকে কহি-
লেন, যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা দে-
খিতে পাইবা, এ কথা কি তোমাকে কহি নাই?
৪১ তখন তাহারা মৃত ব্যক্তির কবরহইতে প্রস্তর
সরাইলে যীশু ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হে
পিতঃ, আমার নিবেদন শুনিয়াছ, এই জন্যে তো-
মার ধন্যবাদ করি। ৪২ আর তুমি সতত আমার
কথা শুনিয়া থাক, তাহা আমি জানি; কিন্তু নি-
কটে দণ্ডায়মান এই সকল লোকদের নিমিত্তে,
অর্থাৎ তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহা
যেন তাহারা বিশ্বাস করে, তন্নিমিত্তে এই কথা
কহিলাম। ৪৩ ইহা বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডা-
কিলেন, হে ইলিয়াসর, বাহিরে আইস। ৪৪ তা-
হাতে সে মৃত লোক বাহিরে আইল। কিন্তু তা-
হার চরণ ও হস্ত কবরবস্ত্রে বন্ধ ও মুখ গাত্র-
মার্জনীতে আচ্ছাদিত ছিল। যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, বন্ধন সকল মুক্ত করিয়া ইহাকে গমন
করিতে দেও। ৪৫ তখন মরিয়মের নিকটে আ-
গত যিহূদীয় লোকদের মধ্যে অনেকে যীশুর
এই কর্ম্ম দেখিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিল; ৪৬ কিন্তু
অন্য কেহ২ ফিরূশিদের নিকটে গিয়া যীশুর
এই কর্ম্মের সংবাদ দিল।

৪৭ পরে প্রধান যাজকগণ ও ফিরূশিবর্গ সভা
করিয়া বলিল, আমরা কি করিব? সেই মনুষ্য
অনেক২ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতেছে; ৪৮ যদি তা-
হাকে থাকিতে দি, তবে তাবৎ লোক তাহাতে
বিশ্বাস করিবে; এবং রোমীয় লোকেরা আ-
সিয়া আমাদের ভূমি ও জাতি হস্তগত করিবে।
৪৯ তখন তাহাদের মধ্যে কিয়ফা নামে যে ব্যক্তি
সেই বৎসরে মহাযাজকের পদে নিযুক্ত ছিল,
সে তাহাদিগকে কহিল, তোমরা কিছুই বুঝ না;
৫০ আর সমস্ত জাতির বিনাশ অপেক্ষা বরঞ্চ
লোকদের নিমিত্তে এক জনের মরণ আমাদের
পক্ষে ভাল, ইহাও বিবেচনা কর না। ৫১ এই
কথা সে নিজ বুদ্ধিতে বলিল, তাহা নয়; কিন্তু
সেই বৎসরের মহাযাজক হওয়াতে সে ভবিষ্য-
দ্বক্তৃরূপে এই কথা কহিল, যে সেই জাতির নি-
মিত্তে যীশুকে মরিতে হইবে। ৫২ আর কেবল
সেই জাতির নিমিত্তে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ছিন্ন-
ভিন্ন সন্তানদিগকে একত্র করিয়া একীকরণার্থেও
(তাঁহাকে মরিতে হইল)। ৫৩ অতএব সেই দিনা-
বধি তাহারা তাঁহাকে বধ করিবার মন্ত্রণা করিল।
৫৪ এই জন্যে যীশু যিহূদীয়দের মধ্যে প্রকাশ-
রূপে আর গতায়াত না করিয়া তথাহইতে প্রান্ত-
রের নিকটবর্ত্তি প্রদেশের ইফ্রয়িম্ নামক নগরে
গিয়া আপন শিষ্যদের সহিত কাল যাপন
করিতে লাগিলেন।

৫৫ পরে যিহূদীয়দের নিস্তারপর্ব্ব সন্নিকট হইলে
ঐ পর্ব্বের পূর্ব্বে আপনাদিগকে শুচি করিবার জন্যে
অনেকে পল্লীগ্রামহইতে যিরূশালমে উপস্থিত
হইল; ৫৬ তাহারা যীশুর অন্বেষণ করিত, এবং
মন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পর কহিত, তোমা-
দের কেমন বোধ হয়, তিনি কি এই পর্ব্বে আ-
সিবেন না? ৫৭ আর তিনি কোথায় আছেন,
তাহা যদি কেহ জানে, তবে দেখাইয়া দিউক,
প্রধান যাজকেরা ও ফিরূশিবর্গ তাঁহাকে ধরিবার
নিমিত্তে পূর্ব্বে এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিল।

১২ অধ্যায়।

১ অপর নিস্তারপর্ব্বের ছয় দিন পূর্ব্বে যীশু
যে ইলিয়াসরকে মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপন
করিয়াছিলেন, তাহার বাসস্থান বৈথনিয়া গ্রামে
আইলেন। ২ সে স্থানে তাঁহার নিমিত্তে রাত্রিতে
ভোজ প্রস্তুত হইলে মার্থা পরিচর্য্যা করিল, এবং
তাঁহার সঙ্গি ভোজনকারিদের মধ্যে ইলিয়াসর
এক জন ছিল। ৩ তখন মরিয়ম্ অর্দ্ধসের বহু-
মূল্য প্রকৃত জটামাংসীর আতর আনিয়া যীশুর
চরণে মর্দ্দন করিয়া আপন কেশদ্বারা মুছিতে
লাগিল; তাহাতে আতরের সৌরভেতে গৃহ আ-
মোদিত হইল। ৪ তখন তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে
এক জন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরে তাঁহাকে শত্রু-
হস্তে সমর্পণ করিল সেই শিমোনের পুত্র ঈষ্ক-
রিয়োতীয় যিহূদা কহিল, ৫ এই আতর কেন তিন
শত সিকিতে বিক্রীত হইল না? এবং তাহার মূল্য
দরিদ্রদিগকে কেন দেওয়া গেল না? ৬ সে যে
দরিদ্র লোকদের জন্যে চিন্তা করিয়া এই কথা
কহিল, তাহা নয়; কিন্তু সে নিজে চোর, আর তা-
হার নিকটে টাকার থলী থাকাতে তন্মধ্যে যাহা
দেওয়া যাইত, তাহা হরণ করিত, এই জন্যে
কহিল। ৭ তখন যীশু কহিলেন, উহাকে থাকিতে

দেও, আমার কবর দেওনের দিনের নিমিত্তে সে
তাহা রাখিয়াছিল। ৮ কেননা তোমাদের নিকটে
দরিদ্রেরা সতত থাকে, কিন্তু আমি সতত থাকি না।
৯ পরে যীশু তথায় আছেন, ইহা জানিতে
পাইয়া অনেক ২ যিহূদীয়েরা সেই স্থানে আ-
ইল; কেবল যীশুর নিমিত্তে আইল তাহা নয়,
কিন্তু যাহাকে তিনি মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থা-
পন করিয়াছিলেন, সেই ইলিয়াসরকেও দেখি-
বার নিমিত্তে। ১০ আর প্রধান যাজকেরা ইলিয়া-
সরকেও বধ করিতে মন্ত্রণা করিল, ১১ কেননা
তাহারই নিমিত্তে অনেক যিহূদি লোক যাওয়াতে
যীশুতে বিশ্বাস করিতে লাগিল।
১২ পরদিনে যীশু যিরূশালমে আসিতেছেন,
ইহা শুনিতে পাইয়া পর্ব্বে আগত অনেক ২ লোক
১৩ খর্জ্জূর পত্রাদি লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ
করিতে বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিতে
লাগিল, ধন্য ইস্রায়েলের রাজা যিনি পরমেশ্বরের
নামে আসিতেছেন। ১৪ তখন “হে সিয়োনের
“কন্যে, ভয় করিও না, দেখ, তোমার রাজা গর্দ্দ-
“ভীর শাবকারূঢ় হইয়া আসিবেন,” ১৫ শাস্ত্রের
এই বচনানুসারে যীশু এক যুবগর্দ্দভকে পাইয়া
তদুপরি বসিলেন। ১৬ আর প্রথমে তাঁহার শি-
ষ্যেরা এই ঘটনার তাৎপর্য্য বুঝিল না, কিন্তু
যীশু মহিমা প্রাপ্ত হইলে পরে এই কথা যে তাঁ-
হার বিষয়ে লিখিত ছিল, এবং লোকেরা তাঁহার
প্রতি এই কর্ম্ম করিয়াছিল, ইহা তাহাদের স্মরণ
হইল। ১৭ আর তাঁহার সহগামি লোকসমূহ তাঁ-
হার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিল, ইনি ইলিয়াসরকে
কবরহইতে আসিতে ডাকিলেন ও মৃতগণের মধ্য-
হইতে উত্থাপন করিলেন। ১৮ এবং তিনি সেই
আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা লোকেরা শুনি-
য়াছিল, এই কারণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে
আসিয়াছিল। ১৯ তাহাতে ফিরূশিরা পরস্পর
কহিতে লাগিল, তোমাদের তাবৎ চেষ্টা বৃথা হই-
তেছে, তাহা কি বুঝ না? দেখ, জগৎসংসার
তাহার পশ্চাদ্গামী হইল।
২০ অপর ভজনা করণার্থে পর্ব্বে আগত লো-
কদের মধ্যে কএক জন গ্রীক লোক ছিল। ২১ তা-
হারা গালীলীয় বৈৎসৈদা নিবাসি ফিলিপের
নিকটে আসিয়া কহিল, হে মহাশয়, আমরা যী-
শুকে দেখিতে বাঞ্ছা করি। ২২ তাহাতে ফিলিপ
যাইয়া আন্দ্রিয়কে কহিল, পরে আন্দ্রিয় ও ফি-
লিপ যীশুকে সংবাদ দিল। ২৩ তখন যীশু তাহা-
দিগকে এই উত্তর দিলেন, মনুষ্যপুত্রের মহিমা
প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইল। ২৪ সত্য সত্য,
আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, গোমের বীজ
মৃত্তিকায় পড়িয়া যদি না মরে, তবে একমাত্র
থাকে, কিন্তু যদি মরে, তবে বহুগুণ ফল ধরে।
২৫ যে জন আপন প্রাণকে প্রিয় জ্ঞান করে, সে
তাহা হারাইবে; কিন্তু যে জন ইহলোকে আপন
প্রাণকে অপ্রিয় জ্ঞান করে, সে অনন্ত জীবনের
নিমিত্তে তাহা রক্ষা করিবে। ২৬ কেহ যদি আ-
মার পরিচর্য্যা স্বীকার করে, তবে সে আমার
পশ্চাদ্গামী হউক; তাহাতে আমি যে স্থানে
থাকি, আমার পরিচারকও সেই স্থানে থাকিবে;
এবং যে জন আমার পরিচর্য্যা করে, আমার
পিতা তাহার সম্ভ্রম করিবেন।
২৭ সম্প্রতি আমার মন উদ্বিগ্ন হইতেছে, অত-
এব হে পিতঃ, এই সময়হইতে আমাকে রক্ষা কর,
ইহা কি কহিব? কিন্তু এই সময়ের নিমিত্তে আমি
অবতীর্ণ হইয়াছি। ২৮ হে পিতঃ, আপন নামের
মহিমা প্রকাশ কর। তাহাতে স্বর্গহইতে এই বাণী
আইল, ‘আমি তাহার মহিমা প্রকাশ করিয়াছি,
পুনর্ব্বারও প্রকাশ করিব।’ ২৯ এমন রব শুনিয়া
দণ্ডায়মান লোকদের কেহ২ বলিল, মেঘগর্জ্জন
হইল; আর কেহ ২ বলিল, কোন স্বর্গদূত ইহাঁর
সহিত কথা কহিল। ৩০ তখন যীশু উত্তর করি-
লেন, ঐ শব্দ আমার নিমিত্তে হইল না, কিন্তু
তোমাদেরই নিমিত্তে। ৩১ এখন এ জগতের বিচার
হইতেছে, এখন এই জগৎপতি বহিষ্কৃত হইবে।
৩২ আর ভূমিহইতে ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইলে আমি
সকলকে আপনার নিকটে আকর্ষণ করিব।
৩৩ তিনি কি প্রকার মৃত্যু ভোগ করিবেন, তাহা
বুঝাইবার নিমিত্তে এই কথা কহিলেন। ৩৪ তখন
লোকেরা কহিল, অভিষিক্ত ত্রাতা অনন্ত কাল থা-
কেন, ইহা আমরা ব্যবস্থাগ্রন্থহইতে শুনিয়াছি;
তবে মনুষ্যপুত্রকে উত্থাপিত হইতে হইবে, এমন
কথা কি প্রকারে বলিতেছ? সেই মনুষ্যপুত্র কে?
৩৫ তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আর অল্প
কালমাত্র দীপ তোমাদের সঙ্গে আছে; দীপ থা-
কিতে গমন কর, নতুবা অন্ধকারে মগ্ন হইবা; যে
জন অন্ধকারে গমন করে সে কোথায় যায় তাহা
জানে না। ৩৬ অতএব তোমরা যেন দীপ্তির সন্তান
হও, এই জন্যে তোমাদের নিকটে দীপ থাকিতে
সেই দীপে বিশ্বাস কর। এই কথা বলিয়া যীশু
প্রস্থান করিয়া তাহাদের হইতে আপনাকে গুপ্ত
করিলেন।
৩৭ যদ্যপি তিনি তাহাদের সাক্ষাতে এত আ-
শ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তথাচ তাহারা তাঁহাতে
বিশ্বাস করিল না। ৩৮ ইহাতে যিশায়িয় ভবিষ্য-
দ্বক্তার এই বাক্য সফল করা গেল, যথা, “হে
“পরমেশ্বর, আমাদের বার্ত্তা শুনিয়া কে বিশ্বাস
“করিল? ও পরমেশ্বরের বাহু কাহার প্রতি
“প্রকাশিত হইল?” ৩৯ এই কারণ তাহারা
বিশ্বাস করিতে পারিল না, যেহেতুক আর এক
স্থানে যিশায়িয় কহিয়াছে, যথা, “৪০ তাহারা
“চক্ষুতে দেখিয়া ও অন্তঃকরণে বুঝিয়া মন ফি-
“রাইলে আমি যেন তাহাদিগকে সুস্থ না করি,
“এই নিমিত্তে তিনি তাহাদের চক্ষু অন্ধ করিয়া-
“ছেন, ও তাহাদের বুদ্ধি স্থূল করিয়াছেন।”

৪১ যিশায়িয় যখন তাঁহার মহিমা দেখিয়া তাঁহার
বিষয়ে কথা কহিল, তখন ইহা কহিয়াছিল।
৪২ তথাপি অধ্যক্ষদের মধ্যে অনেকে তাঁহাতে
বিশ্বাস করিল; কিন্তু যেন অব্যবহার্য্য না হয়,
এই অভিপ্রায়ে ফিরূশিদের ভয়ে তাঁহাকে স্বীকার
করিল না; ৪৩ কেননা ঈশ্বরের প্রশংসা অপেক্ষা
তাহারা মনুষ্যদের প্রশংসা ভাল বাসিত।

৪৪ তখন যীশু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, যে জন
আমাতে বিশ্বাস করে, সে আমাতে বিশ্বাস করে
তাহা নয়, কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তাতেই বিশ্বাস
করে; ৪৫ এবং যে জন আমাকে দর্শন করে,
সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকেই দর্শন করে। ৪৬ যে
কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, সে যেন অন্ধকারে
না থাকে, এই জন্যে আমি দীপস্বরূপ হইয়া এই
জগতে আসিয়াছি। ৪৭ আমার কথা শুনিয়া যে
জন বিশ্বাস না করে, তাহাকে আমি দোষী করি
না, যেহেতুক আমি জগতের দোষ স্থির করিতে
আসি নাই, কিন্তু জগতের পরিত্রাণ করিতে আ-
সিয়াছি। ৪৮ যে কেহ আমাকে অশ্রদ্ধা করে,
এবং আমার কথা অগ্রাহ্য করে, তাহার দোষ
অন্যে নিশ্চয় করিবে; ফলতঃ যে কথা আমি
কহিয়াছি, সেই কথা শেষদিনে তাহাকে দোষী
করিবে। ৪৯ যেহেতুক আমি আপনাহইতে কিছু
কহি নাই; কি ২ কহিতে হয় ও কি ২ উপদেশ
দিতে হয়, তাহা আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতা আ-
মাকে আজ্ঞা করিয়াছেন। ৫০ আর তাঁহার সেই
আজ্ঞা অনন্ত জীবনদায়ক, তাহা আমি জানি,
অতএব আমি যে কিছু কহি, তাহা পিতা যেমন
আজ্ঞা করিয়াছেন, তেমনি কহি।

১৩ অধ্যায়।

১ অপর নিস্তারপর্ব্বের পূর্ব্বে যীশু এই জগৎ-
হইতে পিতার কাছে আপনার গমন সময় সন্নি-
কট জানিয়া এই জগন্নিবাসি আপনার যে আত্মীয়
লোকদিগকে প্রেম করিতেন, তাহাদিগকে শেষ
পর্য্যন্ত প্রেম করিলেন। ২ বিশেষতঃ রাত্রিভো-
জের সময়ে শিমোনের পুত্র ঈষ্করিয়োতীয় যিহূ-
দার অন্তঃকরণে তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবার
মনস্থ শয়তানকর্ত্তৃক জাত হইলে পরে ৩ যীশু
ভোজহইতে উঠিলেন, এবং পিতা আমার হস্তে
সমস্তই সমর্পণ করিয়াছেন, আর আমি ঈশ্বরের
নিকটহইতে আসিয়াছি এবং ঈশ্বরের নিকটে
যাইতেছি, এ সকল জ্ঞাত হইয়াও ৪ তিনি বস্ত্র
খুলিয়া এক খান গামছা লইয়া তদ্দ্বারা আ-
পনার কটি বন্ধন করিলেন। ৫ পরে প্রক্ষালন-
পাত্রে জল ঢালিয়া শিষ্যদের পাদ প্রক্ষালন
করিয়া ঐ কটিবন্ধনের গাত্রমার্জনীদ্বারা মুছিতে
লাগিলেন। ৬ তাহাতে শিমোন্ পিতরের নিকটে
আইলে সে তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, আপনি
কি আমার পাদ প্রক্ষালন করিবেন? ৭ যীশু
তাহাকে উত্তর দিয়া কহিলেন, আমি যাহা করি-
তেছি, তাহা সম্প্রতি জান না, কিন্তু ইহার পরে
জানিবা। ৮ তাহাতে পিতর কহিল, আপনি কখ-
নও আমার পাদ প্রক্ষালন করিতে পাইবেন না।
যীশু তাহাকে উত্তর দিয়া কহিলেন, যদি তোমার
প্রক্ষালন না করি, তবে আমাতে তোমার কোন
অংশ নাই। ৯ তখন শিমোন্ পিতর কহিল,
হে প্রভো, তবে কেবল পাদ নয়, আমার হস্ত
ও মস্তকও প্রক্ষালন করুন। ১০ তাহাতে যীশু
তাহাকে কহিলেন, যে জন স্নান করিয়াছে, তা-
হার সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কৃত হওয়াতে পাদ প্রক্ষালন
ব্যতিরেকে অন্য প্রক্ষালনের প্রয়োজন নাই;
আর তোমরা পরিষ্কৃত আছ, কিন্তু সকলে নহ।
১১ কেননা যে জন তাঁহাকে শত্রুহস্তগত করিবে,
তাহাকে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। এই জন্যে কহি-
লেন, তোমরা সকলে পরিষ্কৃত নহ।

১২ এই প্রকারে তাহাদের পাদ প্রক্ষালন করিলে
পরে তিনি নিজ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার
ভোজে বসিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তো-
মাদের প্রতি কি কর্ম্ম করিলাম, তাহা জান?
১৩ তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু করিয়া বলিয়া
থাক; আর তাহা ভালই বল, কেননা আমি সেই
বটি। ১৪ আমি প্রভু ও গুরু হইয়া যদি তোমা-
দের পাদ প্রক্ষালন করিলাম, তবে তোমাদেরও
পরস্পর পাদ প্রক্ষালন করা উচিত। ১৫ আমি
তোমাদের প্রতি যেমন করিয়াছি, তোমরাও যেন
তদ্রূপ কর, এই জন্যে তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দে-
খাইলাম। ১৬ সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে
কহিতেছি, কর্ত্তাহইতে দাস বড় নয়, এবং প্রে-
রকহইতে প্রেরিত বড় নয়। ১৭ এই সকল যদি
জান, তবে তাহা করিলে ধন্য হইবা। ১৮ তোমা-
দের সকলের বিষয়ে আমি ইহা কহিতেছি তাহা
নয়; আমি যাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছি
তাহাদিগকে জানি; কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকের এই বাক্য
সফল হওয়া আবশ্যক, যথা, "যে জন আমার
"রুটী আহার করে, সে আমার বিরুদ্ধে পাদ-
"মূল উঠায়।" ১৯ ইহা যখন ঘটিবে, তখন
আমি যে সেই ব্যক্তি, এমন বিশ্বাস যেন তোমা-
দের হয়, এই জন্যে ঘটনের পূর্ব্বে এখন তোমা-
দিগকে জানাইলাম। ২০ সত্য সত্য, আমি তো-
মাদিগকে কহিতেছি, যে জন আমার প্রেরিত
লোককে গ্রাহ্য করে, সে আমাকেই গ্রাহ্য করে,
আর যে কেহ আমাকে গ্রাহ্য করে, সে আমার
প্রেরণকর্ত্তাকে গ্রাহ্য করে।

২১ এই কথা কহিয়া যীশু মনে উদ্বিগ্ন হইয়া
প্রমাণ দিয়া কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমা-
দিগকে কহিতেছি, তোমাদের এক জন আমাকে
শত্রুহস্তগত করিবে। ২২ তাহাতে তিনি কাহার
কথা কহিলেন, শিষ্যেরা তদ্বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া
পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল। ২৩ তখন

যে শিষ্য যীশুর প্রিয়তম, সে তাঁহার বক্ষঃস্থলে
গাত্র দিয়া উপবিষ্ট ছিল। ২৪ অতএব তিনি কা-
হার বিষয়ে কহিতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে
শিমোন্ পিতর ইঙ্গিতদ্বারা সেই শিষ্যকে প্রবৃত্তি
দিল। ২৫ তাহাতে সে যীশুর বক্ষঃস্থলে হেলান
দিয়া জিজ্ঞাসিল, হে প্রভো, সে কোন্ ব্যক্তি?
২৬ যীশু উত্তর করিলেন, এই খণ্ড রুটী ডুবাইয়া
যাহাকে দিব, সেই। পরে তিনি রুটীখণ্ড ডুবাইয়া
শিমোনের পুত্র ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদাকে দিলেন।
২৭ সেই খণ্ড পাইলে পরে শয়তান তাহাতে
প্রবেশ করিল; তখন যীশু তাহাকে কহিলেন,
যাহা করিবা, তাহা শীঘ্র কর। ২৮ কিন্তু তিনি কি
ভাবে এ কথা কহিলেন, তাহা ভোজে উপবিষ্ট
লোকদের মধ্যে কেহ জানিল না; ২৯ বরঞ্চ যিহূ-
দার কাছে টাকার থলী থাকাতে কেহ বোধ
করিল, যীশু তাহাকে পর্ব্বের নিমিত্তে প্রয়ো-
জনীয় কোন সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিতে, কিম্বা
দরিদ্রদিগকে কিছু বিতরণ করিতে বলিলেন।
৩০ অতএব রুটীখণ্ড গ্রহণ করিবামাত্র সেই ব্যক্তি
বাহিরে গেল; তখন রাত্রি হইয়াছিল।

৩১ সে বাহিরে গেলে পর যীশু কহিলেন,
এখন মনুষ্যপুত্রের মহিমা প্রকাশ পাইল, এবং
তাঁহার দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ পাইল।
৩২ যদি তাঁহার দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ
পাইয়া থাকে, তবে ঈশ্বরও আপনার দ্বারা তাঁ-
হার মহিমা প্রকাশ করিবেন, ও শীঘ্রই প্রকাশ
করিবেন। ৩৩ হে বৎস সকল, আর কিঞ্চিৎ কাল-
মাত্র আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা
আমার অন্বেষণ করিবা, কিন্তু আমি যেমন যিহূ-
দীয়দিগকে কহিয়াছিলাম, তদ্রূপ এখন তোমা-
দিগকেও কহিতেছি, যে স্থানে যাইতেছি, সে
স্থানে তোমরা যাইতে পার না। ৩৪ তোমরা
পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তোমাদিগকে
প্রেম করিয়াছি, তোমরাও পরস্পর তদ্রূপ প্রেম
কর, এই এক নূতন আজ্ঞা তোমাদিগকে দি-
তেছি। ৩৫ যদি পরস্পর প্রেম কর, তবে তাহার
দ্বারা তোমরা যে আমার শিষ্য, ইহা সকলে
জানিতে পারিবে।

৩৬ শিমোন্ পিতর তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো,
আপনি কোথায় যাইতেছেন? তাহাতে যীশু উত্তর
করিলেন, আমি যে স্থানে যাইতেছি, সেই স্থানে
তুমি সম্প্রতি আমার পশ্চাদ্গমন করিতে পার
না, কিন্তু পরে আমার পশ্চাদ্গমন করিবা।
৩৭ তখন পিতর প্রত্যুত্তর করিল, হে প্রভো,
সম্প্রতি কি জন্যে তোমার পশ্চাদ্গমন করিতে
পারি না? তোমার নিমিত্তে আমি প্রাণ দিব।
৩৮ তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, আমার জন্যে
তুমি প্রাণ দিবা? সত্য সত্য, আমি তোমাকে
কহিতেছি, কুকুড়াডাকের পূর্ব্বে তিন বার আ-
মাকে অস্বীকার করিবা।

১৪ অধ্যায়।

১ তোমাদের অন্তঃকরণ উদ্বিগ্ন না হউক; ঈশ্ব-
রেতে বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর। ২ আ-
মার পিতার বাটীতে অনেক বাসা আছে, নতুবা
অগ্রে তোমাদিগকে জানাইতাম। আমি তোমা-
দের জন্যে স্থান প্রস্তুত করিতে যাই। ৩ আর
আমি যাইয়া যদি তোমাদের জন্যে স্থান প্রস্তুত
করি, তবে পুনর্ব্বার আসিয়া আপনার নিকটে
তোমাদিগকে লইয়া যাইব; কেননা আমি যে
স্থানে থাকি, তোমাদিগকেও সেই স্থানে থাকিতে
হইবে। ৪ আর আমি যে স্থানে যাইতেছি, সে
স্থান তোমরা জান, এবং তাহার পথও জান।
৫ তখন থোমা কহিল, হে প্রভো, আপনি কোথায়
যাইতেছেন, তাহা আমরা জানি না, তবে পথ কি
প্রকারে জানিব? ৬ যীশু তাহাকে কহিলেন, আ-
মিই পথ ও সত্যতা ও জীবন; আমা দিয়া না
গেলে কেহ পিতার নিকটে উপস্থিত হয় না।
৭ আমাকে যদি জানিতা, তবে আমার পিতাকেও
জানিতা, আর এখন অবধি তাঁহাকে জানিতেছ
এবং দেখিয়া থাক।

৮ তখন ফিলিপ তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো,
আমাদিগকে পিতাকে দর্শন করাও, তাহাতে আ-
মাদের বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। ৯ যীশু উত্তর করিলেন,
হে ফিলিপ, এত দিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি,
তথাপি আমাকে কি জান না? যে জন আমাকে
দর্শন করিল, সে পিতাকে দর্শন করিল; তবে
আমাদিগকে পিতাকে দর্শন করাও, এ কথা কেমন
করিয়া বলিতেছ? ১০ আমি পিতাতে আছি এবং
পিতা আমাতে আছেন, ইহা কি বিশ্বাস কর না?
আমি তোমাদিগকে যে ২ কথা কহি, তাহা আপ-
নাহইতে কহি না; কিন্তু পিতা যিনি আমাতে
বাস করেন, তিনিই সকল কর্ম্ম করেন। ১১ আমি
পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন,
আমার এই কথাতে প্রত্যয় কর; নতুবা কর্ম্ম
প্রযুক্ত প্রত্যয় কর। ১২ সত্য সত্য, আমি তোমা-
দিগকে কহিতেছি, যে ২ কর্ম্ম আমি করিতেছি,
আমাতে বিশ্বাসকারি লোকও সেই প্রকার কর্ম্ম
করিবে, বরঞ্চ তাহাহইতেও মহৎ কর্ম্ম করিবে;
যেহেতুক আমি পিতার নিকটে যাইতেছি। ১৩ আর
পুত্রদ্বারা যেন পিতার মহিমা প্রকাশিত হয়, এই
নিমিত্তে আমার নামে যে কিছু প্রার্থনা করিবা,
তাহা আমি সিদ্ধ করিব। ১৪ যদি আমার নামে
কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহা সিদ্ধ করিব।

১৫ যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা
সকল পালন কর। ১৬ আর আমি পিতার নিকটে
প্রার্থনা করিব, তাহাতে যিনি নিরন্তর তোমাদের
সহিত থাকিবেন, এমন আর এক শান্তিকর্ত্তাকে
পিতা তোমাদিগকে দিবেন, ১৭ অর্থাৎ সত্যতার
আত্মাকে দিবেন; এই জগতের লোকেরা তাঁহাকে

গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা তাহারা তাঁহাকে
দেখে না এবং জানে না; কিন্তু তোমরা তাঁহাকে
জান, যেহেতুক তিনি তোমাদের মধ্যে বাস করেন
ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন। ১৮ আমি তোমা-
দিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব না, পুনর্ব্বার তোমা-
দের নিকটে আসিব। ১৯ আর অল্প কাল গেলে
এই জগতের লোক আমাকে আর দেখিতে পা-
ইবে না, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাইবা; কারণ
আমি জীবনবিশিষ্ট হওয়াতে তোমরাও জীবিত
হইবা। ২০ আর আমি পিতাতে আছি, এবং
তোমরা আমাতে আছ, এবং আমি তোমাদিগেতে
আছি, ইহা সেই দিনে জানিতে পাইবা। ২১ আ-
মার আজ্ঞা প্রাপ্ত যে ব্যক্তি তাহা পালন করে,
সেই আমাকে প্রেম করে, আর যে জন আমাকে
প্রেম করে, সেই আমার পিতার প্রিয় পাত্র
হইবে; এবং আমিও তাহাকে প্রেম করিয়া তা-
হার নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিব। ২২ তখন
ঈষ্করিয়োতীয় ভিন্ন অন্য যিহূদা তাঁহাকে কহিল,
হে প্রভো, আপনি জগতের লোকদের কাছে সপ্র-
কাশ না হইয়া আমাদের কাছে সপ্রকাশ হইবেন
কেন? ২৩ যীশু তাহাকে উত্তর দিয়া কহিলেন,
কেহ যদি আমাকে প্রেম করে, তবে সে আমার
বাক্য পালন করিবে; তাহাতে আমার পিতাও
তাহাকে প্রেম করিবেন, এবং আমরা তাহার নি-
কটে আসিয়া তাহার সহিত বাস করিব। ২৪ যে
কেহ আমাকে প্রেম করে না, সে আমার বাক্য
পালন করে না। আর তোমরা যে বাক্য শুনিতে
পাইতেছ, সে আমার নয়, কিন্তু আমার প্রেরণ-
কর্ত্তা পিতার।

২৫ তোমাদের নিকটে থাকিবার সময়ে আমি
এই সকল কথা কহিলাম; ২৬ কিন্তু ঐ শান্তিকর্ত্তা,
অর্থাৎ যে পবিত্র আত্মা আমার নামে পিতাকর্ত্তৃক
প্রেরিত হইবেন, তিনি তাবৎ বিষয়ে শিক্ষা দিয়া
তোমাদের প্রতি উক্ত আমার সমস্ত কথা তোমা-
দিগকে স্মরণ করাইবেন। ২৭ আমি তোমাদিগকে
শান্তি দান করিয়া যাইতেছি, আমার নিজ শান্তি
তোমাদিগকে দান করিতেছি; জগতের লোক
যেমন দান করে, আমি তদ্রূপ দান করি না;
তোমাদের অন্তঃকরণ উদ্বিগ্ন ও ভীত না হউক।
২৮ আমি যাইয়া পুনর্ব্বার তোমাদের কাছে আ-
সিব, আমার উক্ত এই কথা তোমরা শুনিয়াছ;
যদি আমাকে প্রেম কর, তবে পিতার নিকটে যাই,
আমার এ কথাতে তোমাদের আহ্লাদ জন্মিবে;
কেননা আমা অপেক্ষা আমার পিতা মহান্।
২৯ আর ইহা যখন ঘটিবে, তখন যেন তোমাদের
বিশ্বাস জন্মে, এই নিমিত্তে আমি ঘটনার পূর্ব্বে
এখন তোমাদিগকে জানাইলাম। ৩০ তোমাদের
সহিত আমার আর বিস্তর আলাপ হইবে না; কা-
রণ এই জগৎপতি আসিতেছে, তথাপি আমাতে
তাহার কোন অধিকার নাই। ৩১ কিন্তু আমি পি-
তাকে প্রেম করি, এবং পিতার আজ্ঞামত কর্ম্ম
করি, জগতের লোক যেন ইহা জ্ঞাত হয়, এই
জন্যে উঠ, আমরা এ স্থানহইতে প্রস্থান করি।

১৫ অধ্যায়।

১ আমি প্রকৃত দ্রাক্ষালতাস্বরূপ, এবং আমার
পিতা মালিস্বরূপ। ২ আমার যে সকল শাখাতে
ফল হয় না, তাহা তিনি দূর করিয়া ফেলেন;
এবং ফলবতী শাখা সকলেতে যেন আরও অধিক
ফল ধরে, এই জন্যে তাহা পরিষ্কার করেন।
৩ আমি তোমাদিগকে যে বাক্য কহিয়াছি, তাহার
গুণে তোমরা এখন পরিষ্কৃত আছ। ৪ আমাতে
থাক, তাহাতে আমিও তোমাদিগেতে থাকিব;
যেহেতুক দ্রাক্ষালতাতে সংলগ্ন না থাকিলে তা-
হার শাখা যেমন আপনা আপনি ফলবতী হইতে
পারে না, তদ্রূপ আমাতে না থাকিলে তোমরাও
ফলবান হইতে পার না। ৫ আমি দ্রাক্ষালতা,
তোমরা শাখাস্বরূপ; যে জন আমাতে থাকে,
এবং যাহাতে আমি থাকি, সে প্রচুর ফলে ফল-
বান্ হয়; কেননা আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই
করিতে পার না। ৬ যে কেহ আমাতে না থাকে,
সে শাখার ন্যায় বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়া শুষ্ক
হইয়া যায়; পরে লোকেরা তাহা কুড়াইয়া
অগ্নিতে ফেলিয়া দগ্ধ করে।

৭ তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার
বাক্য যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে যে কিছু
চাহিবা, তাহারই নিমিত্তে প্রার্থনা করিবা, তাহাতে
তাহা প্রাপ্ত হইবা। ৮ আর তোমরা যদি প্রচুর
ফলে ফলবান্ হও, তবে তাহাদ্বারা আমার পিতার
মহিমা প্রকাশ পাইবে, এবং তোমরা আমার
শিষ্য হইবা। ৯ পিতা যেমন আমাকে প্রেম
করিয়া থাকেন, আমিও তোমাদিগকে তাদৃশ প্রেম
করিয়া থাকি; তোমরা আমার প্রেমে স্থির থাক।
১০ আমি যেমন আপন পিতার আজ্ঞা পালন
করিয়া তাঁহার প্রেমে স্থির থাকিয়া আসিতেছি,
তেমনি আমার আজ্ঞা পালন করিলে তোমরাও
আমার প্রেমে স্থির থাকিবা। ১১ তোমাদিগেতে
আমার আনন্দ যেন থাকে, এবং তোমাদের আ-
নন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, এই জন্যে তোমাদিগকে এই
সকল কহিলাম। ১২ আমি যেমন তোমাদিগকে
প্রেম করিয়াছি, তোমরাও পরস্পর তাদৃশ প্রেম
কর, এই আমার আজ্ঞা। ১৩ বন্ধুদের নিমিত্তে
আপনার প্রাণদান অপেক্ষা আর বড় প্রেম কা-
হারও নাই। ১৪ আমি তোমাদিগকে যে ২ আজ্ঞা
দিতেছি, তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা
আমার বন্ধু। ১৫ আমি তোমাদিগকে আর দাস
করিয়া বলি না, কেননা দাসের প্রভু যাহা করেন,
দাস তাহা জানে না; কিন্তু তোমাদিগকে বন্ধু
করিয়া বলিলাম, কারণ আমি পিতার নিকটে
যাহা ২ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা সকলই তোমাদি-

গকে জ্ঞাত করিলাম। ১৬ তোমরা যে আমাকে
মনোনীত করিয়াছ, এমন নয়, কিন্তু আমিই তো-
মাদিগকে মনোনীত করিয়াছি; আর তোমরা
যাইয়া যেন ফলবান হও, এবং তোমাদের সেই
ফল যেন অক্ষয় হয়, এই জন্যে তোমাদিগকে নি-
যুক্ত করিলাম, তাহাতে আমার নাম করিয়া পি-
তার নিকটে যে কিছু যাচ্ঞা করিবা, তাহা তিনি
তোমাদিগকে দিবেন।

১৭ তোমরা যেন পরস্পর প্রেম কর, এই নি-
মিত্তে আমি তোমাদিগকে এই সকল আজ্ঞা দি-
লাম। ১৮ জগতের লোক যদি তোমাদিগকে ঘৃণা
করে, তবে মনে কর, তাহারা তোমাদের পূর্ব্বে
আমাকে ঘৃণা করিয়াছে। ১৯ তোমরা যদি জগ-
তের লোক হইতা, তবে জগতের লোক তোমা-
দিগকে আত্মীয় বুঝিয়া ভাল বাসিত; কিন্তু তো-
মরা জগতের লোক নহ, আমি তোমাদিগকে জগ-
তের মধ্যহইতে মনোনীত করিয়াছি, এই জন্যে
জগতের লোক তোমাদিগকে ঘৃণা করে। ২০ ‘নিজ
প্রভুহইতে দাস বড় নয়,’ এই যে বাক্য আমি
পূর্ব্বে তোমাদিগকে কহিয়াছি, তাহা স্মরণে রাখ;
তাহারা যদি আমাকে তাড়না করিয়াছে, তবে
তোমাদিগকেও তাড়না করিবে; আর যদি আমার
কথা পালন করিয়াছে, তবে তোমাদের কথাও
পালন করিবে। ২১ কিন্তু তাহারা আমার নাম
প্রযুক্ত তোমাদের প্রতি এমন ব্যবহার করিবে,
কেননা তাহারা আমার প্রেরণকর্ত্তাকে জানে না।
২২ আমি তাহাদের নিকটে আসিয়া যদি উপদেশ
না দিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না; কিন্তু
এক্ষণে তাহাদের পাপ ঢাকিবার উপায় নাই।
২৩ যে জন আমাকে ঘৃণা করে, সে আমার পিতা-
কেও ঘৃণা করে। ২৪ যেরূপ কর্ম্ম আর কেহ
কখনো করে নাই, এমন কর্ম্ম যদি তাহাদের মধ্যে
না করিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না; কিন্তু
এখন তাহারা দেখিয়াও আমাকে এবং আমার
পিতাকে ঘৃণা করিল। ২৫ কেননা “তাহারা
“অকারণে আমাকে ঘৃণা করে,” তাহাদের শাস্ত্রে
লিখিত এই বাক্যকে সফল হইতে হইল। ২৬ কিন্তু
আমি পিতার নিকটহইতে সেই শান্তিকর্ত্তাকে,
অর্থাৎ পিতার নিকটহইতে নির্গমনকারি সত্যতার
আত্মাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করিব। তিনি
যখন আসিবেন, তখন আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দি-
বেন। ২৭ এবং তোমরাও সাক্ষ্য দিবা, কারণ
তোমরা প্রাথমাবধি আমার সঙ্গে আছ।

১৬ অধ্যায়।

১ তোমাদের বিঘ্ন যেন না জন্মে, এই জন্যে
তোমাদিগকে এই সকল বাক্য কহিলাম। ২ লো-
কেরা তোমাদিগকে অব্যবহার্য্য করিবে; বরঞ্চ
এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে তোমাদিগকে
হননকারি প্রত্যেক লোক মনে ২ কহিবে, আমি
ঈশ্বরের গ্রাহ্য ধর্ম্মকর্ম্ম করিলাম। ৩ তাহারা যে
তোমাদের প্রতি এমত আচরণ করিবে, তাহার
কারণ এই, তাহারা পিতাকে জানে না, এবং
আমাকেও জানে না। ৪ সেই সময় উপস্থিত
হইলে আমি যে তোমাদিগকে জানাইয়াছি, ইহা
যেন তোমাদের স্মরণ হয়, এই জন্যে তোমা-
দিগকে এই সকল কহিলাম। প্রথমাবধি এই
কথা তোমাদিগকে কহি নাই; তাহার কারণ এই,
যে আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম। ৫ এখন আমি
আপন প্রেরণকর্ত্তার নিকটে যাইতেছি, তথাপি
কোথায় যাইতেছ? এ কথা তোমাদের কেহই
আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। ৬ কিন্তু তোমাদি-
গকে এই সকল কহিলাম, এই জন্যে তোমাদের
অন্তঃকরণ শোকে পরিপূর্ণ হইল। ৭ তথাপি
আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, আ-
মার গমন তোমাদের হিতজনক, যেহেতুক আমি
না গেলে শান্তিকর্ত্তা তোমাদের নিকটে আসি-
বেন না; কিন্তু যদি যাই, তবে তোমাদের নি-
কটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। ৮ আর তিনি আ-
সিয়া পাপ ও পুণ্য ও বিচারাজ্ঞা বিষয়ে জগতের
লোকদিগকে প্রমাণ দিবেন। ৯ তিনি পাপের বি-
ষয়ে এই প্রমাণ দিবেন, যে তাহারা আমাতে
বিশ্বাস করে না। ১০ এবং পুণ্যের বিষয়ে এই
প্রমাণ দিবেন, যে আমি আপন পিতার নিকটে
যাইয়া আর তোমাদের দৃশ্য হইব না। ১১ এবং
বিচারাজ্ঞার বিষয়ে এই প্রমাণ দিবেন, যে এই
জগদধিপতির দণ্ডাজ্ঞা করা গিয়াছে।

১২ তোমাদিগকে কহিতে আমার আরও
অনেক ২ কথা আছে; কিন্তু তোমরা এখন তাহা
সহিতে পার না। ১৩ সত্যতার আত্মা যখন আ-
সিবেন, তখন তিনি পথদর্শক হইয়া তোমাদিগকে
তাবৎ সত্যতা দেখাইবেন; ফলতঃ আপনাহইতে
কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা ২ শুনিবেন, তা-
হাই কহিবেন, এবং তোমাদিগকে ভাবি ঘটনা
জ্ঞাত করিবেন। ১৪ তিনি আমার মহিমা প্রকাশ
করিবেন, কেননা যাহা আমার, তাহা লইয়া
তোমাদিগকে জানাইবেন। ১৫ পিতার যাহা ২
আছে, সকলই আমার; এ জন্যে বলিলাম, যাহা
আমার তাহা লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।

১৬ আর কিঞ্চিৎ কাল পরে তোমরা আমাকে
দেখিতে পাইবা না; কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ কাল
পরে পুনরায় দেখিতে পাইবা, কেননা আমি
পিতার নিকটে যাই। ১৭ তখন শিষ্যদের মধ্যে
কএক জন পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল,
কিঞ্চিৎ কাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবা না,
কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরে পুনরায় দেখিতে
পাইবা, কেননা আমি পিতার নিকটে যাই, এই
যে কথা ইনি বলিতেছেন সে কি? ১৮ তাহারা
বলিল, কিঞ্চিৎ কাল পরে, তাঁহার এই কথার
কি অভিপ্রায়? তিনি যাহা বলেন, তাহা আমরা

বুঝিতে পারি না। ১৯ তখন যীশু তাহাদের জি-
জ্ঞাসা করিবার বাসনা জানিয়া তাহাদিগকে কহি-
লেন, কিঞ্চিৎ কাল পরে আমাকে দেখিতে পা-
ইবা না, কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরে পুনরায়
দেখিতে পাইবা, এই যে কথা কহিলাম, তাহার
মীমাংসা কি পরস্পর করিতেছ? ২০ সত্য সত্য,
আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা ক্রন্দন
ও বিলাপ করিবা, কিন্তু জগতের লোক আনন্দ
করিবে; আর তোমরা শোক করিবা বটে, কিন্তু
তোমাদের সেই শোক আনন্দ হইয়া উঠিবে।
২১ প্রসবকালে স্ত্রীলোক দুঃখার্ত্ত হয়, কারণ তা-
হার (ক্লেশের) সময় উপস্থিত, কিন্তু বালককে
প্রসব করিলে পর প্রসবদ্বারা নরলোকে মনুষ্য-
লাভ হইল, এই আনন্দেতে তাহার ক্লেশ আর
মনে থাকে না। ২২ তদ্রূপ তোমরাও সম্প্রতি শো-
কার্ত্ত হইতেছ, কিন্তু আমি তোমাদিগকে পুনরায়
দেখিব, তাহাতে তোমাদের অন্তঃকরণ আনন্দিত
হইবে, এবং তোমাদের সেই আনন্দ কেহ হরণ
করিতে পারিবে না। ২৩ সেই দিনে তোমরা
আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবা না;
সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, আ-
মার নামে পিতার নিকটে যে কিছু যাচ্ঞা করিবা,
তাহাই তিনি তোমাদিগকে দিবেন। ২৪ ইহার
পূর্ব্বে তোমরা আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর
নাই; যাচ্ঞা কর, তবে পাইবা, তাহাতে তোমা-
দের আনন্দ সম্পূর্ণ হইবে।
২৫ আমি উপমাকথাদ্বারা এই সকল বিষয়
তোমাদিগকে কহিলাম, কিন্তু যে সময়ে উপমা-
দ্বারা আর না কহিয়া স্পষ্টরূপে পিতার বিষয়
জানাইব, এমন সময় আসিতেছে। ২৬ সেই সময়ে
তোমরা আমার নামে প্রার্থনা করিবা, তাহাতে
তোমাদের নিমিত্তে আমি পিতাকে বিনতি করিব,
এমন কথা বলি না; ২৭ কারণ তোমরা আমাকে
প্রেম করিয়াছ, এবং আমি যে ঈশ্বরের নিকট-
হইতে আসিয়াছি, ইহাও বিশ্বাস করিয়াছ, এই
জন্যে পিতা আপনি তোমাদিগকে প্রেম করেন।
২৮ আমি পিতার নিকটহইতে নির্গত হইয়া জগতে
আসিয়াছি; আর বার জগৎ ত্যাগ করিয়া পি-
তার নিকটে যাই। ২৯ তখন তাঁহার শিষ্যেরা
বলিল, দেখুন, সম্প্রতি উপমাদ্বারা না কহিয়া আ-
পনি স্পষ্ট কহিতেছেন। ৩০ এখন আপনি যে
সর্ব্বজ্ঞ, কাহারও জিজ্ঞাসার অপেক্ষা করেন না,
তাহা আমরা জ্ঞাত হইলাম; এই কারণ আপনি যে
ঈশ্বরের নিকটহইতে আসিয়াছেন, তাহাও বিশ্বাস
করিতেছি। ৩১ তাহাতে যীশু তাহাদিগকে উত্তর
দিয়া কহিলেন, এখন কি বিশ্বাস করিতেছ? ৩২ দেখ,
যে সময়ে তোমরা সকলে ছিন্নভিন্ন হইয়া আপন২
পথে যাইয়া আমাকে একাকী ত্যাগ করিবা, এমন
সময় আসিতেছে, বরঞ্চ উপস্থিত হইল; তথাপি
আমি একাকী নহি, কেননা পিতা আমার সঙ্গে
আছেন। ৩৩ আমাতে যেন তোমরা শান্তি প্রাপ্ত
হও, এ জন্যে তোমাদিগকে এই সকল কহিলাম।
এই জগতে তোমাদের ক্লেশ ঘটিবে, কিন্তু সাহস
কর, আমি জগৎকে জয় করিয়াছি।

১৭ অধ্যায়।

১ এই সকল কথা কহিয়া যীশু স্বর্গের প্রতি
ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ, সময় উপ-
স্থিত হইল; তোমার পুত্র যেন তোমার মহিমা
প্রকাশ করেন, এই জন্যে তুমি আপন পুত্রের
মহিমা প্রকাশ কর। ২ যেহেতুক তুমি যে সকল
তাঁহাকে দান করিয়াছ, তিনি যেন তাহাদিগকে
অনন্ত জীবন দেন, এই জন্যে তুমি তাঁহাকে প্রাণি-
মাত্রের আধিপত্য দিয়াছ। ৩ অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বর
যে তুমি, তোমাকে এবং তোমার প্রেরিত যীশু
খ্রীষ্টকে যে জ্ঞাত হওয়া, তাহাই অনন্ত জীবন।
৪ আমি পৃথিবীতে তোমার মহিমা প্রকাশ করি-
য়াছি; তুমি আমাকে যে কর্ম্মের ভার দিয়াছিলা,
তাহা সম্পন্ন করিয়াছি। ৫ অতএব হে পিতঃ,
জগতের সৃষ্টির পূর্ব্বে তোমার সন্নিধানে আমার
যে মহিমা ছিল, সম্প্রতি সেই মহিমা দিয়া আপন-
কার সন্নিধানে আমাকে মহিমান্বিত কর।
৬ তুমি আমাকে জগতের মধ্যহইতে যাহাদি-
গকে দান করিয়াছ, সেই মনুষ্যদিগকে আমি
তোমার নাম জ্ঞাত করিয়াছি; তাহারা তোমারই
ছিল, এবং তুমি আমাকে তাহাদিগকে দান করি-
য়াছ, আর তাহারা তোমার বাক্য পালন করি-
য়াছে। ৭ এবং আমাকে যে কিছু দিয়াছ, সে
সকলই যে তোমাহইতে উৎপন্ন, তাহা এখন জা-
নিল। ৮ কেননা তুমি আমাকে যে২ বাক্য দিয়াছ,
তাহা আমি তাহাদিগকে দিলাম; আর তাহারা
তাহা গ্রাহ্য করিল, এবং আমি যে তোমার নি-
কটহইতে আসিয়াছি, ইহা নিশ্চয় জানে, এবং
তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহাও বিশ্বাস
করে। ৯ তাহাদেরই নিমিত্তে আমি প্রার্থনা করি-
তেছি, জগতের লোকদের নিমিত্তে প্রার্থনা করি
না; কিন্তু যে সকল আমাকে দান করিয়াছ, তা-
হাদের জন্যে প্রার্থনা করিতেছি, কেননা তাহারা
তোমার আছে। ১০ এবং যে সকল আমার সে
সকল তোমার, এবং যে তোমার সে আমার;
এবং তাহাদের দ্বারা আমার মহিমা প্রকাশ পায়।
১১ আমি জগতে আর থাকিব না, কিন্তু ইহারা
জগতে থাকিবে, আমি তোমার নিকটে যাই। হে
পবিত্র পিতঃ, আমরা যেমন এক আছি, তদ্রূপ
তাহারাও যেন এক হয়, এই জন্যে যে সকল আ-
মাকে দান করিয়াছ, তাহাদিগকে আপন নামদ্বারা
রক্ষা কর। ১২ আমি যাবৎ তাহাদের সঙ্গে জগতে
ছিলাম, তাবৎ আমি তাহাদিগকে তোমার নামে
রক্ষা করিতেছিলাম; যে সকল আমাকে দান
করিয়াছ, সে সকলকে রক্ষা করিয়াছি। তাহাদের

মধ্যে কেবল এক জন, অর্থাৎ বিনাশের পাত্র,
হারাণ গেল, কেননা ধর্ম্মপুস্তকের বচনকে সফল
হইতে হইল। ১৩ কিন্তু এখন আমি তোমার নি-
কটে যাই, আর আমার সম্পূর্ণ আনন্দ যেন তাহা-
দের অন্তরে থাকে, এই জন্যে জগতে থাকিতে ২
এই সকল কথা কহিতেছি। ১৪ আমি তাহাদিগকে
তোমার বাক্য দিয়াছি; আর জগতের লোক তা-
হাদিগকে ঘৃণা করে, কারণ জগতের সঙ্গে যেমন
আমার সম্পর্ক নাই, তেমনি জগতের সঙ্গে তাহা-
দেরও সম্পর্ক নাই। ১৫ তুমি তাহাদিগকে জগৎ-
হইতে স্থানান্তর কর, এমন প্রার্থনা করি না, কিন্তু
মন্দহইতে রক্ষা কর, এই প্রার্থনা করি। ১৬ আমি
যেমন জগৎসম্বন্ধীয় নহি, তদ্রূপ তাহারাও জগৎ-
সম্বন্ধীয় নহে। ১৭ তোমার সত্য মতদ্বারা তাহা-
দিগকে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্য মত।
১৮ তুমি যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছ,
তদ্রূপ আমিও তাহাদিগকে জগতে প্রেরণ করি-
লাম। ১৯ এবং তাহারাও যেন সত্য মতদ্বারা
পবিত্র হয়, এই জন্যে আমি তাহাদের হিতার্থে
আপনাকে পবিত্র করি।

২০ আর আমি কেবল ইহাদের নিমিত্তে প্রা-
র্থনা করি না, কিন্তু ইহাদের বাক্যদ্বারা যাহারা
আমাতে বিশ্বাস করিবে, তাহাদের নিমিত্তেও প্রা-
র্থনা করিতেছি। ২১ তাহারা সকলে যেন এক
হয়; আর হে পিতঃ, তুমি যেমন আমাতে, এবং
আমি যেমন তোমাতে, তদ্রূপ তাহারাও যেন
আমাদিগেতে এক হয়; তাহা হইলে তুমি যে
আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহা জগতের লোক
বিশ্বাস করিবে। ২২ আর আমরা যেমন এক,
তাহারাও যেন তেমনি এক হয়; ২৩ আমি তাহা-
দিগেতে, ও তুমি আমাতে, এই রূপে একীভূত
হওনে তাহারা যেন সিদ্ধ হয়; আর তুমি যে
আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, এবং আমাকে যেমন
প্রেম করিয়াছ, তাহাদিগকেও তেমন প্রেম করি-
য়াছ, ইহা যেন জগতের লোক জানিতে পায়,
এই জন্যে তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ, সেই
মহিমা আমি তাহাদিগকে দিলাম। ২৪ হে পিতঃ,
জগৎপত্তনের পূর্ব্বে আমাকে প্রেম করাতে তুমি
আমাকে যে মহিমা দান করিয়াছ, আমার সেই
মহিমা যেন তাহারা দেখিতে পায়, এই জন্যে
আমি যে স্থানে থাকি, তোমার দত্ত আমার লো-
কেরাও যেন সেই স্থানে আমার সঙ্গে থাকে, এই
আমার বাঞ্ছা। ২৫ হে যাথার্থিক পিতঃ, জগতের
লোক তোমাকে না জানিলেও আমি তোমাকে
জানি, এবং তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ,
ইহারাও তাহা জানে। ২৬ তুমি যে প্রেমে আ-
মাকে প্রেম করিয়াছ, সেই প্রেম যেন তাহাদি-
গেতে থাকে, এবং আমিও যেন তাহাদিগেতে
থাকি, এই জন্যে আমি তাহাদিগকে তোমার নাম
জানাইয়াছি, এবং আরও জানাইব।

১৮ অধ্যায়।

১ ঐ সমস্ত কথা কহিয়া যীশু বহির্গমন করিয়া
আপন শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া কিদ্রোণ নামক
জলস্রোত পার হইলেন; সেই স্থানে এক উদ্যান
ছিল, তাহার মধ্যে তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ
প্রবেশ করিলেন। ২ কিন্তু বিশ্বাসঘাতক যিহূদাও
ঐ স্থান জ্ঞাত ছিল, কারণ যীশু আপন শিষ্য-
গণের সঙ্গে অনেক বার ঐ স্থানে উপস্থিত হই-
তেন। ৩ অতএব যিহূদা এক দল সৈন্যকে, এবং
যাজকদের ও ফিরূশিদের নিকটহইতে পদাতিক-
গণকে সঙ্গে লইয়া ডামস ও প্রদীপ ও অস্ত্রের
সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ৪ তখন আ-
পনার প্রতি যে সকল ঘটিবে, তাহা জ্ঞাত হও-
য়াতে যীশু অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
কাহার অন্বেষণ করিতেছ? ৫ তাহারা উত্তর
করিল, নাসরতীয় যীশুর। তাহাতে যীশু তাহা-
দিগকে কহিলেন, আমিই সে। তাহাদের সহিত
ঐ বিশ্বাসঘাতক যিহূদাও দণ্ডায়মান ছিল। ৬ তখন
আমিই সে, তিনি এই কথা কহিবামাত্র তাহারা
পিছাইয়া ভূমিতে পড়িল। ৭ পরে যীশু তাহা-
দিগকে আর বার জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার
অন্বেষণ করিতেছ? তাহাতে তাহারা বলিল, না-
সরতীয় যীশুর। ৮ তখন যীশু উত্তর করিলেন,
আমি তোমাদিগকে বলিলাম, আমিই সে; আ-
মার অন্বেষণ যদি কর, তবে ইহাদিগকে যাইতে
দেও। ৯ এই রূপ হওয়াতে তাঁহার উক্ত এই কথা
সফল করা গেল, যথা, ‘আমাকে যে সকল লোক
দান করিয়াছ, তাহাদের কাহাকেও হারাই নাই।’
১০ তখন শিমোন্ পিতরের নিকটে খড়্গ থা-
কাতে সে খাপ খুলিয়া মহাযাজকের দাসকে আ-
ঘাত করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণ কাটিয়া ফেলিল।
সেই দাসের নাম মল্ক। ১১ তাহাতে যীশু পি-
তরকে কহিলেন, ঐ খড়্গ কোষে রাখ; আমার
পিতা আমাকে যে পানপাত্র দিয়াছেন, তাহাতে
আমি কি পান করিব না?

১২ তখন সৈন্যদল ও সেনাপতি ও যিহূদী-
য়দের পদাতিকগণ যীশুকে ধরিয়া বন্ধন করিয়া
১৩ প্রথমে হাননের বাটীতে লইয়া গেল। যে
কিয়ফা সেই বৎসরের মহাযাজক ছিল, ঐ হানন
তাহার শ্বশুর। ১৪ আর উক্ত কিয়ফা যিহূদি-
দিগকে এই পরামর্শ দিয়াছিল, লোকদের নি-
মিত্তে এক জনের মরণ ভাল।

১৫ তখন শিমোন্ পিতর এবং আর এক জন
শিষ্য যীশুর পশ্চাৎ গেল; সেই শিষ্য মহাযা-
জকের নিকটে পরিচিত থাকাতে যীশুর সহিত
মহাযাজকের (বাটীর) প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল।
১৬ কিন্তু পিতর দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল;
অতএব মহাযাজকের পরিচিত সেই দ্বিতীয় শিষ্য
পুনর্ব্বার বাহিরে আসিয়া দ্বাররক্ষিকাকে কহিয়া

পিতরকে ভিতরে লইয়া গেল। ১৭ তখন সেই
দ্বাররক্ষিকা দাসী পিতরকে কহিল, তুমিও কি
সেই মনুষ্যের শিষ্যদের এক জন? তাহাতে সে
কহিল, আমি নহি। ১৮ তখন দাসগণ ও পদা-
তিক সকল শীত প্রযুক্ত অঙ্গারের অগ্নি প্রস্তুত
করিয়া দাঁড়াইয়া তাপ লইতেছিল, এবং তা-
হাদের সঙ্গে পিতরও দাঁড়াইয়া অগ্নির তাপ
লইতে লাগিল।

১৯ ইতিমধ্যে মহাযাজক যীশুকে তাঁহার শিষ্য-
গণ ও শিক্ষার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে ২০ যীশু
তাহাকে উত্তর দিয়া কহিলেন, আমি প্রকাশরূপে
সর্ব্বসাধারণের সাক্ষাতে কথা কহিয়াছি; আমি
সর্ব্বদা ভজনালয়ে ও মন্দিরে, অর্থাৎ সকল যি-
হূদি লোক যে স্থানে একত্র হয়, এমন স্থানে
শিক্ষা দিয়াছি, গোপনে কিছু কহি নাই। ২১ আ-
মাকে কেন জিজ্ঞাসা কর? যাহারা শুনিয়াছে,
বরঞ্চ তাহাদের কাছে কি কহিয়াছি, তাহা জি-
জ্ঞাসা কর; দেখ, আমি কি২ বলিয়াছি, তাহা
তাহারা জানে। ২২ তিনি এই কথা কহিলে নি-
কটে দণ্ডায়মান এক জন পদাতিক যীশুকে চপে-
টাঘাত করিয়া কহিল, মহাযাজককে এমন উত্তর
দিলি? ২৩ তাহাতে যীশু কহিলেন, যদি মন্দ
বলিয়া থাকি, তবে সেই মন্দের বিষয়ে প্রমাণ
দেও; কিন্তু যদি ভাল কহিয়া থাকি, তবে কি
জন্যে আমাকে মার? ২৪ অনন্তর হানন বন্ধন-
যুক্ত তাঁহাকে কিয়ফা মহাযাজকের নিকটে পাঠা-
ইয়া দিল।

২৫ ইতিমধ্যে শিমোন্ পিতর অগ্নির তাপ
লইতে দাঁড়াইয়া থাকিলে কএক জন তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিল, তুমিও কি উহার শিষ্যদের এক
জন? তাহাতে সে অস্বীকার করিয়া কহিল, আমি
নহি। ২৬ তখন মহাযাজকের এক দাস, অর্থাৎ
পিতর যাহার কর্ণ কাটিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার
এক জন কুটুম্ব কহিল, আমি কি উদ্যানে তাহার
সঙ্গে তোমাকে দেখি নাই? ২৭ তাহাতে পিতর
আর বার অস্বীকার করিল, এবং তৎক্ষণাৎ
কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল।

২৮ পরে প্রত্যূষে তাহারা যীশুকে কিয়ফার
বাটীহইতে রাজগৃহে লইয়া গেল, কিন্তু আপ-
নারা যেন অশুচি ও নিস্তারপর্ব্বীয় ভোজের
অযোগ্য না হয়, এই নিমিত্তে রাজগৃহে প্রবেশ
করিল না। ২৯ অতএব পীলাত বাহিরে তাহাদের
কাছে আসিয়া কহিল, এই মনুষ্যের কি২ দোষ
দিতেছ? ৩০ তাহারা উত্তর করিয়া তাহাকে কহিল,
এ ব্যক্তি যদি দুষ্কর্ম্মকারী না হইত, তবে আমরা
আপনকার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিতাম না।
৩১ তাহাতে পীলাত বলিল, তোমরা তাহাকে
লইয়া গিয়া আপনাদের ব্যবস্থামতে বিচার কর।
তখন যিহূদীয়েরা উত্তর করিল, কোন মনুষ্যের
প্রাণদণ্ড করিতে আমাদের অধিকার নাই। ৩২ এমন
হওয়াতে যীশুকে কি প্রকার মৃত্যু ভোগ করিতে
হইবে, তাহা যে কথাদ্বারা তিনি প্রকাশ করিয়া-
ছিলেন, সেই কথা সফল করা গেল।

৩৩ তদনন্তর পীলাত পুনর্ব্বার রাজগৃহে প্রবেশ
করিয়া যীশুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি
যিহূদীয়দের রাজা? ৩৪ যীশু উত্তর করিলেন,
তুমি ইহা কি আপনাহইতে বল? না অন্য কেহ
আমার বিষয়ে তোমাকে বলিয়াছে? ৩৫ পীলাত
প্রত্যুত্তর করিল, আমি কি যিহূদি লোক? তো-
মার স্বজাতীয়েরা, বিশেষতঃ প্রধান যাজকেরা আ-
মার নিকটে তোমাকে সমর্পণ করিয়াছে; তুমি
কি করিয়াছ? ৩৬ যীশু উত্তর করিলেন, আমার
রাজ্য এই জগৎসম্বন্ধীয় নহে; যদি আমার রাজ্য
এ জগৎসম্বন্ধীয় হইত, তবে আমি যেন যিহূ-
দীয়দের হস্তে সমর্পিত না হই, ইহার নিমিত্তে
আমার অনুচরেরা প্রাণপণ করিত; কিন্তু এখন
আমার রাজ্য ঐহিকের রাজ্য নয়। ৩৭ তখন
পীলাত তাঁহাকে কহিল, তবে তুমি রাজা বট?
যীশু উত্তর করিলেন, তুমি তাহা বলিলা, ফলতঃ
আমি রাজা বটি; সত্য মতের বিষয়ে সাক্ষ্য দি-
বার নিমিত্তে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়া এই জগতে
আসিয়াছি; সত্য মতসম্বন্ধীয় প্রত্যেক জন আ-
মার কথা শুনে। ৩৮ তখন পীলাত তাঁহাকে
বলিল, সত্য মত কি? ইহা বলিবামাত্র সে পুন-
র্ব্বার বাহিরে যিহূদীয়দের নিকটে গিয়া কহিল,
আমি উহার কোন দোষ পাই না। ৩৯ কিন্তু তো-
মাদের এমন এক রীতি আছে, যে নিস্তারপর্ব্ব-
সময়ে তোমাদের অনুরোধে এক বন্দিকে মুক্ত
করিয়া দিতে হয়, অতএব তোমাদের ইচ্ছা কি?
আমি তোমাদের জন্যে কি যিহূদীয়দের রাজাকে
মুক্ত করিয়া দিব? ৪০ তখন তাহারা সকলে পুন-
র্ব্বার উচ্চৈঃস্বর করিয়া কহিল, ইহাকে নয়, কিন্তু
বারব্বাকে। সেই বারব্বা এক জন দস্যু ছিল।

১৯ অধ্যায়।

১ অনন্তর পীলাত যীশুকে লইয়া কোড়া প্রহার
করাইল। ২ পরে সেনাগণ কণ্টকেতে এক মুকুট
গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিয়া গাত্রে কৃষ্ণলোহিত-
বর্ণ পরিচ্ছদ পরাইয়া, ৩ হে যিহূদীয়দের রাজন্;
নমস্কার, ইহা বলিয়া তাঁহাকে চপেটাঘাত করিতে
লাগিল। ৪ তখন পীলাত পুনর্ব্বার বাহিরে যা-
ইয়া লোকদিগকে কহিল, দেখ, আমি ইহার
কোন দোষ পাই না; তাহা তোমাদিগকে জানা-
ইবার নিমিত্তে তোমাদের নিকটে ইহাকে বাহিরে
আনিয়া দিলাম। ৫ অতএব যীশু সেই কণ্টকের
মুকুট ও কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বস্ত্র বিশিষ্ট হইয়া বা-
হিরে আইলেন, তাহাতে পীলাত কহিল, এই
দেখ, সেই মনুষ্য। ৬ তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রধান
যাজকেরা ও পদাতিকগণ চেঁচাইতে লাগিল, ইহা-
কে ক্রুশে দেও, ক্রুশে দেও। তাহাতে পীলাত

কহিল, তোমরা আপনারা তাহাকে লইয়া ক্রুশে
বদ্ধ কর; কেননা আমি তাহার কোন দোষ পাই
না। ৭ যিহূদীয়েরা উত্তর করিল, আমাদের এক
ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থানুসারে তাহার প্রাণ-
দণ্ড করা উচিত, যেহেতুক সে আপনাকে ঈশ্ব-
রের পুত্র করিয়া বলিয়াছে।

৮ এ কথা শুনিয়া পীলাত আরও ভীত হইয়া
৯ পুনর্ব্বার রাজগৃহে প্রবেশ করিয়া যীশুকে জি-
জ্ঞাসা করিল, তুমি কোথাকার লোক? কিন্তু যীশু
তাহাকে কোন উত্তর দিলেন না। ১০ তাহাতে
পীলাত তাঁহাকে কহিল, আমার সহিত কি তুমি
কথা কহিবা না? তোমাকে ক্রুশে হত করিতে
আমার ক্ষমতা আছে, এবং তোমাকে মুক্ত করি-
তেও আমার ক্ষমতা আছে, তাহা কি জান না?
১১ তখন যীশু উত্তর করিলেন, ঊর্দ্ধ হইতে দত্ত
না হইলে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন ক্ষমতা
হইতে পারিত না; এই জন্যে যে ব্যক্তি তোমার
হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়াছে, তাহারই পাপ
অধিক। ১২ তদবধি পীলাত তাঁহাকে মুক্ত করিতে
চেষ্টা করিল, কিন্তু যিহূদীয়েরা চেঁচাইয়া বলিল,
তুমি যদি ইহাকে ছাড়িয়া দেও, তবে কৈসরের
মিত্র নহ; যে জন আপনাকে রাজা করিয়া বলে,
সে কৈসরের বিরুদ্ধে কথা কহে।

১৩ এ কথা শুনিয়া পীলাত যীশুকে বাহিরে
আনাইয়া প্রস্তরবান্ধা নামক স্থানে, অর্থাৎ ইব্রীয়
ভাষাতে যাহাকে গব্বথা বলা যায়, এমন স্থানে
বিচারাসনে বসিল। ১৪ সেই দিন নিস্তারপর্ব্বের
আয়োজন দিন; তখন বেলা প্রায় দুই প্রহর।
পরে পীলাত যিহূদীয়দিগকে বলিল, এই দেখ,
তোমাদের রাজা। ১৫ কিন্তু তাহারা চেঁচাইয়া
কহিল, দূর কর, দূর কর, ইহাকে ক্রুশে দেও।
পীলাত তাহাদিগকে কহিল, তোমাদের রাজাকে
কি ক্রুশে হত করিব? প্রধান যাজকেরা উত্তর
করিল, কৈসর্ ব্যতিরেকে আমাদের অন্য রাজা
নাই। ১৬ তখন পীলাত যীশুকে ক্রুশে হত হও-
নার্থে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিল, তাহাতে
তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল।

১৭ পরে তিনি আপন ক্রুশ বহন করিয়া মাথা-
খুলী, অর্থাৎ যাহাকে ইব্রীয় ভাষাতে গুল্গল্টা
বলে, ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। ১৮ তথায় তা-
হারা মধ্যস্থানে তাঁহাকে, এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে
আর দুই জনকে ক্রুশে বদ্ধ করিল। ১৯ এবং
পীলাত বিজ্ঞাপনপত্র লিখিয়া ক্রুশের উপরিভাগে
লাগাইয়া দিল। তাহাতে এই কথা লিখিত ছিল,
'এ যিহূদীয়দের রাজা নাসরতীয় যীশু।' ২০ ঐ
বিজ্ঞাপনপত্র ইব্রীয় ও গ্রীক ও রোমীয় ভাষাতে
লিখিত, এবং যে স্থানে যীশু ক্রুশে বদ্ধ হইলেন,
সেই স্থান নগরের নিকটবর্ত্তী ছিল, এই প্রযুক্ত
অনেক যিহূদি লোক তাহা পাঠ করিতে লাগিল।
২১ অতএব যিহূদীয়দের প্রধান যাজকেরা পীলা-
তকে কহিল, 'এ যিহূদীয়দের রাজা,' এমন কথা
না লিখিয়া, 'এ ব্যক্তি বলিল, আমি যিহূদীয়-
দের রাজা,' এ প্রকার লিখুন। ২২ পীলাত উত্তর
করিল, যাহা লিখিয়াছি, তাহা লিখিয়াছি।

২৩ এই প্রকারে যীশুকে ক্রুশে বদ্ধ করিলে
পরে সেনাগণ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র চারি ভাগ
করিয়া প্রত্যেক সৈন্য এক ২ ভাগ লইল, এবং
তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্রও লইল, কিন্তু সেই উত্তরীয়
বস্ত্র সিঙ্গনিরহিত সর্ব্বশুদ্ধ বুনা ছিল, ২৪ এই
প্রযুক্ত তাহারা বলিল, ইহা চিরিব না; আইস,
আমরা গুলিবাঁট করিয়া দেখি, এ কাহার হইবে?
তাহাতে ধর্ম্মপুস্তকের এই বাক্য সফল করা গেল,
যথা, "তাহারা আপনাদের মধ্যে আমার পরি-
"ধেয় বস্ত্র বিভাগ করে, এবং আমার উত্তরীয়
"বস্ত্রের জন্যে গুলিবাঁট করে।" ফলতঃ সেনা-
গণ তাহাই করিল।

২৫ তৎকালে যীশুর ক্রুশের নিকটে তাঁহার
মাতা, ও মাতার ভগিনী অর্থাৎ ক্লিয়পার স্ত্রী
মরিয়ম্, এবং মগদলীনী মরিয়ম্, ইহারা দণ্ডায়-
মান ছিল। ২৬ তাহাতে যীশু মাতাকে এবং নি-
কটে দণ্ডায়মান প্রিয়তম শিষ্যকে দেখিয়া মা-
তাকে কহিলেন, হে নারি, ঐ দেখ, তোমার
পুত্র; ২৭ পরে সেই শিষ্যকে কহিলেন, ঐ দেখ,
তোমার মাতা; তাহাতে সেই দণ্ডাবধি ঐ শিষ্য
তাহাকে আপন গৃহে লইয়া গেল।

২৮ তদনন্তর সকলই এখন সিদ্ধ হইল, যীশু
ইহা জানিয়া ধর্ম্মপুস্তকের বচন যেন সফল হয়,
এই জন্যে কহিলেন, আমার পিপাসা হইতেছে।
২৯ তাহাতে সেই স্থানে অম্লরসেতে পূর্ণ এক পাত্র
থাকাতে তাহারা এক স্পাঞ্জ অম্লরসে পূর্ণ করিয়া
এসোব্ নলে লাগাইয়া তাঁহার মুখের নিকটে
রাখিল। ৩০ সেই অম্লরস গ্রহণ করিলে পর যীশু
কহিলেন, সিদ্ধ হইল; পরে মস্তক নমন পূর্ব্বক
আত্মা সমর্পণ করিলেন।

৩১ সেই দিন আয়োজন দিন, এই প্রযুক্ত পর-
দিন বিশ্রামবারে সেই তিন দেহ যেন ক্রুশের
উপরে না থাকে, কেননা ঐ বিশ্রামবার বড় দিন
ছিল, এই নিমিত্তে যিহূদীয়েরা পীলাতের নিকটে
গিয়া তাহাদের পা ভাঙ্গিবার ও দেহ স্থানান্তর
করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিল। ৩২ অতএব সে-
নাগণ আসিয়া যীশুর সঙ্গে ক্রুশে বদ্ধ ঐ প্রথম
ও দ্বিতীয় ব্যক্তির পা ভাঙ্গিল; ৩৩ পরে যীশুর
নিকটে আইলে, তিনি মরিয়া গিয়াছেন, ইহা
দেখিয়া তাঁহার পা ভাঙ্গিল না। ৩৪ কিন্তু এক
জন সেনা বড়শাঘাতে তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ
করিল; তাহাতে তৎক্ষণাৎ রক্ত এবং জল নির্গত
হইল। ৩৫ যে ব্যক্তি দেখিয়াছে, সেই সাক্ষ্য
দিতেছে, এবং তাহার সাক্ষ্য সত্য; আর সে
তোমাদেরও বিশ্বাসের যোগ্য সত্য কথা কহি-
তেছে, ইহা জানে। ৩৬ কারণ ধর্ম্মপুস্তকের বাক্য

সফল করণার্থে এই সকল ঘটিল, কেননা লেখা
আছে, "তাঁহার এক অস্থিও ভগ্ন হইবে না।"
৩৭ এবং ধর্ম্মপুস্তকের আর এক স্থানে উক্ত আছে,
"তাহারা যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, তাঁহার প্রতি
"দৃষ্টিপাত করিবে।"
৩৮ তদনন্তর অরিমথিয়া নগরনিবাসী যে যূষফ
যীশুর শিষ্য ছিল বটে, কিন্তু গুপ্তরূপে ছিল,
(কারণ যিহূদীয়দিগকে ভয় করিত,) সে পীলা-
তের নিকটে (গিয়া) যীশুর দেহ লইয়া যাওনের
অনুমতি প্রার্থনা করিল; তাহাতে পীলাত অনু-
মতি দিলে পর সে যাইয়া যীশুর দেহ নামাইল।
৩৯ আর যে নীকদীমঃ পূর্ব্বে রাত্রিযোগে যীশুকে
দেখিতে গিয়াছিল, সেও উপস্থিত হইয়া গন্ধরসে
মিশ্রিত প্রায় পঞ্চাশ সের অগুরু আনিল। ৪০ পরে
তাহারা যীশুর দেহ লইয়া যিহূদীয়দের কবর দে-
ওনের রীত্যনুসারে ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত চা-
দরে বেষ্টন করিল। ৪১ আর যে স্থানে তিনি ক্রুশে
বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার নিকটে এক উদ্যান
ছিল, সেই উদ্যানের মধ্যে এমন এক নূতন কবর
ছিল, যাহাতে কাহারো দেহ কখনো রাখা যায়
নাই। ৪২ অতএব ঐ দিন যিহূদীয়দের আয়োজন
দিন হওয়াতে তাহারা সেই নিকটবর্ত্তি কবরমধ্যে
যীশুর দেহ শয়ন করাইল।

২০ অধ্যায়।

১ তদনন্তর সপ্তাহের প্রথম দিবসে অতি প্রত্যূষে
অন্ধকার থাকিতে মগ্দলীনী মরিয়ম্ সেই কবরের
নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কবরের মুখ-
হইতে প্রস্তরখান সরাণ গিয়াছে। ২ তাহাতে সে
দৌড়িয়া শিমোন্ পিতর এবং যীশুর প্রিয়তম
সেই অন্য শিষ্যের নিকটে যাইয়া কহিল, লো-
কেরা কবরহইতে প্রভুকে লইয়া গিয়াছে; কো-
থায় রাখিয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না।
৩ অতএব পিতর ও সেই অন্য শিষ্য বাহির
হইয়া কবরস্থানে গমন করিল। ৪ উভয়ে দৌড়িলে
সেই অন্য শিষ্য পিতরকে পশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রে
কবরের নিকটে উপস্থিত হইল। ৫ এবং হেঁট
হইয়া ভূমিতে স্থিত চাদর সকল দেখিল, কিন্তু
প্রবেশ করিল না। ৬ অনন্তর শিমোন্ পিতর
পশ্চাৎ আসিয়া কবরস্থানে প্রবেশ করিয়া দেখিল,
ভূমিতে চাদর সকল আছে, ৭ কিন্তু যে গামছা
তাঁহার মস্তকে বদ্ধ ছিল, তাহা ঐ চাদরের সহিত
ভূমিতে না থাকিয়া তাহাহইতে পৃথক্ অন্য এক
স্থানে জড়ান হইয়া স্থাপিত হইয়াছে। ৮ পরে যে
অন্য শিষ্য অগ্রে কবরের নিকটে উপস্থিত হই-
য়াছিল, সেও প্রবেশ করিয়া তদ্রূপ দেখিয়া বিশ্বাস
করিল। ৯ যেহেতুক মৃতগণের মধ্যহইতে তাঁহাকে
উত্থান করিতে হইবে, ধর্ম্মপুস্তকের এই বচন তদ-
বধি তাহাদের বোধগম্য হয় নাই।
১০ পরে ঐ দুই শিষ্য গৃহে ফিরিয়া গেল।
১১ কিন্তু মরিয়ম্ রোদন করিতে২ কবরদ্বারের
বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল; এবং রোদন করিতে২
হেঁট হইয়া কবরে দৃষ্টি করিয়া ১২ শুক্ল বস্ত্র পরি-
হিত দুই জন স্বর্গদূতকে দেখিল; তাহাদের এক
জন যীশুর দেহের শয়নস্থানের শিয়রে, অন্য জন
পদতলে বসিয়া আছে। ১৩ তাহারা তাহাকে
কহিল, হে নারি, কি জন্যে রোদন করিতেছ?
সে কহিল, লোকেরা আমার প্রভুকে লইয়া গি-
য়াছে; কোথায় রাখিয়াছে, তাহা জানি না।
১৪ ইহা বলিবামাত্র সে মুখ ফিরাইয়া যীশুকে
দণ্ডায়মান দেখিল, কিন্তু তিনি যে যীশু, ইহা জা-
নিল না। ১৫ তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, হে
নারি, রোদন করিতেছ কেন? কাহার অন্বেষণ
করিতেছ? তাহাতে সে তাঁহাকে উদ্যানের মালী
জ্ঞান করিয়া কহিল, হে মহাশয়, তুমি যদি এ স্থান-
হইতে তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাক, তবে কোথায়
রাখিয়াছ, তাহা আমাকে বল; আমি তাঁহাকে
স্থানান্তর করি। ১৬ তখন যীশু তাহাকে কহিলেন,
ওগো মরিয়ম্; তাহাতে সে ফিরিয়া তাঁহাকে
কহিল, হে রব্বূনি, অর্থাৎ হে গুরো। ১৭ তখন
যীশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে ধরিও না, কে-
ননা এখন আমি পিতার নিকটে ঊর্দ্ধগমন করি
নাই; কিন্তু তুমি গিয়া আমার ভ্রাতৃগণকে কহ,
যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, এবং
আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে
আমি ঊর্দ্ধগমন করি। ১৮ তাহাতে মগ্দলীনী
মরিয়ম্ শিষ্যগণের নিকটে গিয়া এই সমাচার
দিল, আমি প্রভুকে দেখিয়াছি, আর তিনি আ-
মাকে এই ২ কথা কহিয়াছেন।
১৯ সেই দিনের অর্থাৎ সপ্তাহের প্রথম দিবসের
সন্ধ্যাসময়ে শিষ্যগণ যে স্থানে একত্র ছিল, সেই
স্থানের দ্বার সকল যিহূদীয়দের ভয় প্রযুক্ত রুদ্ধ
হইলেও যীশু আসিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া তাহা-
দিগকে কহিলেন, তোমাদের কল্যাণ হউক।
২০ ইহা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে আপন হস্ত ও
কুক্ষিদেশ দেখাইলেন; তখন প্রভুকে দর্শন
করাতে শিষ্যেরা আনন্দিত হইল। ২১ অনন্তর
যীশু পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের
কল্যাণ হউক; পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করি-
য়াছেন, তদ্রূপ আমি তোমাদিগকে প্রেরণ করি।
২২ ইহা বলিয়া তিনি ফুঁ দিয়া তাহাদিগকে কহি-
লেন, পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। ২৩ তোমরা
যাহাদের পাপমোচন করিবা, তাহাদের মোচন
হইবে; এবং যাহাদের পাপমোচন না করিবা,
তাহাদের মোচন হইবে না।
২৪ এই রূপে যীশু যখন উপস্থিত হইলেন,
তখন দ্বাদশের মধ্যে গণিত থোমা অর্থাৎ দিদুমঃ
নামক শিষ্য তাহাদের সঙ্গে ছিল না। ২৫ অত-
এব অন্য শিষ্যেরা তাহাকে কহিল, আমরা প্রভুকে
দেখিয়াছি। সে বলিল, আমি যাবৎ তাঁহার দুই

হস্তে প্রেকের চিহ্ন দেখিয়া প্রেকের সেই চিহ্ন-
মধ্যে আপন অঙ্গুলি না দিব, এবং তাঁহার কুক্ষি-
দেশমধ্যে আপন হস্ত না রাখিব, তাবৎ বিশ্বাস
করিব না। ২৬ তাহার আট দিন পরে তাঁহার
শিষ্যগণ পুনরায় (গৃহের) ভিতরে ছিল, এবং
থোমাও তাহাদের সঙ্গে ছিল। তাহাতে দ্বার সকল
রুদ্ধ হইলেও যীশু আসিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া
কহিলেন, তোমাদের কল্যাণ হউক। ২৭ পরে
থোমাকে কহিলেন, এ দিগে তোমার অঙ্গুলি দিয়া
আমার হস্ত দেখ, এবং তোমার হস্ত বাড়াইয়া
আমার কুক্ষিদেশমধ্যে রাখ; এবং অবিশ্বাসী
না হইয়া বিশ্বাসী হও। ২৮ তখন থোমা তাঁহাকে
উত্তর দিয়া কহিল, হে আমার প্রভো, হে আমার
ঈশ্বর! ২৯ যীশু তাহাকে কহিলেন, হে থোমা,
আমাকে দেখিয়া বিশ্বাস করিলা; যাহারা না দে-
খিয়া বিশ্বাস করে, তাহারাই ধন্য।

৩০ এতদ্ভিন্ন যাহা এই পুস্তকে লিখিত হয় নাই,
এমন অনেক ২ আশ্চর্য্য কর্ম্ম যীশু আপন শিষ্য-
দের সাক্ষাতে করিলেন। ৩১ কিন্তু যীশু যে ঈশ্ব-
রের পুত্র অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা, ইহা যেন তোমরা
বিশ্বাস কর, এবং বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নামে
জীবন প্রাপ্ত হও, এই নিমিত্তে এই সকল লেখা
গিয়াছে।

২১ অধ্যায়।

১ তদনন্তর যীশু তিবিরিয়া সমুদ্রের তীরে পুন-
র্ব্বার শিষ্যদিগকে দর্শন দিলেন; সেই দর্শনের
বিবরণ এই। ২ শিমোন্ পিতর ও থোমা, অর্থাৎ
দিদুমঃ, এবং গালীলীয় কান্না নগরনিবাসি নিথ-
নেল, এবং সিবদিয়ের পুত্রেরা, এবং তাঁহার
শিষ্যদের মধ্যে আর দুই জন, ইহারা একত্র ছিল।
৩ তখন শিমোন্ পিতর কহিল, আমি মৎস্য
ধরিতে যাই। তাহাতে তাহারা বলিল, তবে আ-
মরাও তোমার সঙ্গে যাই। তখন তাহারা শীঘ্র
বাহির হইয়া নৌকারোহণ করিল, কিন্তু সেই রা-
ত্রিতে কিছু পাইল না। ৪ পরে প্রভাত হইলে যীশু
জলের ধারে দাঁড়াইলেন, কিন্তু তিনি যে যীশু, ইহা
শিষ্যেরা জানিল না। ৫ তখন যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, হে বৎস সকল, তোমাদের নিকটে কিছু
খাদ্য দ্রব্য আছে? তাহারা উত্তর করিল, কিছুই
নাই। ৬ তখন তিনি কহিলেন, নৌকার দক্ষিণ
পার্শ্বে জাল নিক্ষেপ কর, তাহাতে পাইবা; পরে
তাহারা নিক্ষেপ করিলে জালে এত মৎস্য পড়িল,
যে তাহারা তাহা টানিয়া তুলিতে পারিল না।
৭ অতএব যীশুর প্রিয়তম শিষ্য পিতরকে কহিল,
উনি প্রভু। তাহাতে উনি প্রভু, এই কথা শুনিবা-
মাত্র শিমোন্ পিতর উলঙ্গতা প্রযুক্ত মৎস্যধারির
উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিল।
৮ কিন্তু অন্য শিষ্যেরা মৎস্যশুদ্ধ জাল টানিতে ২
নৌকা বাহিয়া কূলে উপস্থিত হইল; কেননা তা-
হারা কূলহইতে বিস্তর দূর ছিল না, অনুমান দুই
শত হস্ত অন্তর ছিল। ৯ পরে স্থলে নামিবামাত্র
দেখিল, সে স্থানে প্রজ্বলিত অঙ্গারের অগ্নি,
এবং তাহার উপরে মৎস্য এবং রুটী আছে।
১০ তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, যে
মৎস্য এখন ধরিলা, তাহার কিছু আন। ১১ অত-
এব শিমোন পিতর উঠিয়া এক শত তিপ্পান্নটা
বড় মৎস্যেতে পরিপূর্ণ ঐ জাল কূলে টানিয়া
তুলিল, কিন্তু এত মৎস্যেতেও জাল ছিঁড়িল না।
১২ পরে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আইস, আ-
হার কর; তৎকালে তিনি যে প্রভু, ইহা জ্ঞাত
হওন প্রযুক্ত, তুমি কে? এমন কথা জিজ্ঞাসা
করিতে শিষ্যদিগের কাহারও সাহস হইল না।
১৩ পরে যীশু আসিয়া রুটী লইয়া তাহাদিগকে
দিলেন, এবং মৎস্যও দিলেন। ১৪ মৃতগণের
মধ্যহইতে উঠিলে পরে যীশু তখন তৃতীয় বার
আপন শিষ্যদিগকে দর্শন দিলেন।

১৫ ভোজন সাঙ্গ হইলে পর যীশু শিমোন পি-
তরকে কহিলেন, ওহে যূনসের পুত্র শিমোন্,
ইহাদের অপেক্ষা তুমি কি আমাকে অধিক প্রেম
কর? তাহাতে সে কহিল, হাঁ প্রভো, আপনকাকে
প্রেম করিয়া থাকি, তাহা আপনি জানেন। তখন
যীশু কহিলেন, তবে আমার মেষশাবকগণকে
চরাও। ১৬ পরে তিনি দ্বিতীয় বার তাহাকে কহি-
লেন, ওহে যূনসের পুত্র শিমোন, তুমি কি আ-
মাকে প্রেম কর? সে কহিল, হাঁ, প্রভো, আপন-
কাকে প্রেম করিয়া থাকি, তাহা আপনি জানেন।
তখন যীশু কহিলেন, তবে আমার মেষগণকে
পালন কর। ১৭ পরে তিনি তৃতীয় বার তাহাকে
কহিলেন, হে যূনসের পুত্র শিমোন, তুমি কি
আমাকে প্রেম কর? তখন তিনি তৃতীয় বার,
তুমি কি আমাকে প্রেম কর? এই কথা জিজ্ঞাসা
করাতে পিতর দুঃখিত হইয়া কহিল, হে প্রভো,
আপনি সকলই জানেন; আমি আপনকাকে প্রেম
করিয়া থাকি, ইহা জ্ঞাত আছেন। তাহাতে যীশু
কহিলেন, তবে আমার মেষগণকে চরাও। ১৮ সত্য
সত্য, আমি তোমাকে কহিতেছি, যৌবনকালে
তুমি কটি বন্ধন করিয়া যে স্থানে ইচ্ছা, সেই
স্থানে যাইতা; কিন্তু বৃদ্ধ হইলে পরে হস্ত বিস্তার
করিবা, এবং অন্য জন তোমার কটি বন্ধন করিয়া
যে স্থানে যাইতে তোমার ইচ্ছা নয়, সেই স্থানে
তোমাকে লইয়া যাইবে। ১৯ ফলতঃ কি প্রকার
মরণেতে সে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিবে,
তাহা বুঝাইবার নিমিত্তে তিনি এই কথা কহি-
লেন। এমন বলিলে পর তিনি তাহাকে কহিলেন,
আমার পশ্চাৎ আইস।

২০ অনন্তর পিতর মুখ ফিরাইয়া দেখিল, রা-
ত্রিভোজনের সময়ে যে জন যীশুর বুকে হেলান
দিয়া, হে প্রভো, কে তোমাকে শত্রুহস্তগত করিবে?
এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যীশুর প্রিয়তম
সেই শিষ্য পশ্চাৎ আসিতেছে। ২১ তাহাকে দে-

খিয়া পিতর যীশুকে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো,
উহার কি ঘটিবে? ২২ তখন যীশু উত্তর করিলেন,
আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি যদি
ইচ্ছা করি, তবে তাহাতে তোমার কি? তুমি আ-
মার পশ্চাৎ আইস। ২৩ তাহাতে সে শিষ্য মরিবে
না, ভ্রাতৃগনের মধ্যে এমন জনরব হইল; কিন্তু
সে মরিবে না, এমন কথা যীশু কহেন নাই; কে-
বল আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত তাহার অবস্থিতি
যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে তাহাতে তোমার কি?
ইহা কহিয়াছিলেন।

২৪ সেই শিষ্য এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে,
এবং সেই সকল লিখিয়াছে; আর তাহার সাক্ষ্য
যে সত্য, ইহা আমরা জানি। ২৫ এতদ্ভিন্ন যীশু
আরও অনেক ২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সে সকল
যদি এক ২ করিয়া লেখা যায়, তবে এত গ্রন্থ হইয়া
উঠে, বোধ হয় জগতেও তাহা ধরে না। (আমেন্।)